জর্জ সিরিজ

- বিসিএস প্রিলিমিনারি
- ব্যাংকার্স রিক্রুটম্যান্ট
- শিক্ষক নিয়োগ এবং নিবন্ধন
- বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল-ক্যাডেট ভর্তি সহায়িকা
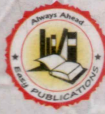
GEORGE'S

নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সুশাসন
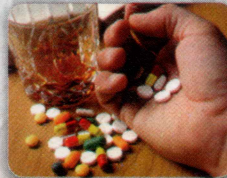
Author
Dr. Md. Shahnewaz Hossain George

Easy PUBLICATIONS

https://www.facebook.com/groups/georgeseries

জর্জ সিরিজ

- বিসিএস প্রিলিমিনারি
- পিএসসি'র নিয়োগ
- প্রভাষক - শিক্ষক নিবন্ধন
- মাধ্যমিক - প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

GEORGE'S

Ethics, Values & Good Governance

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

রচনা ও সম্পাদনায়

ডা. মো. শাহনেওয়াজ হোসেন জর্জ

এমবিবিএস (ঢামেক); বিসিএস (স্বাস্থ্য)

Easy PUBLICATIONS

গ্রন্থের নাম	George's নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন
লেখক, স্বত্ব, প্রচ্ছদ	ডা. মো. শাহনেওয়াজ হোসেন জর্জ
প্রকাশক	Easy Publications
মূল্য	২৪০/=(দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৫

দ্বাদশ সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৩

গবেষণা ও সম্পাদনায়

মো. শাহরিয়ার হোসেন, মো. আইনুর রহমান, মো. আরিফুল ইসলাম

জর্জ সিরিজ

সুপ্রিয় পাঠক ও বিক্রেতাদের প্রতি অনুরোধ **নকল** বই থেকে দূরে থাকুন। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী MP3 Publications এবং Easy Publications এর স্বনামধন্য লেখক এবং প্রকাশক **ডা. মোঃ শাহনেওয়াজ হোসেন জর্জ** এর সুনাম ব্যবহার করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বইগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে অবশ্যই বইটি **'জর্জ সিরিজ'** ভুক্ত কি-না তা দেখে কিনুন। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ –

MP3 Publications থেকে প্রকাশিত –

George's MP3 আন্তর্জাতিক
George's MP3 বাংলাদেশ
George's MP3 দৈনন্দিন বিজ্ঞান

Easy Publications থেকে প্রকাশিত –

George's বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
George's English Literature
George's English Language
George's Math Review
George's Mental Ability
George's নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সুশাসন
George's ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
George's প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
George's প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সাজেশন ও মডেল
George's বেসরকারি শিক্ষক ও প্রভাষক নিবন্ধন সহায়িকা
Easy কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
Easy Preliminary Digest

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে-

George's BCS Solution
George's PSC Solution
George's Teacher's recruitment and Registration solution

প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা	**বাংলাবাজার :** সুমনা বইঘর, প্রমিজ বুকস এন্ড পাবলিকেশন্স, জয়স্টার বুক ডিপো, দি বুক সেন্টার, জ্ঞানের আলো, সুপ্রিম প্রকাশনী, রাফিদ বুক হাউস, জ্ঞানের আলো-২, শাহপরান, সুমন প্রকাশনী, কাজল বুক ডিপো, নাফি বুক হাউজ, জ্ঞান বিতান, কাজী ট্রেডার্স, সাহিত্য কোষ, তাহমিনা বুক ডিপো, কলেজ লাইব্রেরি, বই পরিচয়, জ্ঞান বিতান, রেদোয়ান বুক, আজিজিয়া প্রকাশনী
	নীলক্ষেত : তাজ লাই, মাইশা বুকস, মামুন বুকস, আলম বুক, তপন লাই, সোহেল লাই, বাবুল বুক কর্নার, রাব্বি বুক হাউস্, নাহার বুক সেন্টার, মানিক লাইঃ, গীতাঞ্জলি বুক সেন্টার, উদয়ন-১, হক লাইঃ, সোনিয়া, বর্ণালী বই ঘর, মুনির বুক স্টল, এস কে বুক হাউজ, হাফছা বুকস্, নাফিজ বুকস, টাঙ্গাইল, আলম বুক-২, হিমু বুক সেন্টার, নলেজ ভিউ, নিউ কুমিল্লা বুক, মায়ের দোয়া, প্রতীতি বই ঘর, অনন্ত বুক, বাংলা বই ঘর, ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, সরকার বুক, নিউ বুক গার্ডেন, হাসান লাইঃ, অর্কিড পাবলিকেশন্স, খাজা, নকীব বুকস, নিলয় বুক, কস্তুরী লাই, নলেজ হারবার, সারা প্রকাশনী, জিসান লাই, রানা প্রকাশনী, বইয়ের দেশ, সিয়াম বুক, **বুল্যান্ড, বুক ওয়ার্ল্ড, কবির বুক, জহির লাইব্রেরি**
	ফার্মগেট: UCC লাইঃ, তোফাজ্জল বুক হাউস, সুমন লাইঃ, সেলিম বুক, গ্রিন লাইঃ, আদর্শ লাইব্রেরি, ছাওয়াল বুক, দুলাল বুক হাউজ, রেজা বুক
	মিরপুর : এশিয়া লাইঃ, গীতাঞ্জলি বুক সেন্টার, সাদ্দাম বুকস, অংকুর বই বাজার, গ্রামীন, বই মেলা, অংকুর বই মেলা, আমিন বুক হাউজ, রকি বুক হাউজ, আয়েশা, তানিয়া বুকস, বই বিচিত্রা, দিগন্ত, ঝর্ণা বুকস, ইত্যাদি লাইব্রেরি, জি.কে লাই
	সাভার : মায়ের দোয়া-২, আয়েশা **জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব :** আইডিয়াল লাইঃ, মায়ের দোয়া লাইঃ, ক্রিয়েটিভ বইঘর **উত্তরাঃ** এঞ্জেলা লাইব্রেরি
গাজীপুর	ডুয়েট বই, রহমানিয়া,জামালপুর, সিটি বুক, শাহিন, ইউনির্ভাসিটি, আল আমীন, মফিজ, ঢাকা বুকস, রুপসী লাইব্রেরি
টাঙ্গাইল	ছাত্রবন্ধু লাই, আদর্শ, তাজমহল, ন্যাশনাল, সঞ্চিতা, স্কুল কলেজ, বই মেলা, বই বিচিত্রা, খান বুক, বিদ্যাসাগর, বাদল বই বিতান, টাঙ্গাইল বুক, মিলন লাই(**মধুপুর**)
শরীয়তপুর	মোহনা বই বিতান, কলেজ লাইব্রেরি, ইখওয়ান লাইব্রেরি
নরসিংদী	জননী লাই, বুক ডিলার, বই বাজার, সবুজ, **নারায়ণগঞ্জঃ** আশা বই ঘর, মমতা
মানিকগঞ্জ	আজাদ লাইব্রেরি **মুন্সিগঞ্জঃ** আজাদ লাইব্রেরি
কিশোরগঞ্জ	বই বাজার, কিশোর বুক, স্বপ্নসিড়ি, ঈশাখাঁ, মাতৃ লাইঃ, তরুন, রাজন, ছাত্রবন্ধু
ফরিদপুর	বই জগৎ লাই, রফিক লাইব্রেরি, বই বিতান, আলম বুক, ইসলামিয়া বুক ডিপো, নিউ বই ঘর, মোসলেম, প্রভিন্সিয়াল বুক হাউজ
ভৈরব	নাসির লাইব্রেরি, আরিফ বুক হাউস, ছাত্রবন্ধু, বৈশাখী, বিসমিল্লা লাইব্রেরি
গোপালগঞ্জ	মা লাইব্রেরি, আজিজিয়া, প্রগতি, নিউ বই বিচিত্রা লাইব্রেরি
মাদারীপুর	কলেজ লাই, জননী লাইব্রেরি

রাজবাড়ী	কলেজ লাই, শামিম, সোনালী, খন্দকার, এমদাদীয়া	
ময়মনসিংহ	কলেজ লাইঃ, আকন্দ লাইঃ, কবির লাইঃ, আহমেদ লাইঃ, গুড বুকস্, মাদানী লাই **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বঃ** বিপুল লাইঃ, সোহেল লাইঃ, মাহবুব লাইঃ, চাঁন লাইব্রেরি	
জামালপুর	পাক লাইব্রেরি, বই মেলা লাইব্রেরি, বই ঘর, অনন্যা, মুক্তা, স্টুডেন্ট'স লাইব্রেরি	
নেত্রকোনা	ভ্যারাইটি স্টোর, রূপক লাইব্রেরি, হাসেমিয়া লাইব্রেরি	
শেরপুর	বই বিপনী, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, আহম্মদদিয়া লাইব্রেরি	
সিলেট	সামী লাইব্রেরি,পপি, শুভেচ্ছা, শাকিল, বইমেলা, মালঞ্চা, কাশ্মীর লাইব্রেরি	
মৌলভীবাজার	মিতালী লাইব্রেরি, জামান লাইব্রেরি, কলেজ লাইব্রেরি	
হবিগঞ্জ	আনোয়ার, শাহজালাল, রহমানিয়া, সুলতানিয়া, পপুলার, স্টুডেন্ট,জনপ্রিয় লাই.	
চট্টগ্রাম	**আন্দরকিল্লা :** পেঙ্গুইন লাই, মডার্ন লাই, ফেমার্স লাই, বুক সেন্টার, বুক লাইন, ফ্রেন্ডস বুকস্, প্রাইম বুক ডিপো, বুক গার্ডেন, জেনুইন লাইব্রেরি	
	চকবাজার : নিউ বুকল্যান্ড, বুক ভিশন, রয়েল বুক হাউজ	
	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : এডুকেশন কেয়ার, বইপত্র	
	স্টেশন রোড : বই মেলা, বইপত্র লাইব্রেরি	
	মিরাসরাইঃ শিক্ষা বিপনী	
কক্সবাজার	অন্বেষা লাইব্রেরি	
নোয়াখালী	প্রমিজ লাইব্রেরি, কবির লাইব্রেরি, কবির বুক কর্ণার, আল মদিনা, টাউন লাইব্রেরি	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মদিনা লাইব্রেরি, ইকরা লাইব্রেরি, বইমেলা লাইব্রেরি, নিউ বইমেলা লাইব্রেরি	
কুমিল্লা	রফিক গ্রন্থাগার, বিসমিল্লাহ, বই নিকেতন, লিপিকা, সাহিত্য কোষ, আইডিয়াল,	
চাঁদপুর	মতিনীয়া লাইব্রেরি, কিশোর লাইব্রেরি (হাজীগঞ্জ উপজেলা) **ফেনীঃ** ফেনী লাইব্রেরি	
বরিশাল	বাণী বিতান, মাহবুব, অঙ্কুর, বই বিতরণী, খন্দকার, ওরিয়েন্টাল, বই বিতান লাই.	
	বি এম কলেজ গেট : কলেজ লাইব্রেরি, আশরাফিয়া লাইব্রেরি	
খুলনা	সোহাগ বুক ডিপো, পাঠক প্রিয়, বুক স্যোসাইটি, প্রীতি প্রকাশনী, নূর লাই, সততা, বিসমিল্লাহ বই, আফিয়া বুক, ছাত্রবন্ধ, বুকসেন্টার, সবুজ সততা, আলফা বুক, ফেমার্স, কামাল বুক, **বি.এল. কলেজ গেট :** গ্রাজুয়েট বুকস, প্রমিজিং বুক স্টল, বইবিচিত্রা, বই নিকেতন, নিউ বুক কর্নার,	
সাতক্ষীরা	বইমেলা, পপি, সাতক্ষীরা, পপুলার	**বাগের হাটঃ** মোল্লা, আদর্শ লাইব্রেরি
মাগুরা	সঞ্চিতা লাইব্রেরি, বুক সেন্টার	**নড়াইলঃ** বইঘর লাইব্রেরি
যশোর	জনতা লাই, বাণী বুক ডিপো, রয়েল বুক ডিপো, বই নিকেতন, বই জগৎ, ফেমার্স, হেলাল বুক ডিপো, মমতা, পপুলার, হাসান বুক, জহির বুক, সেলিম বুক	
কুষ্টিয়া	বইমেলা, বই সমাবেস, পুঁথিঘর, জ্ঞানকোষ, ছাত্রবন্ধ, বইপত্র, বইপরিচয়, সাহিত্য কোষ	
চুয়াডাঙ্গা	পুথিঘর লাইব্রেরি, হামিদিয়া লাইব্রেরি, ইসলামিয়া লাইব্রেরি	

ঝিনাইদহ	ইসলামিয়া লাইঃ, মুক্তি বুক হাউজ, বইমেলা, বুক সেন্টার, ফারুক লাইঃ (কালীগঞ্জ), হাসান লাইঃ, মেসার্স কোহিনুর, আমিন বুক, সোহেল বুক, মোক্তার লাই.
মেহেরপুর	পপি লাইব্রেরি জুয়েল লাই, **গাংনি উপজেলাঃ** মিতু লাই, সততা, শ্যামলী লাইব্রেরি
পাবনা	রহমানিয়া, লতিফ বুক হাউস, বই বিচিত্রা, দিশারী বই বিতান, বুক প্যালেজ, হামিদিয়া
সিরাজগঞ্জ	ব্রিলিয়ান্ট, বিলাসী লাই, মনির লাই, প্রত্যাশা, স্কলার, নিউ সিটি, মা ও মনি লাই
রাজশাহী	সবুজ লাইঃ, বইঘর লাইঃ, তিতাস বুকস্, প্রাইম বুকস্, পদ্মা বই বিতান, বই বিচিত্রা, বুকভ্যালি লাইঃ, কোরআন মঞ্জিল, সুজন লাইঃ, আলী গড় লাইঃ, বরেন্দ্র লাইঃ, ছাত্রবন্ধু লাইঃ, স্বরনী লাইঃ, আসিক লাইঃ, রাজশাহী বুকস, আহসান বুক, ফেন্ডস বুক ডিপো, অক্সফোর্ড লাইঃ, আমিন লাইঃ, পপুলার লাইব্রেরি
	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : আকবর লাইঃ, তিশা লাইঃ, একাডেমি কর্ণার, শরিফুল
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আনন্দ বুক স্টল, মিলন বুক, সাহিত্য কুটির, চাপাই বুক ডিপো, দিশারী বই বিতান
নাটোর	মর্ডান লাই, বই নিকেতন, বইমেলা, বই সাগর, তাজ মহল, বই ঘর, ছাত্রবন্ধু, কলেজ, সুধা, মুক্তা ধারা, আজাদ, বাংলাদেশ লাইব্রেরি
নওগাঁ	জনতা লাইব্রেরি, কথাকলি লাইব্রেরি, বইবিচিত্রা, সুবচন, বিশ্বপরিচয়, গ্রিন বুক হাউজ, আনন্দমেলা, কিশোর, সেবা প্রকাশনী
বগুড়া	কাজল ব্রাদার্স, বুক সেন্টার, কলেজ, ইউনির্ভাসিটি, মুসলিম বুক ডিপো, সরকার, নিউ আরাফাত, কুরআন হাদীস, আলম বুকস্, প্রতিভা, বুক পয়েন্ট, প্রাইম বুকস, বুক মার্ক, বগুড়া বুক ডিপো, মালেকা, ফ্রেন্ডস বুক , রুদবা, আল-আমিন লাই.
জয়পুরহাট	পরাগ লাইব্রেরি এন্ড পেপার হাউস, গ্রন্থকুঞ্জ লাইব্রেরি, বর্ণমালা লাইব্রেরি
রংপুর	বুক ফেয়ার, মনি লাইঃ, মাহফুজাহ লাইঃ, মোস্তাক, নিউ বই ঘর, সাহিত্য ভাণ্ডার, ফেরদৌস, বিপণী বিচিত্রা, বই বিচিত্রা, ইস্টবেঙ্গল, টাউন স্টোরস, ফ্রেন্ডস লাই,
	কারমাইকেল কলেজ গেট : লালবাগ লাইঃ, মিন্টু লাইঃ, হাসান লাইঃ, আপন আলো, বেসিক, কলেজ, সিরাজ, ফারুক, বই তরঙ্গ, লারিফ বুকস, চাঁন লাইব্রেরি
গাইবান্ধা	শাহজাহান লাইঃ, শফিক, আধুনিক, বুক সেন্টার, সংকলন, সততা, জাহিদ, সুমন
দিনাজপুর	গ্রিন লাইঃ, সোবহানিয়া, কলেজ, নলেজ হোম, হারুন, তূর্য, চেতন গড়, বই বাজার
	কলেজ লাইঃ,(ফুলবাড়ী উপঃ)RH ডিজিটাল,(**বীরগঞ্জ উপজেলা**) আশরাফিয়া(**চিলির বন্দর**)
ঠাকুরগাঁ	বিশাল বুক হাউস, মুন, নিউ বুক সেন্টার, বুক সেন্টার, বই বিচিত্র, বইপত্র লাই,
পঞ্চগড়	মডার্ন লাইঃ, ছাত্রবন্ধু লাইঃ, কিশোর, বুলবুল, বিলিয়ান, ডিজিটাল লাইব্রেরি
কুড়িগ্রাম	মদিনা লাইঃ, আদর্শ, হাসান বুক ডিপো, বই ঘর, পিস লাইঃ, বিসমিল্লাহ, বুক ভিলেজ, পপি লাইব্রেরি
নীলফামারী	বিপনী বিচিত্রা, জ্ঞানাঙ্কুর, বই মেলা, বিদ্যাসাগর, কিশোর লাইব্রেরি **সৈয়দপুরঃ** বই কানন, হাসান বুক ডিপো, মোবারক, রেবা বুক ডিপো, বর্ণ লাইব্রেরি
লালমনিরহাট	মডার্ন, আল আমিন, মন্ডল, গ্রীন, ফারুক, জামান, ফেরদৌস, হক, ইসলামিয়া, কিশোর

সরাসরি বই প্রাপ্তির জন্য- ০১৭০৮-৮৬৯৬০৩

সূচিপত্র

বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট- এর সিলেবাস ও সূচি

বিষয়ের নাম	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সু-শাসন **(Ethics, Values & Good Governance)**
পূর্ণমান	১০
Chapter	**Page**
Definition of Values Education and Good Governance	(34, 77, 78)
Relation between Values Education and Good Governance	(36)
General Perception of Values Education and Good Governance	(34, 77)
Importance of Values Education and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals	(35, 91)
Impact of Values Education and Good Governance in national development	(37, 94)
How the element of Good Governance and Values Education can be established in society in a given social context	(36, 80)
The benefits of Values Education and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence.	(25, 35, 96)

নৈতিকতা
Morality

নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র (Ethics)

নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Ethics কথাটি এসেছে গ্রিক Ethica শব্দ থেকে। আবার এ Ethica এসেছে Ethos থেকে, যার অর্থ চরিত্র, রীতিনীতি বা অভ্যাস। নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানুষের চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

নীতিবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি বলেন-

> "নীতিবিদ্যা হলো আচরণের মঙ্গল বা উচিতের বিজ্ঞান।"

মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া (Voluntary action) হচ্ছে নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। নীতিবিদ্যা একটি মানদণ্ড বা আদর্শ কে সামনে রেখে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে এবং এ আদর্শের সাথে তুলনা করে মানুষের *ঐচ্ছিক* ক্রিয়াকে উচিত বা অনুচিত বলে বিচার করে। যে কাজ আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাকে বলা হয় উচিত, আর যে কাজ আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে বলা হয় অনুচিত। জীবনের পরমাদর্শকে লাভ করার জন্য মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করাই নীতিবিদ্যার কাজ। *ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক* নীতিবিদ্যাকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। *এরিস্টটলের মতে*, নীতির মধ্যেই মানুষ, নীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ স্বভাব। সুতরাং স্বভাবের এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যই নীতিবিদ্যা পাঠ প্রয়োজন।

নৈতিকতা (Morality)

নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নৈতিকতা। দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সামাজিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানুষ যে সকল নীতি, আদর্শ এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত অনুশাসন মেনে চলে তার সমষ্টিকে নৈতিকতা বলে। নৈতিক অনুশাসনের প্রভাবে মানুষ আইন মানে, শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করে না এবং রাষ্ট্রের অনুশাসনকে শ্রদ্ধা করে। নাগরিক সচেতনতার মানদণ্ড হলো নৈতিক অনুশাসন। নৈতিকতার ইংরেজি শব্দ Morality; ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে এটি এসেছে। Moralitas হলো ভালো আচরণ, চরিত্র প্রভৃতি। কাজেই Morality বা নৈতিকতা হলো কতিপয় বিধান, যার আলোকে মানুষ তার বিবেকবোধ ও ন্যায়বোধ ধারণ ও প্রয়োগ করে থাকে।

Dictionary of Social Science গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> "নৈতিক অধিকার যা মানুষের নৈতিক অনুভূতির উপর নির্ভরশীল এবং এগুলো কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুরক্ষিত নয়।"

জোনাথন হেইট বলেন-

> "ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ- এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।"

নীতিবিদ মুর বলেছেন-

> "শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।"

এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা গ্রন্থে নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে-

> "নৈতিকতা হলো দর্শনের এমন একটি শাখা যার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট নৈতিক আচরণ ও কার্যক্রমের সূত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়।"

Cambridge International Dictionary of English *গ্রন্থে বলা হয়েছে-*

"নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।"

নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে ন্যায়- অন্যায়, ভালো- মন্দ, উচিত- অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে। শুধু আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানই নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ঠ নয়। এ জন্যই *আর. এম. ম্যাকাইভার বলেছেন-*

"Law does not and cannot cover all grounds of morality".

নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সে সব অধিকারকে বুঝি যা নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের উদ্ভব। যে গুণ মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং ন্যায় কাজে নিয়োজিত করে, তাই নৈতিকতা। যেমন- দরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার। নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত নয়। এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তাই নৈতিকতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নৈতিকতা সামাজিকভাবে স্বীকৃত গুণ, তবে নৈতিকতা বাধ্যতামূলকভাবে আরোপযোগ্য নয়।

তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে তার তীব্র সমালোচনা হতে পারে। সার্থক ও সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য নৈতিক অধিকার অত্যাবশ্যক। নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। নৈতিক কর্তব্য ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি নৈতিক কর্তব্য পালন না করলে তাকে সামাজিক ভর্ৎসনা ও সমাজ কর্তৃক নিন্দনীয় হতে হয়। যেমন- বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু কোনো সন্তান যদি এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তবে রাষ্ট্র আইনগত ভাবে তাকে কোন প্রকার শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু সমাজ তাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করতে পারে।

অপরদিকে নাগরিকগণ আইনগত কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। আইনগত কর্তব্য ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে।

ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মনোভাব

ম্যাকিয়াভেলির সমগ্র রাজনৈতিক দর্শন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল পঠিত The Prince ও Discourses গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই রাষ্ট্র সৃষ্টির ভিত্তি, রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতির কারণসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় মোটামুটিভাবে এক ও অভিন্ন। তবে The Prince গ্রন্থটি রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং Discourses, গ্রন্থটি রোমান প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত একটি আলোচনা।

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্র দর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতি থেকে পৃথক করেছেন। প্রাচীন যুগে নৈতিকতা এবং মধ্যযুগে ধর্মকে আমরা রাষ্ট্রচিন্তার মূল নিয়ামক হিসেবে দেখতে পাই। যদিও এরিস্টটল নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে আলাদা করে দেখছেন তথাপিও তাঁর মতে রাষ্ট্র মূলত একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদিও জন অব প্যারিস, মার্সিলিও অব পাদুয়া প্রমুখ পার্থিবপন্থী চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রকে গির্জা থেকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করেছেন। তথাপিও তাঁরা ধর্মকে পার্থিব জীবনের পরিমণ্ডল থেকে একেবারে
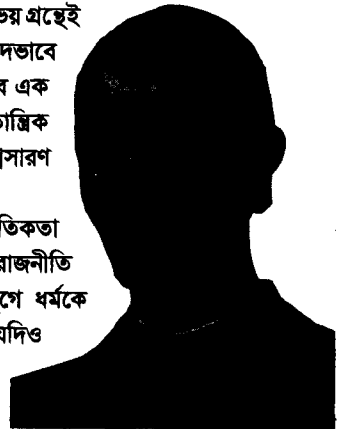
নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি

পৃথক করে দেন নাই। বরং ধর্মকে রাষ্ট্রের একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং প্রাচীন বা মধ্য কোনো যুগেই ধর্ম ও নৈতিকতাকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করা হয়নি। এ দিক থেকে ম্যাকিয়াভেলিই হচ্ছে প্রথম চিন্তাবিদ যিনি এ দু'টো জিনিসকে অত্যন্ত নির্মমভাবে রাজনীতি থেকে পৃথক করেছেন এবং তাঁর এই কৃতকর্মের স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ উদ্ধৃত করে তা যে যথার্থ তা প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রই হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সেদিক দিয়ে তা অন্য কোনো উচ্চতর ক্ষমতার অধীন হতে পারে না।

মানবিক আইনের সাথে Reason ও Revelation এর সম্পর্ক থাকলেই সেটা ঐশ্বরিক আইন হবে। তিনি বলেন; State is not a product of divine origin. It is a product of human being. So everything depends on human law.

তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রই হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তার ওপর উচ্চতর কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। এতে ধর্ম ও নৈতিকতা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

মধ্যযুগে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হত যে, পার্থিব ক্ষমতা রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা, ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক আইনের উচ্চতর ক্ষমতাগুলোর অধীন। কিন্তু ম্যাকিয়াভেলি বলেন যে, ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক আইন উচ্চতর ক্ষমতাগুলোর অধীন। তিনি বলেন যে, ঐশ্বরিক আইন বলে কোনো আইন নাই। তাঁর মতে, শাসক রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে কঠোর, নির্মম, বেআইনি ও অন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও নৈতিকতা বিবর্জিত ছিলেন।

সরকারি নৈতিকতা (Governmental Morality)

রাজা বা শাসক রাষ্ট্র শাসনের জন্য যা কিছু অনুকূল তাই করে যাবে। ব্যক্তিগত লক্ষ্যে জীবনে যে কাজ করা অন্যায় সে কাজ যদি রাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল হয় তবে শাসকের পক্ষে তা করা অন্যায় হবে না।

ব্যক্তিগত নৈতিকতা (Individual Morality)

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ ধর্ম ও নৈতিকতার অনুশাসন মেনে চলবে। শাসিত শ্রেণি নৈতিকতা বিবর্জিত হতে পারবে না। তারা সকল প্রকার দুর্নীতি ও অন্যায় বর্জন করে ন্যায়ের পথে অগ্রসর হবে। প্লেটোর ন্যায় ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন এই দ্বৈত নৈতিকতার নীতি প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ব্যক্তিগত জীবনে নীতি বিবর্জিত বা ব্যভিচারী ছিলেন না। (He was unmoral but not immoral) ম্যাকিয়াভেলি অবশ্য মনে করেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতার পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্র যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে তবে তা হবে উত্তম। কিন্তু যেহেতু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ, প্রতারক, লোভী ও হিংসুটে কাজেই এ পথে চলে রাষ্ট্র কোনোদিন তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না।

যদিও ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতি হতে নৈতিকতাকে পৃথক করেন এবং নৈতিকতাকে দ্বৈত মাপকাঠির ভিত্তিতে বিচার করেন তথাপিও রাষ্ট্র শাসনে তিনি আইনের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি শাসকের অন্যতম লক্ষ্য ও কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। একজন শাসক বা নরপতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং তিনি যে আইন প্রয়োগ করবেন উহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের জাতীয় চরিত্র নির্ধারিত হবে। নৈতিক অধিকারের কোনো শ্রেণি বিভাজন নেই। নৈতিক অধিকারের পেছনে কোন আইনগত স্বীকৃতি থাকে না। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দুর্গতের প্রতি সহানুভূতি, শিষ্টাচার, সদাচার ইত্যাদি নৈতিকতা অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকতার উৎস ও প্রকৃতি

আইনগত অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত। আইনগত অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র অপরাধীকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র কোনো প্রকার শাস্তি দিতে পারে না। তবে নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে এর তীব্র সমালোচনা হতে পারে।
সকল অধিকারই নৈতিক ও আইনগত শর্ত দ্বারা পুষ্ট। নৈতিক ও আইনগত অধিকার পৃথক হলেও উৎস ও তাৎপর্যের দিক থেকে অভিন্ন নাগরিকের সমস্ত ধারণাটি সামাজিক ধারণা থেকে উদ্ভূত। নৈতিক ও আইনগত উভয় অধিকারই নাগরিকের মঙ্গলের জন্য। সমাজের নীতিবোধকে উপেক্ষা করে আইনগত অধিকার টিকে থাকতে পারে না।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য এ মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও নীতি আদর্শের শিক্ষাকে ধরে রাখার চেষ্টা ও চেতনাই হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে উত্তম চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। ফলে মানুষ সমাজে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।
অন্যদিকে সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সে সমাজে শান্তি থাকে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদগুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই উত্তম চরিত্র গঠন করার জন্য নৈতিকতা চর্চা করা সবার জন্য কাম্য।

নৈতিকতা, সুশাসন ও মূল্যবোধের সম্পর্ক

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ঘাটতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। আবার সুশাসনের অভাব হলে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঠিক বিকাশ ঘটে না। ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এক্ষত্রে সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ছাড়া সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা যায় না। সামাজিকভাবে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এদের যে কোন একটির অভাব হলেই সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। তাই, সমাজজীবনে ও জাতীয় পর্যায়ে সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের বাস্তব প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।

জেনে রাখা ভালো

- ✓ নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ- একটি মানসিক বিষয়।
- ✓ Morals of morality এর মূল উৎস– ল্যাটিন mas শব্দটি।
- ✓ নীতিভ্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হলো অন্যতম পাপী বলেছেন- করমচাঁদ গান্ধী।
- ✓ আইন ও নৈতিকতার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেন- ম্যাকিয়াভেলি।
- ✓ আইনের প্রয়োগ হয় না- নৈতিকতা লঙ্ঘনে।
- ✓ নৈতিকতার রক্ষাকবচ- বিবেকের দংশন।
- ✓ ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বলে- নৈতিকতা।
- ✓ বিবেক, চিন্তা বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে- নৈতিকতার উৎস।

- ✓ মূল্যবোধ দৃঢ় হয়- শিক্ষার মাধ্যমে।
- ✓ মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যকারী ধারণা- ঔচিত্যবোধ।
- ✓ কথা-বার্তা, আচার-আচরণে, নীতি অনুসরণ করাকে বলে- নৈতিকতা।
- ✓ নৈতিকতার আরেক নাম- মূল্যবোধ।
- ✓ নৈতিকতা বিকাশের লালনক্ষেত্র- সমাজ।
- ✓ নৈতিকতার উৎস নয়- অপরাধ।
- ✓ নৈতিকতার বিধান- ঐচ্ছিক।
- ✓ ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উদ্ভূত– নৈতিকতা।
- ✓ কাঠামোবদ্ধ রূপ অনুপস্থিত- নৈতিকতায়।
- ✓ নৈতিকতা- অভ্যাস ও চর্চার ব্যাপার।
- ✓ নৈতিকতার ধারণা- সর্বজনীন।
- ✓ নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে- উপযুক্ত শিক্ষা।
- ✓ যে অধিকার লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রীয় শাস্তির বিধান নেই- নৈতিক অধিকার।
- ✓ দেশ প্রেমের সূতীকাগার বলা হয়- আত্মসংযমকে।
- ✓ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান– নৈতিকতা।
- ✓ সমাজের প্রথা, আদর্শ, ধর্ম ও ন্যায়বোধ হতে জন্ম– নৈতিকতার।
- ✓ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপার– নৈতিকতা।
- ✓ নৈতিকতাহীনতা– দণ্ডনীয় অপরাধ নয়।
- ✓ নৈতিকতা হলো– অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট।
- ✓ মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে– নৈতিকতা।
- ✓ নৈতিকতার পরিধি– আইনের চেয়ে বড়।
- ✓ আইন ও নৈতিকতার লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয়– একই।
- ✓ নৈতিকতা ভিন্ন হতে পারে– দেশ-কাল-পাত্র ভেদে।
- ✓ বুদ্ধিমান ও ভদ্র মানুষ তৈরিতে সহায়তা করে– নীতি ও ঔচিত্যবোধ।
- ✓ নৈতিকতা পরিচালিত হয়– সামাজিক বিবেকের দ্বারা।
- ✓ নৈতিকতা প্রয়োগ করে না– রাষ্ট্র।
- ✓ নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে – উপর্যুক্ত শিক্ষা।
- ✓ Truth is beauty and beauty is truth– বলেছেন জন কিটস্।

MCQ Solution

১. **নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?** [রেলপথ মন্ত্রণালয় অফিস সহায়ক : ২১]

ক) Nature খ) Value
গ) Morality ঘ) Liberty **উত্তর:** গ

২. **নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়-** [৩৬তম বিসিএস]

ক) মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
খ) বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
গ) দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদন্ড বা আচরণবিধি
ঘ) উপরের তিনটিই সঠিক **উত্তর:** ঘ

৩. **নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান
ⓚ মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
ⓖ সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা
ⓖ সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন **উত্তর:** ঘ

৪. **মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?** [৩৫তম বিসিএস/ খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) : ১৯]
ⓚ ঐচ্ছিক ক্রিয়া ⓖ ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া
ⓚ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ⓖ ক ও গ নামক ক্রিয়া **উত্তর:** ক

৫. **'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি'। এটি–** [৪০তম বিসিএস]
ⓚ নৈতিক অনুশাসন ⓚ রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন
ⓖ আইনের শাসন ⓖ আইনের অধ্যাদেশ **উত্তর:** ক

৬. **কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?** [৩৭তম বিসিএস]
ⓚ পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
ⓚ আইনের শাসন
ⓖ সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
ⓖ অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ **উত্তর:** গ

৭. **নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কি?** [৩৭তম বিসিএস]
ⓚ সততা ও নিষ্ঠা ⓚ কর্তব্যপরায়ণতা
ⓖ মায়া ও মমতা ⓖ উদারতা **উত্তর:** ক

৮. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে?** [৪১তম বিসিএস]
ⓚ অনুচ্ছেদ ১৩ ⓚ অনুচ্ছেদ ১৮
ⓖ অনুচ্ছেদ ২০ ⓖ অনুচ্ছেদ ২৫ **উত্তর:** খ

৯. **শূন্যবাদ যে ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত তার অর্থ –** [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ সব ⓚ কিছুই না
ⓖ সর্বজনীন ⓖ কিছু **উত্তর:** খ

১০. **কে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখেছেন?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৬-১৭]
ⓚ গ্রামসি ⓚ দান্তে
ⓖ হব্‌স ⓖ ম্যাকিয়াভেলি **উত্তর:** ঘ

১১. **জনজীবনে নিরাপত্তা প্রদান করে** .... [24th BCS]
ⓚ পুলিশ ⓚ দলীয় নেতা
ⓖ শৃঙ্খলা ⓖ সামাজিক পরিবেশ **উত্তর:** ক

১২. **প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে .... অর্জনে সহায়তা করে।** [22th BCS]
ⓚ জ্ঞান ⓚ মানসিকতা
ⓖ মনুষ্যত্ব ⓖ মানবিকতা **উত্তর:** গ

MCQ TEST

১. **Morality শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?**
ক) নৈতিকতা খ) মূল্যবোধ
গ) সুশাসন ঘ) আইন

২. **নৈতিকতা কী?**
ক) ব্যক্তির মর্যাদা ও গুণ খ) ব্যক্তির পরিচয়
গ) ব্যক্তির দেশাত্মক বোধ ঘ) ব্যক্তির সচেতনতা বোধ

৩. **কোনটি নৈতিক জগতের উপাদান?**
ক) নৈতিক নীতি খ) আদর্শ
গ) নৈতিক অভ্যাস ঘ) সবগুলোই

৪. **রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন না করলেও ব্যক্তিকে কী থেকে বঞ্চিত করা যায় না?**
ক) সুযোগ সুবিধা থেকে খ) প্রাপ্য অধিকার থেকে
গ) নাগরিক পরিচয় থেকে ঘ) রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে

৫. **রাষ্ট্রের নাগরিক কী পরিমাণে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের দাবিদার?**
ক) আংশিক খ) সামান্য
গ) অর্ধেক ঘ) পূর্ণমাত্রায়

৬. **কোনটি নাগরিকের বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে?**
ক) সততা খ) আত্মমর্যাদাবোধ
গ) শিক্ষা ঘ) সংযম

৭. **নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারীকে কী ভোগ করতে হয়?**
ক) সামাজিক সমালোচনা
খ) রাষ্ট্রীয় আইনের সাজা
গ) গ্রাম্য মাতবরের শাস্তি
ঘ) ভ্রাম্যমান আদালতের দণ্ডাদেশ

৮. **সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা কোনটি?**
ক) সততা খ) নির্লিপ্ততা
গ) অলসতা ঘ) ধর্মান্ধতা

৯. **সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংসারে কেউ একা নয়। সমস্যা সঙ্কুল জীবনে পদে পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।**
ক) অপ্রীতিকর খ) প্রতিযোগিতাপূর্ণ
গ) কষ্ঠসাধ্য ঘ) জটিল

১০. **নৈতিক অধিকার কোথা থেকে উদ্ভূত হয়?**
ক) সামাজিক মূল্যবোধ খ) সামাজিক ন্যায়বোধ
গ) সামাজিক চেতনাবোধ ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা

১১. **ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে-**
ক) টাকা খ) বাড়ি
গ) নৈতিক জ্ঞান ঘ) রাজনীতি

১	ক
২	ক
৩	ঘ
৪	গ
৫	ঘ
৬	গ
৭	ক
৮	খ
৯	খ
১০	খ
১১	গ

১২. সমাজ গঠনে কিসের ভূমিকা বেশি-
ক) শিক্ষার খ) রাস্তাঘাট
গ) গাছপালার ঘ) বিদ্যুৎ

১৩. কোনটি সর্বজনীন?
ক) নৈতিক মূল্যবোধ খ) কুসংস্কার
গ) ত্রাস ঘ) তাড়ন

১৪. গুরুজনকে ভক্তি করা-
ক) বাধ্যতামূলক খ) নৈতিক মূল্যবোধের সামিল
গ) উচিৎ নয় ঘ) কোনোটিই নয়

১৫. কোনটি অমূল্য সম্পদ?
ক) চরিত্র খ) গরু
গ) খেলাধুলা ঘ) মাছ

১৬. বিবেকবান হওয়া যায় না-
ক) বড় না হলে খ) শক্তিশালী না হলে
গ) নৈতিক মূল্যবোধ না থাকলে ঘ) কোনোটিই নয়

১৭. কোনটি অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় না-
ক) গাড়ি খ) বই
গ) কলম ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ

১৮. মানুষ পরিবার থেকে অর্জন করে থাকে?
ক) রাজনীতি জ্ঞান খ) নৈতিক মূল্যবোধ
গ) পুঁজি বিনিয়োগ ঘ) কোনোটিই নয়

১৯. মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করার জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?
ক) নৈতিক জ্ঞান খ) অর্থনৈতিক জ্ঞান
গ) সামাজিক জ্ঞান ঘ) কোনটিই নয়

২০. সভ্য জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে?
ক) ডাক্তার খ) শিক্ষক
গ) জেলে ঘ) নাপিত

২১. ব্যক্তি হিসেবে তার কোন মূল্য থাকে না।
ক) যদি শক্তি না থাকে খ) যদি নৈতিক মূল্যবোধ না থাকে
গ) যদি অর্থ না থাকে ঘ) কোনোটিই নয়

২২. কি ছাড়া সুন্দর রাষ্ট্র গঠন করা যায় না-
ক) সু-নাগরিক ছাড়া খ) নদনদী ছাড়া
গ) রাস্তাঘাট ছাড়া ঘ) সংগীত

২৩. সু- নাগরিকের বৈশিষ্ট্য?
ক) বিবেক, বুদ্ধি, আত্মসংযম খ) রাজনীতি, সন্ত্রাস, আন্দোলন
গ) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ঘ) কোনোটিই নয়

২৪. নিজেকে সংযত ও শাসন করা নাগরিকের কোন ধরনের গুণ?
ক) আত্মসংযম খ) সংবেদনশীল
গ) বিবেকবোধ ঘ) সহনশীলতা

১২	ক
১৩	ক
১৪	খ
১৫	ক
১৬	গ
১৭	ঘ
১৮	খ
১৯	ক
২০	খ
২১	খ
২২	ক
২৩	ক
২৪	ক

২৫. কোন গুণের অধিকারী হলে একজন নাগরিক জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারে?
ⓚ আত্মসংযম ⓚh সংবেদনশীলতা
ⓖ বিবেকবোধ ⓖh সহনশীলতা

২৬. ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে অপরের মতামত সহ্য করার জন্য নাগরিকের কোন গুণটি কাজ করে?
ⓚ বিবেকবোধ ⓚh সহনশীলতা
ⓖ সচেতনতা ⓖh সংযম

২৭. একজন সুনাগরিকের জাগ্রত শক্তি কোনটি?
ⓚ সচেতনতা ⓚh বিবেক
ⓖ সংযম ⓖh প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা

২৮. দেশপ্রেমের সূতীকাগার বলা হয় কোনটি কে?
ⓚ আত্মসংযম ⓚh বিবেক
ⓖ বুদ্ধিমত্তা ⓖh সংবেদনশীলতা

২৯. কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখলে কী সৃষ্টি হয়?
ⓚ উদাসীনতা ⓚh স্বার্থপরতা
ⓖ দাম্ভিকতা ⓖh অজ্ঞতা

৩০. কোন ধরনের মনোভাব সুনাগরিকতা অর্জনের পথকে দূর্গম করে?
ⓚ অন্ধ ধর্মভক্তি ⓚh স্বার্থপরতা
ⓖ ঈর্ষা ⓖh সাম্প্রদায়িকতা

৩১. সামাজিক নৈতিকতার ফসল কোনটি?
ⓚ সামাজিক অধিকার ⓚh নৈতিক অধিকার
ⓖ অর্থনৈতিক অধিকার ⓖh রাজনৈতিক অধিকার

৩২. নাগরিক অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ কোনটি?
ⓚ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ⓚh জনগণের সজাগ দৃষ্টি
ⓖ গণতন্ত্র ⓖh আইন

৩৩. নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ⓚ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার
ⓚh রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকা
ⓖ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ না করা
ⓖh দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত না থাকা

৩৪. শফিক অত্যন্ত গরিব লোক। ধনীদের নিকট হতে সাহায্য পাওয়া তার কী ধরনের অধিকার?
ⓚ আইনগত অধিকার ⓚh সামাজিক অধিকার
ⓖ অর্থনৈতিক অধিকার ⓖh নৈতিক অধিকার

৩৫. আমাদের সমাজের পিতামাতা মনে করে-
ⓚ শিক্ষিত মেয়েরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
ⓚh মেয়ে সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
ⓖ পুত্র সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম
ⓖh অধিক সন্তান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম

প্রশ্ন	উত্তর
২৫	ক
২৬	ঘ
২৭	খ
২৮	ক
২৯	ক
৩০	ঘ
৩১	খ
৩২	ঘ
৩৩	ক
৩৪	ঘ
৩৫	গ

৩৬. রাজনৈতিক গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায় কেন?
ⓚ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ⓚ অন্যদের দমন করার জন্য
ⓖ অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ⓖ দলীয় ক্ষমতা দেখানো জন্য

৩৭. বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি কেন?
ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য
খ) বেকারত্ব দূর করার জন্য
গ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার জন্য
ঘ) পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার জন্য

৩৮. ইসরাইল রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের জনগণের ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে আসছে কীভাবে?
ক) রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে খ) আদর্শ ভিত্তিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে
গ) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঘ) ধর্ম ভিত্তিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে

৩৯. "একটি সন্তান কাম্য দুটি সন্তান যথেষ্ট"-এটি একটি-
ক) গান খ) কবিতা
গ) শ্লোগান ঘ) জাতীয় সংগীত

৪০. নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বা পুরুষতন্ত্র হচ্ছে-
ক) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খ) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
গ) সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ) অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

৪১. বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?
ক) কাবিন নিবন্ধন খ) অধিক হারে কাবিন নির্ধারণ
গ) যৌতুক নিষিদ্ধকরণ ঘ) আইন মান্য করা

৪২. ঘাটাইল উপজেলায় ইদানীং উঠতি বয়সি ছেলেরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন-
ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টি খ) প্রশাসনিক কঠোরতা
গ) গণ সচেতনতা ঘ) অর্থ প্রদান

৪৩. সমাজসেবামূলক কাজে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে-
ক) প্রতিবেশি খ) সমাজ
গ) আইন ঘ) ধর্ম

৪৪. কোন শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে।
ক) সঙ্গীত খ) নৈতিক শিক্ষা
গ) খেলাধুলা ঘ) সভা

৪৫. একটি উত্তম সমাজ বা জাতি গঠনে- তুলনা হয় না।
ক) নৈতিক গুণের খ) পরিশ্রমের
গ) শিক্ষার ঘ) আন্দোলনের

৪৬. প্রত্যেক কাজের পিছনে থাকে?
ক) উত্তম গুণ খ) স্বাধীনতা
গ) সাম্য ঘ) আইন

৪৭. চরিত্র গঠনে কোন গুণ অপরিহার্য?
ক) নৈতিক মূল্যবোধ খ) শক্তি
গ) জাতীয় শক্তি ঘ) সামাজিক শক্তি

প্রশ্ন	উত্তর
৩৬	ক
৩৭	ক
৩৮	গ
৩৯	গ
৪০	গ
৪১	ক
৪২	গ
৪৩	ঘ
৪৪	খ
৪৫	ক
৪৬	ক
৪৭	ক

৪৮. **কিসের মাধ্যমে মনের প্রফুল্ল আসে?**
ⓚ শিক্ষা অর্জনে ⓚⓗ নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার
ⓖ চাকুরি ⓖ রাজনীতি

৪৯. **সমাজ গঠনে কোন শক্তি সমাজকে স্থায়ী রূপ দান করে থাকে?**
ⓚ মূল্যবোধ ⓚ রাজনীতি
ⓖ দুর্নীতি ⓖ ব্যবসা

৫০. **কোনো ব্যক্তিকে তার কোন গুণ অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারে?**
ⓚ নৈতিক মূল্যবোধ
ⓚ বেশি কথা বলা
ⓖ কম কথা বলা
ⓖ কোনোটিই নয়

৫১. **মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে-**
ⓚ আত্মবিশ্বাস ⓚ দুর্নীতি
ⓖ নৈতিক মূল্যবোধ ⓖ স্বপ্ন

৫২. **অশালীন কথাবার্তা ও চলাফেরা হয়ে থাকে-**
ⓚ নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে
ⓚ কম কথা বলার মাধ্যমে
ⓖ সু-শিক্ষার মাধ্যমে
ⓖ কাজের মাধ্যমে

৫৩. **কোন গুণটি সবার থাকা উচিত?**
ⓚ সঙ্গীত করার গুণ ⓚ বেশি কথা বলার গুণ
ⓖ নৈতিকতা ⓖ কোনোটিই নয়

৫৪. **জাতীয় ঐকমত্য স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা কার?**
ⓚ জনগণের ⓚ সরকারের
ⓖ বিরোধী দলের ⓖ আমলাদের

৫৫. **কোনটির অভাবে গণতন্ত্র প্রান্তিক পর্যায়-পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না?**
ⓚ শিক্ষা ⓚ সচেতনতা
ⓖ কুসংস্কার ⓖ আইনের শাসন

৫৬. **কোনটি জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন?**
ⓚ গোষ্ঠী চরিত্র ⓚ দলীয় চরিত্র
ⓖ ব্যক্তি চরিত্র ⓖ গোত্র চরিত্র

৫৭. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য প্রয়োজন কোনটি?**
ⓚ সংখ্যালঘু প্রেষণ
ⓚ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা
ⓖ পৃথক আবাসস্থল
ⓖ একই উপাসনালয়

৫৮. **"জঙ্গী : সাম্প্রদায়িকতা : : স্বদেশ প্রেম :"?**
ⓚ প্রতারণা ⓚ বিশ্বাসঘাতক
ⓖ সৈনিক ⓖ কর্তৃপক্ষ

৪৮	খ
৪৯	ক
৫০	ক
৫১	গ
৫২	ক
৫৩	গ
৫৪	খ
৫৫	ক
৫৬	গ
৫৭	খ
৫৮	গ
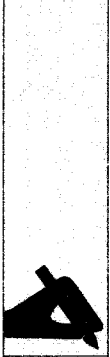
৫৯. .... ছাড়া ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না।
ⓚ মেধাবী ⓦ পরিশ্রম
ⓖ বাচন ভঙ্গি ⓖh টাকা

৬০. .... ছাড়া উন্নতমানের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়।
ক) টাকা খ) সম্মান
গ) শিক্ষা ঘ) প্রেম

৬১. .... ছাড়া ভালো বন্ধু হওয়া যায় না।
ক) সদ্ব্যবহার খ) সমমনা
গ) আন্তরিকতা ঘ) বিশ্বস্ততা

৬২. .... ছাড়া সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব না।
ক) র‍্যাব খ) পুলিশ
গ) মন্ত্রী ঘ) সামাজিক উন্নয়ন

৬৩. মাতা পিতা কে শ্রদ্ধা করা আমাদের ....
ক) ফ্যাশন খ) ধর্ম
গ) কর্তব্য ঘ) নিয়ম

৬৪. বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) আনুগত্য খ) সাহসী
গ) বন্ধুত্ব ঘ) কাপুরুষোচিত

৫৯	গ
৬০	গ
৬১	ঘ
৬২	ঘ
৬৩	গ
৬৪	ক

দর্শন
(Philosophy)

সর্বজন স্বীকৃত দর্শনের আলোচ্য বিষয় তিনটি। যথা- অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও মূলবিদ্যা। 'অধিবিদ্যা' বিষয়টি প্রথম থেকেই ***মুখ্য দর্শন*** হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। দর্শনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মূলত 'মৌলিক আদিসত্তা' নিয়ে আলোচনা করে।

দর্শনের জনক	সক্রেটিস
আধুনিক দর্শনের জনক	ডেকার্ট
পাশ্চাত্য দর্শনের জনক	থেলিস
মুসলিম দর্শনের জনক	আল কিন্দি

সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন গ্রিসের দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করায় গ্রিসের শাসক গোষ্ঠী ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এ মহান দার্শনিককে হেমলক লতার তৈরি বিষ খাইয়ে হত্যা করে। সক্রেটিসকে 'সব জ্ঞানীদের গুরু' বলা হয়। সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি-

- *Know thyself.* (নিজেকে জানো)
- *An unexamined life is not worth living.*
- *Virtue is knowledge (সৎ গুণই জ্ঞান).*

প্লেটো একজন গ্রিক দার্শনিক। সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো তাঁর চিন্তাগুলো ধরে রাখেন 'দি রিপাবলিক' নামক গ্রন্থ রচনা করে। এই গ্রন্থে তিনি একটি 'আদর্শ রাষ্ট্র' এর ধারণা দেন। তাঁর মতে, আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনভার থাকবে দার্শনিক রাজাদের ওপর; প্রজ্ঞা ও যুক্তিই হবে যাদের মূল চালিকা শক্তি। ক্ষমতার প্রতি তারা মোহান্বিত হবেন না, পক্ষপাতিত্ব তাদের কাছে থাকবে অজানা। দার্শনিক রাজারা স্ববিবেচনায় শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, তাদের পেছনে কোনো প্রকার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকবে না। প্লেটো মনে করেন, শাসক যদি আইন না মেনে চলেন তবে আইন থাকা অর্থহীন, আবার শাসক যদি নীতিহীন কিছু না করেন, তবে আইন থাকা অপ্রয়োজনীয়। প্লেটো দর্শনের স্কুল 'Academia' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে 'ডায়ালগস অব সক্রেটিস' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্লেটো 'সদগুণ' বলতে চারটি মৌলিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। যথা- প্রজ্ঞা (জ্ঞান), সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ (আত্মসংযম) ও ন্যায়পরায়ণতা। জ্ঞান ছাড়া মানুষ তার কর্তব্য স্থির করতে পারে না, জ্ঞান নৈতিক জীবনের এক অপরিহার্য শর্ত। প্রজ্ঞা হলো একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে সঠিক কাজ করার সক্ষমতা। সাহসিকতা হলো সুখের প্রলোভনকে জয় করার ইচ্ছাশক্তি। ভবিষ্যতের বৃহত্তর এবং মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার শক্তি হলো সাহসিকতা। আত্মসংযম ব্যক্তির নৈতিক প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো ব্যক্তি যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ষড়রিপুকে দমন করতে না পারে, তাহলে তার নৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয়। ন্যায়পরায়ণতা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাকে পরিবর্তন করা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। ন্যায়পরায়ণতা সকল সামাজিক সদগুণের ধারক। প্লেটোর বিখ্যাত উক্তি-

- *Virtue is Knowledge and Education is the main thing to acquire virtue.*
- *Knowledge is virtue (জ্ঞানই পূণ্য).*
- *শাসক যদি ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক।*

এরিস্টটল একজন গ্রিক দার্শনিক। এরিস্টটল প্লেটোর ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'দ্যা পলিটিক্স'। তিনি 'লাইসিয়াম'-এর প্রতিষ্ঠাতা। এরিস্টটল আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। দর্শনচিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারণা 'গোল্ডেন মিন' (Golden Mean) বা 'সুবর্ণ মধ্যক'- এর উদ্ভব ঘটান এরিস্টটল। যা চরম তাই ভাইস (Vice); দুর্নীতি, অধর্ম ও দোষ। আবার দুই চরমের মাঝখানে যা থাকে তাই ভার্চু (Virtue); সুনীতি, ধর্ম ও গুণ। একদিকে বেপরোয়া সাহস, অন্যদিকে ভীরুতা- দুইয়ের মাঝখানে থাকে যথার্থ সাহস। এটিই হচ্ছে 'গোল্ডেন মিন'। এরিস্টটলের উক্তি-

- *Man Is Social and Political by Nature (মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব)।*
- *Man without society is either a beast or a God.*
  (যে ব্যক্তি সমাজে বাস করে না, সে হয় দেবতা না হয় পশু)।
- *মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই রাজনীতির কবি।*

ইবনে খালদুন (১৩৩২ - ১৪০৬ খ্রি.) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইবার' (৭ খণ্ড)। প্রথম খণ্ড 'মুকদ্দিমা' (Muqaddimah) নামে পরিচিত।

থমাস হবস (১৫৮৮- ১৬৭৯ খ্রি.) একজন ইংরেজ দার্শনিক। তিনি লেভিয়েথন (১৬৫১ খ্রি.) নামক গ্রন্থে 'সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব' ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি-

- *মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক।*
- *Knowledge is power.*
- *Leisure is the mother of philosophy.*

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪- ১৮০৪ খ্রি.) একজন জার্মান দার্শনিক। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "সংস্কৃতি হলো মানুষের ভিতরের দিক।" কান্ট 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন। তিনি কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে কর্তব্যের ধারণাকে এনেছেন। তাঁর মতে কর্তব্য হলো সূত্রের (সার্বজনীন নীতির) প্রতি সম্মান বা ভক্তি থেকে কর্ম করার বাধ্যবাধকতা। কান্টের নীতি-তত্ত্ব অনুসারে মানুষের নৈতিক মূল্যায়ন তার দ্বারা উদ্দেশ্যগত অর্জনের সমাহারের উপর নির্ভর করে না, করে ইচ্ছার ভালোত্বের ওপর, নির্বাচনের নীতির বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং কেবল ইচ্ছাকরণের ওপর। তাঁর নীতিতত্ত্বের একটি সুবিখ্যাত উক্তি হচ্ছে 'কেবল কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য (Duty for Duty's sake) করতে হবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়'। কান্টের মতে, ফলের কথা চিন্তা না করে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা না ভেবে, অনুভূতির বশবর্তী না হয়ে কেবল নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করে যদি কাজ করা হয় তবেই কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা হয়। কান্টের নীতিবিদ্যার মূলনীতি হচ্ছে সদিচ্ছা (Goodwill)। তাঁর মতে, যে ইচ্ছা কোনো ফলের প্রত্যাশা ছাড়াই কর্তব্যবোধের উদ্রেক করে সেটাই হলো সদিচ্ছা। নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে সদিচ্ছার সৃষ্টি হয়। জ্ঞান, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, কর্মক্ষমতা, সাহস, সুস্বাস্থ্য, সম্পদ, সুনাম ইত্যাদি ভালো জিনিস বলে বিবেচিত সব কিছু থেকেই বঞ্চিত কোন ব্যক্তি যদি কেবল ভালো ইচ্ছার অধিকারী হয়, তবুও নৈতিকতার বিচারে সে পূর্ণ।

জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রি.) একজন ইংরেজ দার্শনিক, আইনতত্ত্ববিদ এবং সমাজ সংস্কারক। যুক্তরাজ্যের অধিবাসী বেন্থাম 'আধুনিক উপযোগবাদ' এর জনক। তাঁর মতে নীতি হওয়া উচিত, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে "সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক উপকার"। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই নৈতিক আদর্শ। যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ উৎপাদনের উপযোগী সে কাজই ভালো বা যথোচিত। আর যে কাজ সেই সুখ উৎপাদনের উপযোগী নয় সে কাজ মন্দ বা অনুচিত।

উপযোগিতা বা কার্যকারিতা (Utility)-ই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি। এজন্যই এ মতবাদ উপযোগবাদ (Utilitarianism) নামে পরিচিত।

অগাস্ট কোৎ (১৭৯৮ - ১৮৫৭ খ্রি.) একজন ফরাসি দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০ খ্রি.) একজন ব্রিটিশ দার্শনিক, গণিতবিদ এবং সাহিত্যিক। দার্শনিক হলেও তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (১৯৫০ খ্রি.) লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- 'Political Ideals' (১৯১৭ খ্রি.), 'Proposed Roads to Freedom' (১৯১৮ খ্রি.), 'Power : A New Social Analysis' (১৯৩৮ খ্রি.), 'Human Society in Ethics and Politics' (১৯৫৪ খ্রি.), 'My Philosophical Development' (১৯৫৯) প্রভৃতি। রাসেলের 'Human Society in Ethics and Politics' গ্রন্থটি রাজনীতি এবং ধর্ম উভয়ের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের বিবরণ।

ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল এর দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ 'On Liberty' (১৮৫৯ খ্রি.)।

(জি সি দেব) গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১৯০৭- ১৯৭১ খ্রি.) বাঙালি দার্শনিক ছিলেন। বাঙালি দর্শনের ইতিহাসে শহিদ দার্শনিক জি সি দেব 'প্রাচ্যের সক্রেটিস' নামেই সর্বাধিক খ্যাত। তাঁর চিন্তায় একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, অন্যদিকে সমাজ, জীবন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মবিষয়ক ভাবনা। তাঁর চিন্তাধারার মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে এক সমন্বয়ী ভাবধারা এক বিশ্বজনীন মানবপ্রেম, সাম্য ও মৈত্রীভাবনা। তিনি তাঁর সমন্বয়ী দর্শনে বস্তুবাদকে অধ্যাত্মবাদে এবং অধ্যাত্মবাদকে বস্তুবাদে রূপান্তরিত করে এরই ভিত্তিতে একটি সার্থক জীবন দর্শন গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, সার্থক দর্শন মাত্রই জীবনদর্শন। গোবিন্দ চন্দ্র সকল অন্ধতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ন্যায় ও বিজ্ঞানভিত্তিক নব নৈতিক আদর্শের কথা চিন্তা করেছেন।

MCQ Solution

১. **মৌলিক দর্শনশাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৫-১৬]
ক) নীতিবিদ্যা খ) মনোবিজ্ঞান
গ) ধর্মশাস্ত্র ঘ) অধিবিদ্যা **উত্তর: ঘ**

২. **আধুনিক দর্শনের জনক কে?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (এ ইউনিট) : ১৩-১৪]
ক) বেকন খ) ডেকার্ট
গ) হিউম ঘ) কান্ট **উত্তর: খ**

৩. **মুসলিম দর্শনের জনক কে?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (এ ইউনিট) : ১৮-১৯]
ক) আল- কিন্দি খ) আল- ফারাবি
গ) ইবনে সিনা ঘ) আল বেরুনি **উত্তর: ক**

৪. **'সব জ্ঞানীদের গুরু' কাকে বলা হয়?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (খ- ১ ইউনিট) : ১৩-১৪]
ক) প্লেটো খ) রুশো
গ) সক্রেটিস ঘ) মন্টেস্কু **উত্তর: গ**

৫. **কে বয়োজ্যেষ্ঠ?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৪-১৫]
ক) আলেকজান্ডার খ) সক্রেটিস
গ) প্লেটো ঘ) এ্যারিস্টটল **উত্তর: খ**

৬. **দার্শনিকদের ক্ষেত্রে কোনটি কালানুক্রমিক সঠিক বিন্যাস?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বি-ইউনিট; সেট- ২): ১৯-২০]
ⓚ প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস ⓚ সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো
ⓖ সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল ⓖ অ্যারিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস **উত্তর:** গ

৭. **'Know thyself' is written by-** [SESDP এর প্রোগ্রাম গবেষণা কর্মকর্তা : ১৫]
ⓐ Aristotle ⓑ Plato
ⓒ Socrates ⓓ Homer **Ans.** c

৮. **'নিজেকে জানো'-উক্তিটি কার?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (এ ইউনিট) : ১৯-২০]
ⓚ সক্রেটিস ⓚ প্লেটো
ⓖ এরিস্টটল ⓖ হেরাক্লিটাস **উত্তর:** ক

৯. **Who said "An unexamined life is not worth living"?** [Standard Bank Ltd. Probationary Officer: 10/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ই- ইউনিট) : ০৮-০৯ / আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ : ৯৫]
ⓐ Aristotle ⓑ Plato
ⓒ Socrates ⓓ Zeno **Ans.** c

১০. **Virtue is knowledge- কার বিখ্যাত উক্তি?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৬-১৭]
ⓚ প্লেটো ⓚ সক্রেটিস
ⓖ এরিস্টটল ⓖ রুশো **উত্তর:** খ

১১. **Academy was established by-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓚ Socrates ⓚ Plato
ⓖ Aristotle ⓖ Rousseau **উত্তর:** খ

১২. **'দ্য রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রণেতা কে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) : ১৮-১৯]
ⓚ প্লেটো ⓚ এরিস্টটল
ⓖ হেরাক্লিটাস ⓖ সক্রেটিস **উত্তর:** ক

১৩. **প্লেটো 'সদগুণ' বলতে বুঝিয়েছেন-** [৪১তম বিসিএস]
ⓚ প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায় ⓚ আত্মপ্রত্যয়, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ
ⓖ সুখ, ভালোত্ব ও প্রেম ⓖ প্রজ্ঞা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সুখ ও ন্যায় **উত্তর:** ক

১৪. **'আর্দশ রাষ্ট্র' ধারণাটি –** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধিভুক্ত ৭ কলেজ (খ - ইউনিট) : ১৯-২০]
ⓚ প্লেটোর ⓚ সেবেসের
ⓖ সক্রেটিসের ⓖ সোলনের **উত্তর:** ক

১৫. **'Virtue is knowledge and Education is the main thing acquire virtue' কার উক্তি?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট): ০৭-০৮]
ⓚ এরিস্টটল ⓚ ম্যাকাইভেলি
ⓖ প্লেটো ⓖ রুজভেল্ট **উত্তর:** গ

১৬. **'শাসক যদি (ন্যায়পরায়ণ হন) মহৎগুণসম্পন্ন হয়, তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি (দুর্নীতিপরায়ণ হন) মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন (নিরর্থক) অকার্যকর'-এটি কে বলেছেন?** [৪৩তম বিসিএস/ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (বি-ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ সক্রেটিস ⓚ প্লেটো
ⓖ অ্যারিস্টটল ⓖ বেনথাম **উত্তর:** খ

১৭. **'জ্ঞানই পূণ্য' (Knowledge is virtue) - কে বলেছেন?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ প্লেটো ⓚ অ্যারিস্টটল
ⓖ সক্রেটিস ⓖ হেগেল **উত্তর:** ক

১৮. **'সুবর্ণ মধ্যক' হলো-** [৩৬তম বিসিএস/ খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) : ১৯]
ⓚ গাণিতিক মধ্যমান ⓚ দু'টি চরমপন্থার মধ্যবর্তী পন্থা
ⓖ সম্ভাব্য সবধরনের কাজের মধ্যমান ⓖ একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম **উত্তর: খ**

১৯. **গোল্ডেন মিন (Golden Mean) হলো -** [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের গড় ⓚ দুটি চরম পন্থায় মধ্যবর্তী অবস্থা
ⓖ ত্রিভুজের দুটি বাহন ভূ-কেন্দ্রিক সম্পর্ক ⓖ একটি প্রাচীন দার্শনিক ধারার নাম **উত্তর: খ**

২০. **ইবনে খালেদুন একজন বিখ্যাত–** [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা : ৯৬]
ⓚ চিকিৎসক ⓚ পর্যটক
ⓖ দার্শনিক ⓖ সেনাপতি **উত্তর: গ**

২১. **প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন যে দেশের-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ : ০৮-০৯]
ⓚ মরক্কো ⓚ আলজেরিয়া
ⓖ তিউনিসিয়া ⓖ লিবিয়া **উত্তর: গ**

২২. **'কিতাবুল ইবার' -এর লেখক কে?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৮-১৯]
ⓚ বার্ট্রান্ড রাসেল ⓚ ইবনে খালদুন
ⓖ হেগেল ⓖ নীট্শে **উত্তর: খ**

২৩. **'Knowledge is power' was stated by-** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বিবিএ) : ১১-১২]
ⓐ Hobbes ⓑ Mills
ⓒ Socrates ⓓ Rousseau **Ans. a**

২৪. **'লেভিয়াঁথা' গ্রন্থের লেখক কে?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট) : ০৯-১০]
ⓚ হবস ⓚ রুশো
ⓖ মন্টেস্কু ⓖ কার্ল মার্ক্স **উত্তর: ক**

২৫. **মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক - উক্তিটি কার?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (এফ-ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ লর্ড এ্যাটকনের ⓚ কোঁতের
ⓖ টমাস হবস ⓖ প্লেটো **উত্তর: গ**

২৬. **ইমানুয়েল কান্ট কোন দেশে জন্মেছিলেন?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বি ১ ইউনিট) : ১৩-১৪]
ⓚ জার্মানি ⓚ ফ্রান্স
ⓖ ইতালি ⓖ রাশিয়া **উত্তর: ক**

২৭. **কে 'কর্তব্যের নৈতিকতা'র ধারণা প্রবর্তন করেন?** [৪১তম বিসিএস]
ⓚ হ্যারল্ড উইলসন ⓚ এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন
ⓖ জন স্টুয়ার্ট মিল ⓖ ইমানুয়েল কান্ট **উত্তর: ঘ**

২৮. **'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'-ধারণাটির প্রবর্তক কে?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ ইমানুয়েল কান্ট ⓚ হার্বার্ট স্পেন্সার
ⓖ বার্ট্রান্ড রাসেল ⓖ অ্যারিস্টটল **উত্তর: ক**

২৯. **'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ ডেকার্ট ⓚ ডেভিট হিউম
ⓖ ইমানুয়েল কান্ট ⓖ জন লক **উত্তর: গ**

৩০. **জেরেমি বেন্থাম কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?** [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ জার্মানী ⓚ ফ্রান্স
ⓖ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ⓖ যুক্তরাজ্য **উত্তর: ঘ**

৩১. **কোন নৈতিক মানদণ্ডটি সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ আত্মস্বার্থবাদ ⓚ পরার্থবাদ
ⓖ পূর্ণতাবাদ ⓖ উপযোগবাদ **উত্তর:** ঘ

৩২. **অগাস্ট কোৎ কে?** [কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ১৩-১৪]
ⓚ ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ⓚ রাশিয়ার বিজ্ঞানী
ⓖ সমাজসেবী ⓖ শিল্পী **উত্তর:** ক

৩৩. **সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ কার্ল মার্কস ⓚ অগাস্ট কোঁৎ
ⓖ ডুরখেইম ⓖ স্পেন্সার **উত্তর:** খ

৩৪. **কোন ব্যক্তি একাধারে গণিতবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ গ্যেটে ⓚ মোপাসাঁ
ⓖ রাসেল ⓖ রবীন্দ্রনাথ **উত্তর:** গ

৩৫. **Bertrand Russell was a British-** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ('E' ইউনিট) : ১০-১১]
ⓐ Journalist ⓑ Scientist
ⓒ Politician ⓓ Philosopher **Ans.** d

৩৬. **The author of 'Road of Freedom' is-** [সোনালি, জনতা এবং অগ্রণী ব্যাংক : ০৮]
ⓐ Bertrand Russell ⓑ John Keats
ⓒ G B Shaw ⓓ Goldsmith **Ans.** a

৩৭. **'Power : A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?** [৩৬তম বিসিএস]
ⓚ ম্যাকিয়াভেলি ⓚ হবস্
ⓖ লক ⓖ রাসেল **উত্তর:** ঘ

৩৮. **'Political Ideals' গ্রন্থের লেখক কে?** [৪১তম বিসিএস]
ⓚ মেকিয়াভেলি ⓚ রাসেল
ⓖ প্লেটো ⓖ এরিস্টটল **উত্তর:** খ

৩৯. **'Human Society in Ethics and Politics' গ্রন্থের লেখক কে?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ প্লেটো ⓚ রুসো
ⓖ বার্ট্রান্ড রাসেল ⓖ জন স্টুয়ার্ট মিল **উত্তর:** গ

৪০. **'On Liberty' গ্রন্থের লেখক কে?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ ইমানুয়েল কান্ট ⓚ টমাস হবস্
ⓖ জন স্টুয়ার্ট মিল ⓖ জেরেমি বেন্থাম **উত্তর:** গ

৪১. **বাংলাদেশে 'নব- নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন-** [৪০তম বিসিএস]
ⓚ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ⓚ জি. সি. দেব
ⓖ আরজ আলী মাতুব্বর ⓖ আব্দুল মতীন **উত্তর:** খ

৪২. **'মুয়াল্লিম আল সানী' বলা হয় কোন দার্শনিককে?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (এ-১ ইউনিট) : ১২-১৩]
ⓚ আল কিন্দি ⓚ আল ফারাবী
ⓖ আর রাযী ⓖ ইবনে খালদুন **উত্তর:** খ

৪৩. **লাও সে (Lao Tze) কে ছিলেন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (চ ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ দার্শনিক ও কবি ⓚ শিল্পী ও কবি
ⓖ রাজনৈতিক নেতা ও সহিত্যিক ⓖ সম্রাট ও শিল্পী **উত্তর:** ক

MCQ TEST

১. **কোনটি কান্টের নীতিবিদ্যার মূলনীতি?**

ⓚ সদিচ্ছা ⓚ কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য
ⓖ শর্তহীন আদেশ ⓖ সবগুলো

২. **কান্টের নৈতিক নীতিমালা কোনটির ওপর নির্ভরশীল?**

ⓚ শুদ্ধ বুদ্ধির ওপর ⓚ অশুদ্ধ বুদ্ধির ওপর
ⓖ বিকৃত আচরণ ⓖ মন্দ আচরণ

৩. **A manual of Ethics গ্রন্থটির লেখক?-**

ⓚ রাসড্যাল ⓚ ম্যাকেঞ্জি
ⓖ হব্‌স ⓖ অ্যারিস্টটল

৪. **Theory of Good and Evil গ্রন্থটি কার?**

ⓚ রাসড্যাল ⓚ হব্‌স
ⓖ ম্যাকেঞ্জি ⓖ রুশো

১	ঘ
২	ক
৩	খ
৪	ক

মূল্যবোধ
Values

মূল্যবোধের ধারণা
Concept of Values

মূল্যবোধ হলো - মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। মূল্যবোধ হলো অকৃত্রিম ও অর্জিত আপোষহীন নীতি যা দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এটি জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয় করে। সমাজের সদস্যদের আচরণগত ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে মূল্যবোধ। মূল্যবোধের উপাদান হলো নীতি, মান ও বিশ্বাস। এসব উপাদান ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থান স্পষ্ট করে; ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার বিচার করে এবং নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে কাজের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। স্থান, কাল পাত্রভেদে মূল্যবোধ বিভিন্নরূপ হয়। মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধের ও পরিবর্তন ঘটে।

মূল্যবোধের সংজ্ঞা
Definition of Values

সহজ ভাবে বলা যায়, ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ। যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ' এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তাই মূল্যবোধ। দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সমস্ত নীতিমালা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তার সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজের যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয় করে।

স্টুয়ার্ট সি.ডড বলেন-

> "মূল্যবোধ হলো ঐ সমস্ত রীতি-নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।"

এম. আর. উইলিয়াম এর মতে-

> "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। যার আদর্শে মানুষের ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"

এইচ. ডি. স্টেইন বলেন-

> "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহশীল, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি সকলের অগাধ শ্রদ্ধা আছে এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।"

নিকোলাস রেসার এর মতে-

> "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেই সব গুণাবলি যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে আনন্দিত হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী এইচ এম জনসন এর মতে-

ক্লাইড ক্লুখোন বলেন-

"সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত"।

সমাজবিজ্ঞানী এফ ই মেরিল বলেন-

"সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

মোটকথা, মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Values)

সামাজিক মাপকাঠি: মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ মানুষের আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাপকাঠি স্বরূপ।

যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন: মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। একই রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের সকলে পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে।

নৈতিক প্রাধান্য: মূল্যবোধ আইন নয়। এর বিরোধিতা বেআইনি নয়। এটা মূলত একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের প্রতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মানুষ এটা মনে করে।

বিভিন্নতা: মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, দেশ জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন- পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে পোশাক পরে আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সে পোশাক সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয়।

বৈচিত্রময়তা ও আপেক্ষিকতা: মূল্যবোধ বৈচিত্রময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা সেভাবে বিবেচ্য নাও হতে পারে।

পরিবর্তনশীলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা: মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর পরিবর্তনশীলতা। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ অনুসৃত মূল্যবোধগুলোরও পরিবর্তন সাধিত হয়। অতীতের অনেক মূল্যবোধ বর্তমানে আমাদের কাছে অর্থহীন। যেমন- বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। আবার বর্তমানের অনেক মূল্যবোধ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে। মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Values)

মূল্যবোধের স্তর ও অবস্থাভেদে একে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ: ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির গুণ যা পরস্পরকে এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

নৈতিক মূল্যবোধ: নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ, ন্যায়- অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা দেয়। নৈতিক মূল্যবোধ সমাজের ভিত্তি। যার ওপর সমাজ মজবুতভাবে

দাঁড়িয়ে থাকে। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে কেউ কাউকে সহযেগিতা, শ্রদ্ধা ও মান্য করে না এবং শৃঙ্খলা থাকে না। বিশৃঙ্খল পরিবেশে মানুষের জীবন ও সম্পদ বিপন্ন হয়। নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সামাজিক মূল্যবোধঃ সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ড। সামাজিক ন্যায়বিচার, বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা, সহমর্মিতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, নীতি ও ঔচিত্যবোধ ইত্যাদি সমাজকে বিকশিত করে এবং সমাজকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধঃ রাজনৈতিক মূল্যবোধ সুশাসনের মানদণ্ড। মূল্যবোধের প্রভাবে সহনশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, নাগরিক সচেতনতা এবং সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামিতা উজ্জীবিত হয় এবং নাগরিক জীবনের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধঃ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাতির পরিচয়ের মানদণ্ড। উন্নত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রভাবে কোন জাতি বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করে এবং সম্মানিত হয়। অপরপক্ষে অপসংস্কৃতির কারণে কোনো জাতির পরিচয় অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধঃ মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের গণতান্ত্রিক আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাচনি রায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা, সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে দেয়া এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার গঠন ও পরিবর্তনে বিশ্বাসী করে তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলীয়স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত। যেকোনো বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। অধিকাংশ মানুষ যে মতটি সঠিক মনে করেন সেটিই গ্রহণ করা উচিত। এ প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্র বলে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

সুশাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একটি সমাজে যখন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্তব্যপরায়ণতার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো নিশ্চিত হয় তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোও সুশাসনের জন্য আবশ্যক।

পরমতসহিষ্ণুতাঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান/ ভিত্তি হলো পরমতসহিষ্ণুতা। অন্যের মতকে সম্মান করাকে বলে পরমতসহিষ্ণুতা। নানা মত, নানা চিন্তায় বিভক্ত রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তিগুলো যদি পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং অপর পক্ষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় সম্মত থাকে, তাহলে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

স্বচ্ছতাঃ রাষ্ট্রীয়, সরকারি কিংবা প্রশাসনিক কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। এই মূল্যবোধের চর্চা সাধারণ জনগণের মধ্যে শাসনকারী কতৃর্পক্ষের ব্যাপারে আস্থার

আইনের শাসন: সমাজের প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব যা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমেই তৈরি হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না থাকলে আইনের কোন মূল্যায়ন থাকে না। সেক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ন্যায়পরায়ণতা: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণত ন্যায়পরায়ণ হয়। সমাজে এমন নাগরিকের সংখ্যা বেশি হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়। তাই একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতার বোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

সচেতনাবোধ সৃষ্টি: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সচেতন নাগরিক একান্ত কাম্য। মানবিক গুনাবলী ও মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সচেতন হয়ে থাকে। ফলে সরকার ও প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও কেবলমাত্র সচেতন ব্যক্তিরাই সুশাসন বিরোধী কর্মকান্ডের বিরোধীতা করতে পারে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সবসময় নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে। ফলে এ ধরনের নাগরিকদের মাঝে সহজেই দেশ প্রেমের সৃষ্টি হয়।

দায়বদ্ধতা: নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও দায়বদ্ধতা আছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করে না বরং রাষ্ট্রের প্রতি তার যে দায়িত্ব সেগুলোও ভালোভাবে পালন করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয় পক্ষের দায়বদ্ধতা কাম্য।

মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদানসমূহ (Bases or Elements of Values)

মূল্যবোধ একটি অর্জিত বিষয়, যা কোন সমাজে দীর্ঘ সময় বসবাসের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির মাঝে গড়ে ওঠে। এক জন ব্যক্তির মূল্যবোধ কেমন হবে তা সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভর করে। এই অবস্থাগুলোই হল মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান।

১) আইনের শাসন
২) নীতি ও ঔচিত্যবোধ/ নীতিবোধ
৩) সামাজিক ন্যায়বিচার
৪) শ্রমের মর্যাদা
৫) শৃঙ্খলাবোধ
৬) সহমর্মিতা
৭) সহনশীলতা
৮) সৌজন্যবোধ
৯) মানবিকতা
১০) সরকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখিতা
১১) নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ এবং
১২) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

নীতিবোধ: নৈতিকতা মূল্যবোধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যা নীতিবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। কোন কাজ করতে গেলে নিজের বিবেক, নীতি ও যুক্তি প্রয়াগ করে তা করা উচিত। যৌক্তিকতা সাধারণত নীতিবোধের উপর নির্ভরশীল। কেননা নৈতিক কাজ যুক্তি বিরুদ্ধ হতে পারে না। তাই যে যত বেশি নীতিবান হবে

শ্রমের মর্যাদা: শ্রমের মর্যাদা দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। এটি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। এর মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে সম্মান করতে শিখে।

শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা মূল্যবোধের অপরিহার্য উপাদান। শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে উচ্চ মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়।

সহমর্মিতা: মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা নিবিড়ভাবে জড়িত। সহমর্মিতা না থাকলে কেউ সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে পারে না।

সহনশীলতা: মূল্যবোধ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সহনশীলতা। সহনশীলতা অন্যের মতামতকে ধৈর্য ধরে শ্রবণ এবং গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার যোগ্যতা তৈরি করে। উত্তেজনা প্রশমিত করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনে সাহায্য করে সহনশীলতা। যে দেশের মানুষ যত সহনশীল সে দেশ তত সুশৃঙ্খল এবং উন্নত।

সৌজন্যবোধ: ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই তার মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সৌজন্যবোধ তার একটি অংশ। আচার-ব্যবহার সৌজন্য, শালীনতা মূল্যবোধ থেকে সৃষ্টি হয়।

মানবিকতা: মানবিকতা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। মানবিকতা না থাকলে তাকে মানুষ বলা যায় না; মূল্যবোধসম্পন্ন বলার তো প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই মানবিক গুণাবলির অধিকারী হবে।

মূল্যবোধ এবং সুশাসনের সম্পর্ক
Relation between Values and Good Governance

মুল্যবোধ ও সুশাসন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সহায়ক। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিকল্প নেই।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ: মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটায়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। সমাজজীবনে অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো শৃঙ্খলাবোধ। শৃঙ্খলাবোধ মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সুদৃঢ় করে সমাজজীবনকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধ সুশাসনের ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের এ উপাদান অনুপস্থিত সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাবে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন সুশাসনেরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় উপাদান। আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: মূল্যবোধ সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা: মূল্যবোধ মানুষের নৈতিক গুণাবলি জাগ্রত ও বিকশিত করে।

কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা: কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসন ও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।

সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা: সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতাকে মূল্যবোধের যেমন উপাদান মনে করা হয় তেমনি তা সুশাসনের ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়।

জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে: জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।

মূল্যবোধের উৎপত্তি ও বিকাশ

মূল্যবোধ হলো মানুষের ভিতরের নৈতিক গুণাবলী। মানুষের আচরণ তার নৈতিক গুণাবলি বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ থেকে মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হলো পরিবার।

- ✓ শিশুর মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হলো পরিবার।
- ✓ মূল্যবোধের প্রধানতম প্রাতিষ্ঠানিক উৎস শিক্ষালয়।
- ✓ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়বিচার।
- ✓ সামাজিক ন্যায় বিচারের মূলকথা হলো আইনের চোখে সকলের সাম্যতা।
- ✓ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করে- ধর্ম।
- ✓ সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কিছু লিখিত বা অলিখিত নিয়ম-কানুন থাকে, যেগুলো ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ✓ কোনটি সমাজের জন্য ভালো এবং কোনটি মন্দ মানুষকে তার নির্দেশনা দান করে আইন।
- ✓ নাগরিকের অধিকারকে সংরক্ষণ করে আইনের শাসন।
- ✓ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া।
- ✓ বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান করা হয়েছে।
- ✓ সামাজিক মূল্যবোধের প্রধান উৎসসমূহ হলো প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি।
- ✓ নৈতিক মূল্যবোধের প্রাচীনতম এবং অন্যতম প্রধান উৎস হলো ধর্ম। মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনে, কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণে, পোশাক-পরিচ্ছেদে, কোথায় কী আচরণ করবে ধর্ম তার দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষা দেয়।
- ✓ মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধ গঠনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে সংবিধান।
- ✓ সভা-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে- মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং পরিণতি

মূল্যবোধের অভাব বা অনুপস্থিতিকে বলা হয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজে এর অনেক বিরূপ প্রভাব পড়ে। যা ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। মূল্যবোধ একটি দেশের নৈতিক শক্তি। এর অভাবে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। এর অনুপস্থিতি পরিবার, সমাজ ও

রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নষ্ট করে ফেলে। তাছাড়া এর অভাবজনিত কারণে মানুষ আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয় এবং নিজের আত্ম-মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে, ফলে জাতি দিক ভ্রান্ত হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে একটা দেশ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সভ্য দেশের মানচিত্র থেকে। আবার অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে একটা আধুনিক সভ্য ও উন্নত জাতি ও রাষ্ট্রে। দারিদ্র, জনসংখ্যার আধিক্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, অশিক্ষা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক কারণ, অসম বন্টন ব্যবস্থা, পারিবারিক কারণ, প্রেমে ব্যর্থতা, সঙ্গদোষ, অনুকরণ, চলচ্চিত্র ও স্যাটেলাইট চ্যানেল, সেশনজট, ভৌগোলিক কারণ সহ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে জনগণের মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন একটি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এর প্রভাব লক্ষণীয়।
মূল্যবোধের অভাবে মানুষের নৈতিকতা ও ঔচিত্যবোধের বিলুপ্তি ঘটে যা সমাজের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যবোধের অভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পায়। যেমন– ইভ-টিজিং, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।
আমাদের জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ও অবনতির ফলে জনজীবন আজ অতিষ্ট। অফিস আদালত সর্বত্রই এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। যে চিন্তা ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি।
বাংলাদেশের জনগণই নয়, বিদেশি দাতা গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সংগঠনগুলোও এই সমস্যার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং এর হ্রাসকল্পে তারা সরকারকে উপদেশ ও চাপ দুটোই প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এর উন্নতি তো দূরের কথা, দিন দিন এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে।
স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে এর পরিমাণ তুলনামূলক যথেষ্ট কম ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর এই সামাজিক অবক্ষয় চরমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আজও এ ধারা ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে স্বাধীনতা উত্তর কালে একাধিক কারণে বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে-এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সাম্প্রতিককালে এর ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারাকে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। দেশ ও জাতির স্বার্থে এ সমস্যার প্রতিকার খুবই জরুরি।

মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে করণীয়

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর যথেষ্ট নজর দিতে হবে। সহায় সম্বলহীন লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বেকারদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে উৎপাদনমুখী করে নিয়োগ করতে হবে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মূল্যবোধ বৃদ্ধি করার জন্য গ্রাম উন্নয়ন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস, বেকারত্ব হ্রাস, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ঘটাতে পারলে আমাদের সমাজের মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। তাছাড়া সম্পদের সুষম বন্টন, সাংস্কৃতিক অবাধ প্রসার রোধ এই মূল্যবোধ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ।

সবার মধ্যে যৌন উদ্দীপনা তথা বিকৃতির সৃষ্টি করছে যার ফলে বেড়ে যাচ্ছে ধর্ষণসহ মারাত্মক সামাজিক অপরাধ সমূহ। এক হিসাবে জানা গেছে, ডিশ এন্টেনা আমদানির পর ধর্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাই নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষামূলক এবং সপরিবারে দেখার মতো চ্যানেল রেখে বাকি চ্যানেল বন্ধের ব্যাপারে সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। পিতা মাতাকে সন্তান সন্ততির ব্যাপারে আরো বেশি খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান সন্ততি যেন পাড়ার বখাটে ছেলেমেয়েদের সাথে না মেশে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ সন্তানদের গতিবিধির ওপর পিতামাতার কড়া নজর রাখতে হবে। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের বিবেকের রক্ষাকবচ।

MCQ Solution

১. **'মূল্যবোধ' কী-** [দুর্নীতি দমন কমিশন উপ- সহকারী পরিচালক : ২০]
ⓚ রীতিনীতি ⓚ আচরণের মানদণ্ড
ⓖ মানব আচরণ ⓖ মানবরীতি **উত্তর:** খ

২. **মূল্যবোধ (Values) কী?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
ⓚ শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা
ⓖ সমাজ জীবনের মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
ⓖ মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ **উত্তর:** ক

৩. **মূল্যবোধ হলো-** [৪০তম বিসিএস]
ⓚ মানুষের সঙ্গে মানষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ
ⓚ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
ⓖ সমাজজীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান
ⓖ মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর দিক নির্দেশনা **উত্তর:** খ

৪. **যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ'- এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তা হচ্ছে-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ সততা ⓚ সদাচার
ⓖ কর্তব্যবোধ ⓖ মূল্যবোধ **উত্তর:** ঘ

৫. **"সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি মানদণ্ড"- উক্তিটি কে করেছিলেন?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ স্টুয়ার্ট ডড ⓚ এইচ. ডি. স্টেইন
ⓖ এম. আর. উইলিয়াম
ⓖ নিকোলাস রেসার **উত্তর:** গ

৬. **বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি কোন মূল্যবোধ?** [NSI এর সহকারী পরিচালক : ১৫]
ⓚ সামাজিক ⓚ ব্যক্তিগত
ⓖ পারিবারিক ⓖ পেশাগত **উত্তর:** ক

৭. **মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে-** । [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) : ১৯]
ⓚ সম্পদ বণ্টন প্রক্রিয়ায়
ⓚ ব্যক্তির আচরণে
ⓖ ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতিতে

১৯. প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে- [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ সমাজে বসবাসের মাধ্যমে
ⓚ বিদ্যালয়ে
ⓖ পরিবারে
ⓘ রাষ্ট্রের মাধ্যমে
উত্তর: গ

২০. আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) সত্য ও ন্যায় খ) স্বার্থকতা
গ) শঠতা ঘ) অসহিষ্ণুতা
উত্তর: ক

২১. সরকারী চাকরিতে সততার মাপকাঠি কি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) যথা সময়ে অফিসে আগমন ও অফিস ত্যাগ করা
খ) দাপ্তরিক কাজে কোনো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা
গ) নির্মোহ ও নিরপেক্ষ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা
ঘ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোন নির্দেশ প্রতিপালন করা
উত্তর: গ

২২. সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক) বিশ্বস্ততা খ) সৃজনশীলতা
গ) নিরপেক্ষতা ঘ) জবাবদিহিতা
উত্তর: খ

২৩. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) সমাজ খ) নৈতিক চেতনা
গ) রাষ্ট্র ঘ) ধর্ম
উত্তর: ঘ

২৪. কোন দেশের মূল্যবোধ অনেক পুরাতন? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন): ১৬]
ক) যুক্তরাজ্য খ) আমেরিকা
গ) ইসরাইল ঘ) ভারত
উত্তর: ক

২৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন): ১৬]
ক) গণতন্ত্রের চর্চা করার জন্য
খ) ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য
গ) জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য
ঘ) গণতন্ত্র সম্পর্কে জানার জন্য
উত্তর: খ

২৬. সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো-? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A- ইউনিট) : ১৫-১৬]
ক) সামাজিক সমস্যা নির্ণয়
খ) সামাজিক সমস্যার সমাধান
গ) দরিদ্রের কল্যাণ
ঘ) সামাজিক সমস্যা ভিন্নখাতে প্রবাহ
ঙ) সামাজিক সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান
উত্তর: ঙ

২৭. অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক কোনটি? [গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ২১-২২]
ক) ধর্ম ও বর্ণের নির্দিষ্টতার প্রয়োগ নেই
খ) সকল মানুষ সমান
গ) মানুষ সামাজিক জীব
ঘ) আইনের শাসন
উত্তর: ক

MCQ TEST

১. **মূল্যবোধের ধারণাটি–**
ⓚ আপেক্ষিক ⓚ শাশ্বত
ⓖ সর্বজনীন ⓖ একটিও নয়

২. **"মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"– সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?**
ⓚ পামফ্রে ⓚ ক্যামডেসাস
ⓖ জন স্টুয়ার্ট মিল ⓖ হার্বার্ট স্পেন্সার

৩. **"মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ।" প্রদত্ত সংজ্ঞাটি কার?**
ⓚ পামফ্রে ⓚ ফ্রাঙ্কেল
ⓖ ম্যাকাইভার ⓖ ম্যাককরনি

৪. **"সামাজিক মূল্যবোধ হল একটি মানদণ্ড"-উক্তিটি কার?**
ⓚ পল সাঁত্রে ⓚ জন লক
ⓖ এইচ এম জনসন ⓖ এফ ই মেরিল

৫. **জীবনের জন্য কোনটি অধিক প্রয়োজন?**
ⓚ নৈতিক মূল্যবোধ ⓚ গাড়ি
ⓖ বিনোদন ⓖ ভ্রমণ

৬. **নৈতিক মূল্যবোধ কি করে?**
ⓚ বিবেক জাগ্রত করে ⓚ টাকা পয়সা দিয়ে থাকে
ⓖ বিভেদ সৃষ্টি করে ⓖ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

৭. **নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি?**
ⓚ স্কুল শিক্ষক ⓚ বাবা
ⓖ সমাজ ⓖ পরিবার

৮. **মানব আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধারণা কোনটি?**
ⓚ সুশাসন ⓚ মূল্যবোধ
ⓖ স্বাধীনতা ⓖ সাম্য

৯. **আইনের ভিত্তিস্বরূপ কোনটি?**
ⓚ মূল্যবোধ ⓚ সুশাসন
ⓖ স্বাধীনতা ⓖ পরিবার

১০. **সাধারণ মানুষ কোনটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়?**
ⓚ সুশাসন ⓚ মূল্যবোধ
ⓖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ⓖ বিচার বিভাগ

১১. **মূল্যবোধের অনুপস্থিতিকে বলা হয়–**
ⓚ মূল্যবোধের অবক্ষয় ⓚ মূল্যবোধের জাগরণ
ⓖ মূল্যবোধের উন্মেষ ⓖ নৈতিকতার অবক্ষয়

১২. **সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান কোনটি?**
ⓚ সুশাসন ⓚ মূল্যবোধ
ⓖ নৈতিকতা ⓖ আইনের শাসন

১	ক
২	ক
৩	খ
৪	গ
৫	ক
৬	ক
৭	ঘ
৮	খ
৯	ক
১০	খ
১১	ক
১২	খ

১৩. **মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়?**
ক) শ্রমের মর্যাদা খ) সহনশীলতা
গ) শৃঙ্খলাবোধ ঘ) সহমর্মিতা

১৪. **আক্ষরিক অর্থে মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণে কোন মুখ্য মূল্যটি বিদ্যমান থাকে?**
ক) মানবীয় মূল্য খ) সামজিক মূল্য
গ) আর্থিক মূল্য ঘ) ক ও খ উভয়ই

১৫. **মূল্যবোধকে অন্য কি নামে আখ্যায়িত করা যায়?**
ক) সামাজিক নৈতিকতা
খ) রাজনৈতিক নৈতিকতা
গ) অর্থনৈতিক নৈতিকতা
ঘ) ধর্মীয় নৈতিকতা

১৬. **মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কোনটির অভাবে?**
ক) সহনশীলতা খ) আইনের শাসন
গ) সুশৃঙ্খল পরিবেশ ঘ) সবগুলি

১৭. **সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য-**
ক) আপেক্ষিকতা খ) জনকল্যাণ মুখিতা
গ) সহনশীলতা ঘ) সহমর্মিতা

১৮. **মূল্যবোধ অনুমোদিত?**
ক) সাধারণ জনগণ দ্বারা
খ) শিক্ষিত জনগণ দ্বারা
গ) সমাজের সকল মানুষ দ্বারা
ঘ) সমাজের বৃহৎ অংশ দ্বারা

১৯. **মূল্যবোধকে আইনের ভিত্তি বলার কারণ কী?**
ক) আইন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে
খ) আইন ও মূল্যবোধ একই বিষয়
গ) মূল্যবোধ আইন সৃষ্টি করে
ঘ) মূল্যবোধ বিবর্জিত আইন সমাজে টিকে থাকতে পারে না

২০. **'Both emotional commitments and deal about worth'- কার উক্তি?**
ক) গার্নার খ) এফ আই গ্লাইড
গ) ফ্রাঙ্কেল ঘ) বিক

২১. **কোন বিষয়টি মানুষের মূল্যবোধ গঠনের বড় নিয়ামক?**
ক) ধর্ম খ) সংবিধান
গ) সমাজের নেতা ঘ) রাজনৈতিক নেতা

২২. **কাদের কর্মকাণ্ডে মূল্যবোধের প্রতিফলন অনুপস্থিত?**
ক) আধুনিক মানুষের খ) মধ্যযুগের মানুষের
গ) আদিম মানুষের কর্মকাণ্ডে
ঘ) আধুনিকতা-উত্তর মানুষের কর্মকাণ্ড

১৩	খ
১৪	ঘ
১৫	ক
১৬	ঘ
১৭	ক
১৮	ঘ
১৯	ঘ
২০	গ
২১	ক
২২	গ

২৩. আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে কোন মূল্যবোধ?
ⓚ একনায়কতান্ত্রিক মূল্যবোধ
ⓚ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
ⓖ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ
ⓖ ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ

২৪. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনের প্রধান উৎস-
(ক) স্কুল (খ) পরিবার
(গ) সমাজ (ঘ) কলেজ

২৫. সু- শাসন ও মূল্যবোধের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক?
(ক) ইতিবাচক
(খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) সামরিক সরকার
(ঘ) গণতান্ত্রিক সরকার

২৬. সুনাম ধরে রাখতে সাহায্য করে-
(ক) নৈতিক মূল্যবোধ (খ) রাজনীতি
(গ) ধর্ম (ঘ) সমাজ

২৭. একটি জাতি থেকে অন্য জাতির পার্থক্য বুঝা যায়-
(ক) মূল্যবোধ দেখে (খ) পরিবেশ দেখে
(গ) খেলাধুলা দেখে (ঘ) কোনোটিই নয়

২৮. সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড কম হয়ে থাকে-
(ক) কাজে লিপ্ত থাকলে
(খ) ব্যবসা করলে
(গ) মূল্যবোধ থাকলে
(ঘ) কোনোটিই নয়

২৯. ইয়াবা কি?
(ক) মেয়ে (খ) ড্রাগ
(গ) পোশাক (ঘ) প্রসাধনী

৩০. ইসলামের মূল ভিত্তি-
(ক) চারটি (খ) পাঁচটি
(গ) তিনটি (ঘ) দশটি

৩১. গৌতম বুদ্ধ সত্যের ভিত রচনা করেন-
(ক) ৬টি (খ) ৫টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৩২. কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে অনুমতি পায়?
(ক) অর্থনৈতিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) ধর্মীয় (ঘ) সাংস্কৃতিক

৩৩. বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সার্বজনীন সমস্যা হলো-
(ক) মাদকাসক্তি (খ) অশিক্ষা
(গ) কুসংস্কার (ঘ) দারিদ্র

প্রশ্ন	উত্তর
২৩	খ
২৪	খ
২৫	ক
২৬	ক
২৭	ক
২৮	গ
২৯	খ
৩০	খ
৩১	খ
৩২	গ
৩৩	ক

শিক্ষা (Education)

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই শিক্ষা লাভের ধরনও ভিন্ন হয়। বাংলায় শিক্ষা শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করে।

Education শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে- ল্যাটিন শব্দ *Educare* বা *Educere* অথবা *Educatium* থেকে।

- ✓ *Educare* শব্দের অর্থ হলো- প্রতিপালন বা পরিচর্যা করা, *Educere* শব্দের অর্থ হলো- নিষ্কাশন করা এবং *Educatium* শব্দের অর্থ হলো- শিক্ষাদানের কাজ করা।
- ✓ শিক্ষা শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ হলো- 'বিদ্যা' যার অর্থ জ্ঞান আহরণ, কৌশল আয়ত্ত রণ বা কৌশলগত দক্ষতার প্রণয়ন।
- ✓ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"
- ✓ সক্রেটিসের ভাষায়- "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ"।
- ✓ পৃথিবীর প্রথম শিক্ষা গুরু বলা হয়- সক্রেটিসকে।
- ✓ 'সু-অভ্যাস গঠনের নামই শিক্ষা'- রুশো।
- ✓ 'পরিপূর্ণ জীবন বিকাশই হলো শিক্ষা'- হার্বার্ট স্পেনসার।
- ✓ "শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ"- মহাত্মা গান্ধী।
- ✓ "শরীর ও আত্মার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য"- প্লেটো।
- ✓ 'শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী দেহ মনের পরিপূর্ণ ও সার্বিক বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা'- প্লেটো।
- ✓ "শিশুর সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার লক্ষ্য"- মন্টেসরি।
- ✓ "শিক্ষা সে প্রক্রিয়া যার শেষ কথা মানুষের মুক্তি"- উপনিষদের বাণী।
- ✓ শিশুর প্রথম শিক্ষালয় - পরিবার।
- ✓ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ- জ্ঞানার্জন, বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন, সুনাগরিক গড়ে তোলা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন, চরিত্র গঠন, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Education)

- ⇨ ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়।
- ⇨ শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আদর্শ জীবনের অধিকারী তথা মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক জীবনে মানবিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব; যার মাধ্যমে মানুষের জীবনে নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়।
- ⇨ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শব্দটি- মানুষের কর্মোপযোগী জ্ঞান ও কলাকৌশল অর্জনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।
- ⇨ ব্যাপক অর্থে- মানুষকে শুধু জীবনমুখী কর্মদক্ষতা বা কর্মকৌশল দানই নয় বরং মানব জীবনের সবদিকের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ বা আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষা।

⇨ আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা হলো- সার্বজনীন আচরণের কাঙ্খিত, বাঞ্ছিত এবং স্থায়ী পরিবর্তন।

⇨ শিক্ষাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

⇨ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা-ই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

⇨ জন্ম থেকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা অর্জন করে তা হলো- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

⇨ কর্মজীবনে বা অন্যকোন ক্ষেত্রে মানুষ বিশেষ দক্ষতা বা কর্মকৌশল অর্জনে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা - উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

⇨ মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণে শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

মূল্যবোধ শিক্ষা

মূল্যবোধ শিক্ষা হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির শিক্ষা।

⇨ শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধ বা জীবনাদর্শ সমন্বয়ে যে শিক্ষার ধারণা উদ্ভব তাই- মূল্যবোধ শিক্ষা।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষের মধ্যে- সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের ধারণা জাগ্রত করে।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষের মধ্যে- পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির বোধ জাগ্রত করে।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের- নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন ঘটে।

⇨ ব্যক্তির মধ্যে মানবীয় মমত্ববোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা নয় বরং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতেই মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

⇨ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে- মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

⇨ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করতে পারে।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি প্রধানত- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।

⇨ মানুষ স্বভাবতই আবেগপ্রবণ, তাই মূল্যবোধ শিক্ষার উপায় হিসেবে ব্যক্তির আবেগিক প্রবণতাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হয়।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার নির্ধারকসমূহ হলো- সামাজিক রীতিনীতি, আইন, ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে যেসব মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয় সেগুলো হলো- আত্মমর্যাদাবোধ, সত্যবাদিতা, অহিংসা, কঠোর শ্রম, সাম্য, ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিকবোধ, সৌহার্দ্য, মমত্ববোধ, সাহস, দেশপ্রেম, সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ, উৎপাদনশীলতা ও কাম্য জনসংখ্যার ধারণা ইত্যাদি।

⇨ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থাকে নানামুখী সংকট ও অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই- মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণার উদ্ভব।

মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Values Education)

মূল্যবোধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ ও রাষ্ট্র এর সুফল লাভ করে। আবার মূল্যবোধের অভাবে রাষ্ট্রকে চরম মূল্য দিতে হয়। যে শিক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত, মমত্বপূর্ণ, মানবীয়, আদর্শিক ও কাঙ্খিত আচরণ অনুশীলনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাই হলো মূল্যবোধ শিক্ষা। ব্যক্তির মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতা ইতাদি মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়। মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিক ও ঔচিত্যবোধের বিকাশ ঘটায় বা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ উচিত অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। যার ফলে ব্যক্তি নিজের ভালো বা মঙ্গল করার চেষ্টা করে। মূল্যবোধ শিক্ষা আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা নয় বরং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতেই মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করতে পারে। মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অন্যতম রক্ষাকবচ ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করে মূল্যবোধ। মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষের সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে, যা তাদেরকে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সাহায্যে করে। আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে ও রাষ্ট্রে সুশাসন বিরাজ করে। মূল্যবোধের উপস্থিতি সরকার ও রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমুখী করে। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূল্যবোধের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য।

মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য

আধুনিক শিক্ষা চিন্তাবিদদের মতে, মূল্যবোধ শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতার নিরিখে এমন সব গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা যা তাদেরকে সৎ, সাহসী ও আদর্শ নাগরিক হতে সাহায্য করবে। মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- ⇨ একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ⇨ সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ⇨ প্রচলিত শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্যের একটি প্রধান দিক হলো- মূল্যবোধ শিক্ষা।
- ⇨ ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির মনোভাব জাগ্রত হয়- মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে।
- ⇨ মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি - মূল্যবোধ।
- ⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
- ⇨ ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে- নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, পরিবেশের প্রতি, সকল ধর্মের প্রতি সঠিক ও যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

⇨ চিন্তা, কর্মে ও অভ্যাসে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের ঊর্ধ্বে তাদের বুদ্ধির মুক্তিলাভে সাহায্য করা– মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা

(Establshment in Society the Elements of Values Education)

মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষ প্রতিনিয়তই গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন-

১) মূল্যবোধের শিক্ষা অন্তরে পোষণ ও মূল্যবোধকে পুরস্কৃত করা।

২) চিন্তার স্বাধীনতা ও বাছাইয়ের ক্ষমতা প্রদান।

৩) পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম-স্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিবেশীদের সাথে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।

৪) ইতিবাচক চিন্তা করা।

৫) সহাবস্থানের শিক্ষা লাভ করা।

৬) মানব মর্যাদাকে সম্মান করা।

৭) সত্যবাদিতার শিক্ষা প্রদান করা।

৮) সমাজের বৃহত্তম ক্ষেত্রে যোগাযোগ করে। যেমন – গণমাধ্যম ও কর্মস্থান।

৯) বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তার উন্নতি করা।

১০) সম্প্রদায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

১১) পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা।

১২) শিক্ষা ও নৈতিকতা গল্পের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা।

১৩) নিজের এবং অন্যদের ব্যক্তিগত আচরণের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা।

মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক
Relation between Values Education and Good Governance

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যেসব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। এগুলো নিম্নরূপ-

✓ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের অন্যতম উপাদান, আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে– মূল্যবোধ শিক্ষা।

✓ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।

✓ কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান, কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।

⇨ মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে- নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, পরিবেশের প্রতি, সকল ধর্মের প্রতি সঠিক ও যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

⇨ চিন্তা, কর্মে ও অভ্যাসে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের উর্ধ্বে তাদের বুদ্ধির মুক্তিলাভে সাহায্য করা– মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা
(Establshment in Society the Elements of Values Education)

মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষ প্রতিনিয়তই গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন-

১) মূল্যবোধের শিক্ষা অন্তরে পোষণ ও মূল্যবোধকে পুরস্কৃত করা।
২) চিন্তার স্বাধীনতা ও বাছাইয়ের ক্ষমতা প্রদান।
৩) পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম-স্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিবেশীদের সাথে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
৪) ইতিবাচক চিন্তা করা।
৫) সহাবস্থানের শিক্ষা লাভ করা।
৬) মানব মর্যাদাকে সম্মান করা।
৭) সত্যবাদিতার শিক্ষা প্রদান করা।
৮) সমাজের বৃহত্তম ক্ষেত্রে যোগাযোগ করে। যেমন – গণমাধ্যম ও কর্মস্থান।
৯) বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তার উন্নতি করা।
১০) সম্প্রদায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
১১) পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা।
১২) শিক্ষা ও নৈতিকতা গল্পের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা।
১৩) নিজের এবং অন্যদের ব্যক্তিগত আচরণের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা।

মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের সম্পর্ক
Relation between Values Education and Good Governance

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যেসব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। এগুলো নিম্নরূপ-

✓ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সুশাসনের অন্যতম উপাদান, আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে– মূল্যবোধ শিক্ষা।

✓ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তা মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।

✓ কর্তব্যবোধ মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান, কর্তব্যবোধ না থাকলে সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্যই সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে নাগরিকের অন্যতম গুণ বলা হয়।

✓ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সার্থক জীবন যাপনের নিশ্চয়তার বিধান করা– মূল্যবোধ ও সুশাসন উভয়েরই লক্ষ্য।

- ✓ রাষ্ট্রনায়কদের মূল্যবোধের অভাব থাকলে কখনো সম্ভব হয় না– সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষের নৈতিক গুণাবলী জাগ্রত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে। আর নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুশাসন কাল্পনিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
- ✓ সুশাসন ও মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা উভয়ই– মানবজাতির জন্য ইতিবাচক।
- ✓ সরকার ও রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমুখীতা উভয়ই– মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপাদান।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা পরস্পরের– সম্পূরক।
- ✓ মূল্যবোধের যথার্থ উপস্থিতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় – সুশাসন।
- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে সুশাসনের ভিতকে- মজবুত করে।
- ✓ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন– মূল্যবোধ শিক্ষার।
- ✓ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবনে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে তা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারে– মূল্যবোধ শিক্ষা।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব
(Impact of Values Education and Good Governance in National Development)

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাবগুলো নিম্নরূপ –

১) মূল্যবোধ ও সুশাসন জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে।

২) সামাজিক বৈষম্য দূর করে।

৩) মূল্যবোধ ও সুশাসন সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ড।

৪) মূল্যবোধ মানুষের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নত করে।

৫) মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও টেকসই জীবনযাত্রার উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।

৬) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৭) পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, পছন্দ ও স্ব-চেতনাকে আকার প্রদান করে। ইতিবাচক মূল্যবোধ ইতিবাচক কার্যফল প্রদান করে।

৮) পরিবার, সামাজ, জাতি এবং পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।

৯) মূল্যবোধ ও সুশাসন জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় সংহতি সমাজের উন্নতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে।

১০) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

১১) শিশু ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।

১২) শিক্ষার্থীদের সফল পেশাজীবন পছন্দ করতে সাহায্য করে।

১৩) মূল্যবোধ মানুষের সফলতার স্বপ্নের নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।

১৪) মূল্যবোধ ও সুশাসনের প্রভাব জাতীয় জীবনে সহনশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

১২. **বাংলাদেশের পিতামাতা তাদের কন্যা সন্তানকে অল্প বয়সে পাত্রস্থ করার জন্য উদ্যোগ নেয়। মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা বিরাট অঙ্কের যৌতুক দিতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই তা ঘটে না। স্বামীগৃহে তারা নিগৃহীত ও অপমানিত হয়। বাংলাদেশের পিতামাতা তাদের মেয়ের কোন দিকটি অবহেলা করে।** [22th BCS]

ⓚ শিক্ষা ⓚ বয়স
ⓖ স্বাস্থ্য ⓖ সৌন্দর্য **উত্তর:** ক

১৩. **সমাজে শান্তিতে বাস করার অর্থ হলো সকলের উপকারার্থে কিছু ত্যাগ করতে পারা। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো খেয়ালখুশীমত চলার ইচ্ছা ত্যাগ করা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের অন্যের কথামত চলা। এই অনুচ্ছেদে আমাদেরকে .... হতে উৎসাহিত করে।** [22th BCS]

ⓚ পরিশ্রমি ⓚ সৎ
ⓖ সামাজিক ⓖ উদাসীন **উত্তর:** গ

১৪. **জীবন পরিবর্তনশীল। কার্লাইল বলেছেন, আজ গতকাল নয়, আমরা পরিবর্তিত হই, আমাদের চিন্তা ও কাজ সময়োপযোগী হতে হলে কিভাবে তা সর্বদা এক থাকে? পরিবর্তন বেদনাদায়ক কিন্তু প্রয়োজন। অনুচ্ছেদটি-- এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে।** [22th BCS]

ⓚ নতুনত্ব ⓚ নিশ্চলতা
ⓖ বিভিন্নতা ⓖ স্থিতিশীলতা **উত্তর:** খ

১৫. **Nobody believes a man who lacks confidence in his ability. None should sit able and shirk his duty on the plea that it is beyond his power to do without the help of others. Such a man always falls behind. He meets furious and suffers in the long run. So, dependence on others is a great curse.**
The above passage suggests that everyone should posses the virture of- [22th BCS]

ⓐ Punctuality
ⓑ Self reliance
ⓒ Dignity
ⓓ Truthfulness **Ans.** b

ব্যাখ্যা: (b) পরনির্ভরশীলতা জাতি বা ব্যক্তিকে কর্মবিমূখ তথা সার্বিক উন্নতি, কল্যাণ ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। Self reliance বা আত্মনির্ভরশীলতা তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

১৬. **A country remains poor because of her low income which results into low investment. Low investment causes low production which ultimately cause low income. Thus poverty enchains the poor in the vicious-** [23th BCS]

ⓐ form ⓑ mode
ⓒ level ⓓ circle **Ans.** d

ব্যাখ্যা: (d) একটি দেশ গরিব, কেননা এর নিম্ন জাতীয় আয়ের ইনভেস্টমেন্ট কম হয়। আবার নিম্ন হারের ইনভেস্টমেন্টের কারণে জাতীয় উৎপাদন কম হয়, যার কারণে জাতীয় আয়ও নিম্নমুখী হয়। এই ভাবে, দরিদ্ররা দারিদ্র্যের vicious circle বা দুষ্টচক্রের শৃঙ্খলে চির আবদ্ধ থাকে।

১৭. **Administrators and executive are members of the most stable occupation. The stubility mentioned in the above statement could be dependent on the following factors except......**[23th BCS]

ⓐ training and skill
ⓑ nature of the occupation
ⓒ status
ⓓ rate of turnover **Ans. d**

১৮. **জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দিক থেকে যতই বৈষম্য করা হোক না কেন বিশ্বমানব মিলে একটি অভিন্ন পরিবার এবং সকল মানুষ এই পরিবারের সদস্য। বিশ্বমানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সকল মানুষেই অভিন্ন অধিকার নিয়ে- জন্মগ্রহণ করে।**
এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো- [24th BCS]

ⓚ মানব সভ্যতা ⓚ মানবাধিকার
ⓖ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ⓖ অপসংস্কৃতি **উত্তরঃ খ**

ব্যাখ্যাঃ অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য "বিশ্ব মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সকল মানুষই অভিন্ন অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।"– দ্বারা অভিন্ন অধিকার বা অধিকারের সমতাকে জোর দেওয়া হচ্ছে। যা প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকারের মূল বক্তব্য।

১৯. **সুজলা, সুফলা আমাদের এই পৃথিবীকে আমরাই ধীরে ধীরে আমাদের বসবাসের অযোগ্য করে ফেলেছি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শহরায়ন এবং যান্ত্রিকতার প্রভাবে আমাদের এই ধরণী তার নির্মলতা হারাচ্ছে। আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী ধীরে ধীরে আমাদের বিষময় হয়ে উঠে। এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো-**

ⓚ কর্ম বিমুখতা ⓚ নৈতিক অবক্ষয়
ⓖ পরিবেশ সচেতনতা ⓖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ **উত্তরঃ গ**

২০. **দুঃখ কষ্ট মানবের মনকে সবল ও দৃঢ় করে। জীবনে যে যত উন্নতি করতে চায় তাকে তত বাধাবিঘ্ন সহ্য করতে হয়। সহিষ্ণুতা যার নেই সে বড় বড় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক, সহিষ্ণুতা ব্যতীত কোন বড় কাজ করা যায় না। – এই অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো-** [24th BCS]

ⓚ কষ্টসাধ্য ⓚ জীবন পরিসর
ⓖ ধৈর্য ⓖ স্থিতিশীলতা **উত্তরঃ গ**

২১. **আর্থিক সাহায্য অপেক্ষা আশা, বল এবং সাহস দান অধিকতর উপকারী। অন্যের দুঃখের বোঝা বয়ে অন্যের দুঃখ দূর না করে তাদেরকে তাদের নিজের ভার বহন করার এবং নিঃশঙ্কচিত্তে জীবনের দুঃখ বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস ও উৎসাহ দান করাই সর্বোত্তম সাহায্য। একজনকে অন্নদান না করে অন্ন উপার্জনের পথ প্রদর্শন করা এবং সে যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করাই অধিক প্রয়োজনীয়।** [24th BCS]
নিচের কোন উক্তি সম্পর্কে উপরের আলোচনা উল্লেখ করা হয়নি।

ⓚ মানুষের দুঃখ বিপদের সময় সাহস ও উৎসাহ দেয়া উচিত
ⓚ মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা
ⓖ মানুষকে উপাজনের পথ দেখানো
ⓖ আর্থিক সাহায্য করলে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। **উত্তরঃ ঘ**

২২. **One of the best ways to boost mental energy is to recognize the fact that we have the power to choose how feel. Actually we don't have to be at mercy of our emotions. We can control them into constructive channels. The ability to choose how we feel is called emotional discipline.** [24th BCS]

ⓐ Human beings can take charge of their lives by choosing how to feel.
ⓑ Emotions can be destructive if not dealt with properly
ⓒ Emotional can be overpored
ⓓ Emotional discipline is the secret of mental health. **Ans.** d

ব্যাখ্যা: আত্মসংযম এক বিশেষ মানবীয় গুণ। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ জীবন লাভের পাথেয়। তাই আবেগের বসবর্তী না হয়ে বরং আবেগকে দমন এবং বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাঝেই মানুষের সফলতা নির্ভরশীল। এ কারণে বলা হয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উত্তম পন্থা।

২৩. **In any group large or small, some individuals have more power and influence than others. Such persons possess the ability to guide the effort of many persons in achieving some objectives. The person with the most influence often assumes a position prominence in the group and comes to be regarded as the.** [24th BCS]

ⓐ moderator ⓑ speaker
ⓒ popular ⓓ leader **Ans.** d

ব্যাখ্যা: একজন নেতার গুণাবলি হলো অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং অন্যের কাজ কর্মের দিক নির্দেশনা প্রদান।

২৪. **If a tree falls in the forest. Sound is heard. If the above statement is true, then which of the following. Stuations is logically impossible?** [24th BCS]

ⓐ No tree falls in the forest but a sound is heard.
ⓑ A sound is heard as a tree falls in the forest.
ⓒ No sound is heard as a tree falls in the forest.
ⓓ No tree falls in the forest and so sound is make **Ans.** c

২৫. **Monopoly is characterized by an absence of or decline in competition. The ABC company realizes that its operations are in competitive industries.** [24th BCS]

ⓐ The ABC company is an a service industry
ⓑ The ABC company is publicly owned competitors
ⓒ The ABC company has no domestic competitors
ⓓ ABC's market is not monopolistic **Ans.** d

ব্যাখ্যা: Monopoly বা একচেটিয়া বাজারে একক প্রাধান্য ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Monopoly Market এ তাই প্রতিযোগীতা থাকে না। এই প্রতিযোগীতাহীন বাজারে তাই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও থাকে না। প্রদত্ত ক্ষেত্রে ABC কোম্পানি যেহেতু প্রবল প্রতিযোগীতার সম্মুখীন সেহেতু তা অবশ্যই Monopoly market নয়।

২৬. **মনে করুন আপনি লটারিতে ১০ লক্ষ টাকা জিতলেন। আপনি কি করবেন?** [২৭তম বিসিএস]

ⓚ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য রেস খেলা শুরু করবেন

ⓖ আপনার মনিবকে ভবিষ্যতে পরিকল্পনার কথা বলে কাজে ইস্তফা দিবেন

ⓚ একটি গাড়ি কিনবেন

ⓖ সঞ্চয়পত্রে টাকা লাগাবেন **উত্তর:** ঘ

২৭. **All the sparrows are birds some animals are not birds. Then which one of the following choices right?** [29th BCS]

ⓐ Some animals are not sparrows

ⓑ All animals are birds

ⓒ All birds are sparrows

ⓓ None of the above is necessarily **Ans.** a

২৮. **What would be the most useful things to do first of all, if you see your neighbour' house on fire?** [28th BCS]

ⓐRun away for personal safety

ⓑ Shout "Help, help"

ⓒTelephone for the fire brigrade and meanwhile help the inmates out

ⓓDon't involve yourself unnecessarily, for fire is not likely to spread to your house **Ans.** c

২৯. **What would be the most useful thing to do first of all if you see your younger brother trying to cut his finger with a blade.** [28th BCS]

ⓐ Run to tell mother about it

ⓑ Telephone for the doctor

ⓒ Stop him from doing so

ⓓ Run to get the first aid box **Ans.** c

৩০. **Suppose, you are a good footballer but you were not selected as the capital of your team. What will you do** [29th BCS]

ⓐ Start a compaing against the boy who selected

ⓑ Refuse to play

ⓒ Decide to take part and cooperate with the captain

ⓓ Approch the game, Secretly to pursuade him to reconsider your case.

Ans. c

৩১. **চরিত্র এমনই একটা জিনিস যা ব্যক্তির আপন ব্যবহারের মহিমায় নিজ ভাবমূর্তিকে করে তোলে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত। মানবিক চরিত্র হচ্ছে সেই অনির্দেশিত আচরণ বিধি যার ভেতরে দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব- যে ব্যক্তিত্ব রয়েছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে স্বজ্ঞানে আত্মসত্যাগী মনোভাব প্রদর্শনের সদইচ্ছা।**
উপরের আলোচনা অনুসারে একবাক্যে মানব চরিত্র বলতে কি বুঝায়? [24th BCS]
ⓚ মানব চরিত্র হচ্ছে একটি আচরণ প্রবণতা
ⓚ ব্যবহারে সমন্বয়ে চরিত্রের সুন্দর রূপ প্রস্ফুটিত হয়
ⓖ সমগ্র বিশ্বের সর্বত্রই নির্মল চরিত্রের মানুষের ছড়াছড়ি
ⓖ চরিত্রের মহিমায় প্রকাশ নির্ভর করে। **উত্তরঃ ঘ**

MCQ TEST

১. **জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি কোনটি?**
(ক) সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ (খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
(গ) নৈতিক মূল্যবোধ (ঘ) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

২. **শিশু প্রথম নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়–**
(ক) পরিবারে (খ) রাষ্ট্রে
(গ) সমাজে (ঘ) বিদ্যালয়ে

৩. **পৃথিবীর প্রথম শিক্ষা গুরু বলা হয় কাকে?**
(ক) সক্রেটিসকে (খ) প্লেটোকে
(গ) এরিস্টটলকে (ঘ) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে

৪. **'শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ।' কার উক্তি?**
(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) জিন্নাহ
(গ) নেহেরু (ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

৫. **মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি কোন সময়ের শিক্ষার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত?**
(ক) প্রাচীন (খ) মধ্যযুগীয়
(গ) আধুনিক (ঘ) উত্তরাধুনিক

৬. **মানুষের মধ্যে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের ধারণা জাগ্রত করে কোনটি?**
(ক) মূল্যবোধ শিক্ষা (খ) উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
(গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (ঘ) সুশাসন

৭. **মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করা যায় কোনটির মাধ্যমে?**
(ক) নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা (খ) আইন-কানুন
(গ) শিক্ষা (ঘ) স্বাধীনতা

৮. **শিক্ষার সঙ্গে কোনটির সমন্বয়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্ভব হয়?**
(ক) মূল্যবোধ (খ) আধুনিকতা
(গ) জীবনাদর্শ (ঘ) ক ও গ উভয়ই

৯. **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উপাদান কোনটি?**
(ক) মূল্যবোধ শিক্ষা (খ) নৈতিকতার শিক্ষা
(গ) সাধারণ শিক্ষা (ঘ) আধুনিক শিক্ষা

১	খ
২	ক
৩	ক
৪	ক
৫	গ
৬	ক
৭	গ
৮	ঘ
৯	ক

১০. ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ অর্জনের সর্বোত্তম সময় কোনটি?
ⓚ শিশুকাল ⓚ শিক্ষা জীবন
ⓖ চাকুরি জীবন ⓖ বার্ধক্যে

১১. মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি কোন শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত?
ⓚ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ⓚ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
ⓖ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ⓖ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১২. মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানুষের কোন গুণটিকে জাগ্রত করতে হবে?
ⓚ বুদ্ধি ⓚ বিবেক
ⓖ আত্মসংযম ⓖ দেশপ্রেম

১৩. Educare শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?
ⓚ প্রতিপালন/ পরিচর্যা ⓚ শিক্ষা দান করা
ⓖ সামাজিককরণ করা ⓖ শিক্ষা গ্রহণ করা

১৪. Educare শব্দটির উৎপত্তির ক্ষেত্রে কোন শব্দটি জড়িত নয়?
ⓚ Educare ⓚ Educere
ⓖ Educatium ⓖ Educatum

১৫. বাংলায় শিক্ষা শব্দটির ধাতু 'শাস' এর অর্থ নয় কোনটি?
ⓚ শাসন করা ⓚ শৃঙ্খলিত করা
ⓖ নিষ্কাশন করা ⓖ নিয়ন্ত্রিত করা

১৬. শিক্ষাকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ২ ভাগে ⓚ ৩ ভাগে
ⓖ ৪ ভাগে ⓖ ৫ ভাগে

১৭. মানুষ আজীবন বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করে–
ⓚ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
ⓚ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
ⓖ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
ⓖ কর্মমুখী শিক্ষা

১৮. 'সু-অভ্যাসগঠনের নামই শিক্ষা।'– কে বলেছেন?
ⓚ রুশো ⓚ ভলতেয়ার
ⓖ ক্যামডেসাস ⓖ ম্যাকাইভার

১৯. 'শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ মনের পরিপূর্ণ ও সার্বিক সাধনই হলো শিক্ষা।' – কার উক্তি?
ⓚ সক্রেটিস ⓚ প্লেটো
ⓖ এরিস্টটল ⓖ ভলতেয়ার

২০. 'পরিপূর্ণ জীবন বিকাশই হলো শিক্ষা।' কার উক্তি?
ⓚ রুশো ⓚ ভলতেয়ার
ⓖ হার্বার্ট স্পেন্সার ⓖ ম্যাকাইভার

২১. শিশুর প্রথম শিক্ষালয় কোনটি?
ⓚ পরিবার ⓚ সমাজ
ⓖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ⓖ রাষ্ট্র

১০	খ
১১	খ
১২	খ
১৩	ক
১৪	ঘ
১৫	গ
১৬	খ
১৭	গ
১৮	ক
১৯	খ
২০	গ
২১	ক

২২. **ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থাকে নানামুখী সংকট ও অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন ধারণাটির উদ্ভব হয়?**
ⓚ সুশাসন
ⓚ মূল্যবোধ শিক্ষা
ⓖ নৈতিকতার ধারণা
ⓖ আইনের শাসন

২৩. **মূল্যবোধের যথার্থ উপস্থিতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় কোনটি?**
ⓚ সুশাসন
ⓚ নৈতিকতা
ⓖ সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা
ⓖ স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন

২৪. **বিবেকবান হওয়া যায় না-**
ⓚ টাকা না থাকলে
ⓚ মূল্যবোধ না থাকলে
ⓖ বাড়ি না থাকলে
ⓖ কোনোটিই নয়

২৫. **কোনটি মূল্যবোধ জাগ্রত করে?**
ⓚ নীতিশাস্ত্র ⓚ অর্থনীতি
ⓖ সমাজবিজ্ঞান ⓖ পদার্থবিজ্ঞান

২৬. **উত্তম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে-**
ⓚ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ⓚ নীতিশাস্ত্র
ⓖ ভূগোল ⓖ অর্থনীতি

২৭. **সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সার্থক জীবন যাপনের নিশ্চয়তার বিধান করা কোনটির লক্ষ্য?**
ⓚ মূল্যবোধ ⓚ নৈতিকতা
ⓖ সুশাসন ⓖ ক ও খ উভয়ই

২২	খ
২৩	ক
২৪	খ
২৫	ক
২৬	খ
২৭	ঘ

সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সমাজ
(Culture, Civilization and Society)

সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture'। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতিবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি, সঙ্গীত, নৃত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ। সংস্কৃতি হলো সার্বিক জীবন প্রণালি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমন্বয়ই হলো সংস্কৃতি। মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তার সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংস্কৃতি মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত আচরণটি শেখায়, তাই সংস্কৃতিই মূল্যবোধের চালিকা শক্তি।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন-

> "আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যা আছে বা ব্যবহার করি তাই সভ্যতা" (Culture is what we are and civilization is what we use or have)।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী ই বি টেইলর এর মতে-

> "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমন্বয়ই হলো সংস্কৃতি"।

জোনস তার গ্রন্থে সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন-

> "মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি" (Culture is the sum of man's creations)।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন (Cultural Aggression)

সংস্কৃতির মধ্যে আছে যেমন সামগ্রিকতার মানবাধিকার, তেমনি আছে তার কৃতিত্বময়তার দিক। যে জাতি জীবিত আছে, সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে, জীবন্ত সংস্কৃতির বহমান রূপান্তর। যে জাতির ক্রমবিবর্তন নেই তার সংস্কৃতি মৃত, সে জাতিও মৃত। কারণ সংস্কৃতির মধ্যেই নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সমগ্র জাতির প্রাণের স্পন্দন। ক্রমবর্ধনশীল আধুনিক প্রযুক্তির ফলে শহরাঞ্চলের প্রতি ঘরে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক জায়গায়ই এখন সহজলভ্য ডিশ এন্টেনার সংযোগ। রিমোট কন্ট্রোলের বাটন চেপে সেকেন্ডের মধ্যে নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান অবলোকন করতে পারছে অজোপাড়া গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। এতে ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে দেশের মানুষের পরিচিতির ক্ষেত্র যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে মানুষের জ্ঞানের পরিধি। উল্টোদিকে, এক শ্রেণির অত্যাধুনিক (Ulttra Modern) মানুষের জীবন ধারণেও এসেছে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

আজ বাংলাদেশে আমরা বহিঃসংস্কৃতির আগ্রাসন ও প্রসারণ দেখতে পাই। এখানে আকাশ সংস্কৃতির বিকাশের মাধমে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা। সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বহিঃসংস্কৃতির আগ্রাসন দেখা দেয়। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে নিয়মিত খাপ খাওয়ানোর দৌড়ে অংশ নিতে গিয়ে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বহিঃসংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ থুবড়ে পড়েছে ঐ সব বহিঃসংস্কৃতির কাছে।

শান্তির সংস্কৃতি (Culture of peace)

শান্তির সংস্কৃতি ধারণাটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম মূর্তরূপ লাভ করে আইভরি কোস্টের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত মনোজগতে শান্তি (International congress on peace in the minds of men) শীর্ষক এই সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণায়-ইউনেস্কোর প্রতি নিম্নোক্ত আহবান জানানো হয়। জীবন স্বাধীন, তা ন্যায়, সংহতি, সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার নারী পুরুষের ক্ষমতা প্রভৃতি সর্বজনীন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে শান্তির সংস্কৃতি বিকাশ।

সভ্যতা

সভ্যতা বলতে মানব সমাজের একটি উন্নত পর্যায়কে বোঝায়। হেনরি মর্গান বলেন- মানব সমাজ বিবর্তিত হয়ে বর্তমান (সভ্যতা) রূপ ধারণ করেছে। সভ্যতা হলো, মানুষের বস্তুগত ও চিন্তা-গবেষণাগত ক্রিয়্যাকলাপের ফলাফল যা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মাঝে কোনো একটি সমাজ তার আবিষ্কার ও অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সমাজ নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কিছু মৌলিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, যা ছাড়া তার ধ্বংস অনিবার্য। পৃথিবীতে অতীতে যেমন বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান হয়েছিল সেসব জাতির বিশেষ গুণাবলীর জন্য, তেমনি নৈতিকতা ও সামাজিক চরম অবক্ষয়ের কারণে সেসব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই সমাজকে সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজ

সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Society'। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Socious' থেকে যার অর্থ- সহযোগিতা বা পারস্পরিক বন্ধুত্ব। সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝায়। যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সমাজে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাস করে আসছে। ঐক্য হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি।

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেন-

"যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা"।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট এর মতে-

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত"।

সামাজিক সম্পর্ক যেকোনো ধরনের হতে পারে। যেমন- সহযোগিতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক, ঘৃণার সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক ইত্যাদি।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের উপাদানগুলো হচ্ছে- শিক্ষা, শিল্পায়ন এবং নগরায়ন প্রভৃতি। শিশুর সামাজিকীকরণের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম- শিশুর পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি।

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজের ক্রমবিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে পরিবার। পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐক্য বদ্ধ থাকে। পরিবার থেকে সৃষ্টি হয় নানা গোষ্ঠী, উপজাতি। এসব গোষ্ঠী ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক

শান্তির সংস্কৃতি (Culture of peace)

শান্তির সংস্কৃতি ধারণাটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম মূর্তরূপ লাভ করে আইভরি কোস্টের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত মনোজগতে শান্তি (International congress on peace in the minds of men) শীর্ষক এই সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণায়-ইউনেস্কোর প্রতি নিম্নোক্ত আহবান জানানো হয়। জীবন স্বাধীন, তা ন্যায়, সংহতি, সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার নারী পুরুষের ক্ষমতা প্রভৃতি সর্বজনীন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে শান্তির সংস্কৃতি বিকাশ।

সভ্যতা

সভ্যতা বলতে মানব সমাজের একটি উন্নত পর্যায়কে বোঝায়। হেনরি মর্গান বলেন- মানব সমাজ বিবর্তিত হয়ে বর্তমান (সভ্যতা) রূপ ধারণ করেছে। সভ্যতা হলো, মানুষের বস্তুগত ও চিন্তা-গবেষণাগত ক্রিয়াকলাপের ফলাফল যা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মাঝে কোনো একটি সমাজ তার আবিষ্কার ও অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সমাজ নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ কিছু মৌলিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, যা ছাড়া তার ধ্বংস অনিবার্য। পৃথিবীতে অতীতে যেমন বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান হয়েছিল সেসব জাতির বিশেষ গুণাবলীর জন্য, তেমনি নৈতিকতা ও সামাজিক চরম অবক্ষয়ের কারণে সেসব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই সমাজকে সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজ

সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Society'। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Socious' থেকে যার অর্থ- সহযোগিতা বা পারস্পরিক বন্ধুত্ব। সমাজ বলতে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বুঝায়। যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সমাজে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বসবাস করে আসছে। ঐক্য হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি।

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেন-

> "যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা"।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট এর মতে-

> সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত"।

সামাজিক সম্পর্ক যেকোনো ধরনের হতে পারে। যেমন- সহযোগিতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক, ঘৃণার সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক ইত্যাদি।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের উপাদানগুলো হচ্ছে- শিক্ষা, শিল্পায়ন এবং নগরায়ন প্রভৃতি। শিশুর সামাজিকীকরণের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম- শিশুর পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি।

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজের ক্রমবিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে পরিবার। পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐক্য বদ্ধ থাকে। পরিবার থেকে সৃষ্টি হয় নানা গোষ্ঠী, উপজাতি। এসব গোষ্ঠী ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এরূপ বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীই কালের বিবর্তনের সমাজে

পরিণত হয়। মানব সভ্যতার আদি ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধন হলো পরিবারের ভিত্তি। সামাজিক রীতিনীতি এবং নৈতিক বিধি-বিধান দ্বারা পরিবার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

ঐক্য : ঐক্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, ভাষা, অভ্যাস, মনোভাব, কৃষ্টি ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে।

স্থায়িত্ব : সমাজ চিরস্থায়ী বর্গ। তবে সময়ের সাথে সাথে মানব সভ্যতা ও সমাজের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ রূপান্তর ধারাবাহিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

সাধারণ উদ্দেশ্য : একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে। আর এ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিচ্ছিন্ন জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

বৈচিত্র্য : সমাজ একটি বিচিত্ররূপের মানবিক সংগঠন। সমাজে পারস্পরিক ঐক্য-অনৈক্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সহযোগিতা-বিরোধিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা, হাসি-কান্না সবকিছুই বিদ্যমান।

নৈতিক মূল্যবোধ : ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা। স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির সমষ্টিই মূল্যবোধ। সমাজ এ সকল মূল্যবোধের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে।

অতএব বলা যায়, সমাজ সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা মানুষকে মূল্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

বিপরীত বৈষম্য (Reverse discrimination)

যুগে যুগে সমাজে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, ... চেয়ে অধিক সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত। এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, ... দ্বারা বৈষম্যের শিকার হলে তাকে বিপরীত বৈষম্য বলা হবে। অর্থাৎ 'বিপরীত বৈষম্য' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে বয়স, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, অক্ষমতা বা অন্যান্য সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যরা সংখ্যালঘু বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণত এই ধরনের দাবি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়।

MCQ Solution

১. **সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?** [থানা ও জেলা সমাজসেবা অফিসার : ৯৯]

ⓚ উন্নত জীবন-যাত্রা ⓚ সার্বিক জীবনাচরণ

ⓖ মার্জিত আচরণ ⓖ শিল্প ও সাহিত্য **উত্তর: খ**

২. **'আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি' কথাটি কে বলেছেন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ) : ২০-২১]

ⓚ টেইলর ⓚ হেগেল

পরিণত হয়। মানব সভ্যতার আদি ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধন হলো পরিবারের ভিত্তি। সামাজিক রীতিনীতি এবং নৈতিক বিধি-বিধান দ্বারা পরিবার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

ঐক্য : ঐক্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, ভাষা, অভ্যাস, মনোভাব, কৃষ্টি ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে।

স্থায়িত্ব : সমাজ চিরস্থায়ী বর্গ। তবে সময়ের সাথে সাথে মানব সভ্যতা ও সমাজের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ রূপান্তর ধারাবাহিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

সাধারণ উদ্দেশ্য : একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে। আর এ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিচ্ছিন্ন জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

বৈচিত্র্য : সমাজ একটি বিচিত্ররূপের মানবিক সংগঠন। সমাজে পারস্পরিক ঐক্য-অনৈক্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সহযোগিতা-বিরোধিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা, হাসি-কান্না সবকিছুই বিদ্যমান।

নৈতিক মূল্যবোধ : ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা। স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির সমষ্টিই মূল্যবোধ। সমাজ এ সকল মূল্যবোধের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে।
অতএব বলা যায়, সমাজ সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা মানুষকে মূল্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

বিপরীত বৈষম্য (Reverse discrimination)

যুগে যুগে সমাজে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, ... চেয়ে অধিক সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত। এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, ... দ্বারা বৈষম্যের শিকার হলে তাকে বিপরীত বৈষম্য বলা হবে। অর্থাৎ 'বিপরীত বৈষম্য' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে বয়স, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, অক্ষমতা বা অন্যান্য সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যরা সংখ্যালঘু বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণত এই ধরনের দাবি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ক্ষেত্রে উদ্ভূত হয়।

MCQ Solution

১. **সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়?** [থানা ও জেলা সমাজসেবা অফিসার : ৯৯]

ⓚ উন্নত জীবন-যাত্রা ⓚ সার্বিক জীবনাচরণ
ⓖ মার্জিত আচরণ ⓖ শিল্প ও সাহিত্য **উত্তর: খ**

২. **'আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি' কথাটি কে বলেছেন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ) : ২০-২১]

ⓚ টেইলর ⓚ হেগেল
ⓖ ম্যাকাইভার ⓖ উপরের সবকয়টি **উত্তর: গ**

৩. **'সভ্যতা সহসা গৃহীত হলেও সংস্কৃতি সহসা গৃহীত হয় না।' এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কোনটি সঠিক?**- [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (অ- ইউনিট) : ১১২-১৩]

ⓚ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই
ⓚ প্রধানত সংস্কৃতি হলো স্বাধীন চলক ও সভ্যতা হলো অধীন চলক
ⓖ প্রধানত সভ্যাতা হলো স্বাধীন চলক ও সংস্কৃতি হলো অধীন চলক
ⓖ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই
ⓤ সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিমাপের কোন পথ নেই **উত্তর:** খ

৪. **বস্তুগত সংস্কৃতির উদাহরণ নয় কোনটি?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ০৬-০৭]

ⓚ ঘরবাড়ি ⓚ মোবাইল সেট
ⓖ ভাষা ⓖ কম্পিউটার **উত্তর:** গ

৫. **নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়?** [৩৮তম বিসিএস]

ⓚ আইন ⓚ প্রতীক
ⓖ ভাষা ⓖ মূল্যবোধ **উত্তর:** ক

৬. **নিম্নের কোনটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উপাদন নয়?**- [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এ- ইউনিট) : ১১-১২]

ⓚ ভাষা ⓚ কম্পিউটার
ⓖ সুনামি ⓖ বাসস্থান
ⓤ সঙ্গীত **উত্তর:** গ

৭. **'সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রিকা' প্রত্যয়টি কে সূচনা করেন?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এ- ইউনিট) : ১৫-১৬]

ⓚ প্লেটো ⓚ ইবনে খলদুন
ⓖ উইলিয়াম এফ. অগবার্ন ⓖ ই. বি. টেইলর **উত্তর:** গ

৮. **নিম্নের কোন প্রথাটি সংস্কৃতিজাত?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এ- ইউনিট) : ১৩-১৪]

ⓚ সতীদাহ প্রথা ⓚ জমিদারি প্রথা
ⓖ চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত প্রথা ⓖ বর্গা প্রথা ⓤ কৌলীন্য প্রথা **উত্তর:** ঙ

৯. **যে কোন সমাজের বৃহত্তর সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান বয়স ও পেশা ভিত্তিক বিশেষ আচার-আচরণকে বোঝাতে ব্যবহৃত প্রত্যয়টি হলো**--[শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ- ইউনিট) : ১২-১৩]

ⓚ উপসংস্কৃতি
ⓚ বিপরীত সংস্কৃতি
ⓖ আদিবাসি সংস্কৃতি
ⓖ সাংস্কৃতিক অঞ্চল
ⓤ অপসংস্কৃতি **উত্তর:** ক

১০. **সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো**- [৪১তম বিসিএস]

ⓚ সুশাসন ⓚ রাষ্ট্র
ⓖ নৈতিকতা ⓖ সমাজ **উত্তর:** ঘ

১১. **মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো**- [৪০তম বিসিএস/ BREB -এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) : ১৬]

ⓚ উন্নয়ন ⓚ গণতন্ত্র
ⓖ সংস্কৃতি ⓖ সুশাসন **উত্তর:** গ

১২. **কোনটি বিদেশী সংস্কৃতি**- [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ- ইউনিট) : ০৩-০৪]

ⓚ শহীদ দিবস ⓚ বিজয় দিবস
ⓖ স্বাধীনতা দিবস ⓖ ভালোবাসা দিবস **উত্তর:** ঘ

১৩. **নিচের কোনটি শিশুর সামাজিকীকরণের একটি মাধ্যম?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ) : ০৩]
ⓚ শিশুর পরিবার ⓚ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ⓖ সংস্কৃতি ⓖ উল্লিখিত সব কয়টি **উত্তর:** ঘ

১৪. **সমাজের ভিত্তি কোনটি?** [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (হাসনাহেনা) : ১১]
ⓚ ঐক্য ⓚ কর্তব্যবোধ
ⓖ শিষ্টাচার ⓖ ন্যায়বোধ **উত্তর:** ক

১৫. **সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো–** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৪- ১৫/ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (গোলাপ) : ০৯]
ⓚ নৈরাজ্য ⓚ মূল্যবোধ
ⓖ অশান্তি ⓖ বিশৃঙ্খলা **উত্তর:** খ

১৬. **সমাজে নৈতিকতাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন কোনটি?** [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক : ০৪]
ⓚ আইনের সফল প্রয়োগ ⓚ জবাবদিহিতা
ⓖ শিক্ষা ⓖ স্বচ্ছতা **উত্তর:** গ

১৭. **সামাজিকীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যে মাধ্যম–** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১১ - ১২]
ⓚ বিদ্যালয় ⓚ খেলার সাথি
ⓖ পরিবার ⓖ চলচ্চিত্র

১৮. **পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কোনটি?** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ২১-২২]
ⓚ আত্মীয়তা সম্পর্ক ⓚ কর্তার নেতৃত্ব
ⓖ পারিবারিক আদর্শ ⓖ সবগুলো **উত্তর:** ঘ

১৯. **কোনটি সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান নয়?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৩ -১৪]
ⓚ শিক্ষা ⓚ শিল্পায়ন
ⓖ বাসস্থান ⓖ নগরায়ন **উত্তর:** গ

২০. **কোন বিষয় পাঠ করলে মানুষের চেতনা বোধ জাগ্রত হয়?** [টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক : ০৪]
ⓚ দর্শন ⓚ ইতিহাস
ⓖ অর্থনীতি ⓖ পৌরনীতি **উত্তর:** খ

২১. **নিচের কোনটি দেখে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেশি জাগে?** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব) : ১৩-১৪]
ⓚ পোস্টার ⓚ লিফলেট
ⓖ স্থিরচিত্র ⓖ ডকুমেন্টারি ফিল্ম **উত্তর:** ঘ

২২. **'বিপরীত বৈষম্য'- এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়-** [৪০তম বিসিএস]
ⓚ নারীদের ক্ষেত্রে
ⓚ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
ⓖ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
ⓖ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে **উত্তর:** খ

MCQ TEST

১. **সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ?**
ⓚ Culture ⓚ Nature
ⓖ Action ⓖ Mention

২. **মূল্যবোধকে ধরে রাখতে সাহায্য করে?**
ⓚ জাতি ⓚ সমাজ
ⓖ সংস্কৃতি ⓖ পরিবার

৩. **সভ্য সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে-**
ⓚ সংস্কৃতি ⓚ সঙ্গীত
ⓖ ব্যবসা ⓖ কবিতা

৪. **কোনটি একেক সমাজে একেক রকমের-**
ⓚ মূল্যবোধ ⓚ শিক্ষা
ⓖ চিকিৎসা ⓖ সেবা

৫. **সংস্কৃতি জাতির কী পরিচয় তুলে ধরে?**
ⓚ নৈতিক মূল্যবোধের ⓚ উন্নয়নের
ⓖ সৃষ্টির ⓖ কোনোটিই নয়

৬. **আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ থুবড়ে পড়েছে-**
ⓚ বহিঃসংস্কৃতির কাছে ⓚ দেশি সংস্কৃতির কাছে
ⓖ সংস্কৃতিহীন জাতির কাছে ⓖ কোনোটিই নহে

৭. **সমাজে দীর্ঘদিনের ফসল?**
ⓚ শিক্ষা ⓚ সংস্কৃতি
ⓖ চিকিৎসা ⓖ ঘুষ

৮. **দেশীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে-**
ⓚ বহিঃসংস্কৃতির অনুপ্রবেশে ⓚ দেশীয় সংস্কৃতি বৃদ্ধির কারণে
ⓖ আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়াতে ⓖ কোনোটিই নয়

৯. **এক জাতির বহিঃপ্রকাশ-**
ⓚ বিনোদন ⓚ সংস্কৃতি
ⓖ ধর্ম ⓖ সমাজ

১০. **আর্থিক সাহায্য অপেক্ষা সাহস দান অধিকতর-**
ⓚ প্রয়োজনীয় ⓚ দরকারি
ⓖ গুরুত্বপূর্ণ ⓖ মূল্যবান

১১. **মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা আমাদের ....**
ⓚ ফ্যাশন ⓚ ধর্ম
ⓖ কর্তব্য ⓖ নিয়ম

১২. **নিচের কোনটি আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান?**
ⓚ সমাজ ⓚ পরিবার
ⓖ গোত্র ⓖ উপজাতি

১	ক
২	গ
৩	ক
৪	ক
৫	ক
৬	ক
৭	খ
৮	ক
৯	খ
১০	গ
১১	গ
১২	খ

নাগরিক ও সামাজিক সমস্যা
(Civic and Social Problems)

জনসংখ্যা

১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়। জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা।

জনশুমারি ও গৃহগণনা (Population & Housing Census)

একটি দেশের জনসংখ্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করার পদ্ধতিকে জনশুমারি বলে। ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম জনশুমারি হয়। পূর্বে এটি আদমশুমারি নামে পরিচিত ছিল। 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' অনুযায়ী 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা'র নাম পরিবর্তন করে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা' করা হয়। জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৬টি জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। যথা- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ এবং সর্বশেষ (১৫-২১ জুন) ২০২২ সালে। ২০২২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

NIPORT (National Institute of Population Research & Training)

অবস্থান	আজিমপুর, ঢাকা	NIPORT
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৭ সালে	
উদ্দেশ্য	জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান	

MCQ Solution

১. **বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি?** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপজেলা সমাজসেবা অফিসার : ০৬ / সমাজসেবা অধিদপ্তরে ইনস্ট্রাক্টর : ০৫/ থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার : ০৫]

ক) খাদ্য সমস্যা খ) নিরক্ষরতা সমস্যা
গ) মাদকাসক্তি সমস্যা ঘ) জনসংখ্যা সমস্যা **উত্তর: ঘ**

২. **জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়?** [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) : ০৫]

ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৫ সালে ঘ) ১৯৭৬ সালে **উত্তর: ঘ**

৩. **ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কোন সালে?** [সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক : ১৭]

ক) ১৯৭২ খ) ১৮৫০
গ) ১৮৭২ ঘ) ১৯০১ **উত্তর: গ**

৪*. **বাংলাদেশে কয়টি আদমশুমারি হয়েছে?** [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ১১]

ক) দুইটি খ) তিনটি
গ) ছয়টি ঘ) পাঁচটি **উত্তর: গ**

৫. **The First Population Census of Bangladesh was held in -**[ICB Senior Officer : 14 / Union Bank Ltd. Senior Officer : 14]

Or,

বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? [৩৬তম বিসিএস / কৃষি অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা : ১১/ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৭-০৮ / জাতীয় সংসদে সচিবালয়ে সহকারী গবেষণা অফিসার : ০৫]

ⓐ 1972 ⓑ 1973
ⓒ 1974 ⓓ 1975 **Ans. c**

৬*. **বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারি কোন সালে করা হয়েছিল?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১০ -১১]

ⓚ ১৯৯৫ ⓚ২০২২
ⓖ ২০০১ ⓖ ২০০৫ **উত্তর: খ**

৭. **বাংলাদেশে আগামী কোন সনে আদমশুমারি করা হবে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১০ - ১১ / পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী : ১০]

(ক) ২০১২ খ্রি: (খ) ২০১৩ খ্রি:
(গ) ২০১৪ খ্রি: (ঘ) ২০১১ খ্রি: **উত্তর:**

৮. **NIPORT কি?** [২৭তম বিসিএস / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৩- ১৪ / বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (PSC) এর সহকারী পরিচালক : ০৬/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধীন গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তরের সাইফার অফিসার : ০৫]

(ক) জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(খ) পোলট্রি ফার্ম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(গ) নদীবন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(ঘ) বন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান **উত্তর: ক**

শিশু- কিশোর সম্পর্কিত সমস্যা

শিশুর অধিকার

সাবলকত্ব প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিশু আইন প্রণীত হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে 'আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ' গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশ সনদে অনুস্বাক্ষর করে। ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি কার্যকর হয়। C.R.C (The Committee on the Rights of the Child শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহে সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে।

বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়স

আইন / সনদ	শিশুর বয়স
শিশু আইন, ১৯৭৪ (রহিত)	০ - ১৬ বছর
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	
জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১	০ - ১৮ বছর
শিশু আইন, ২০১৩	
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ	

দিবস	তারিখ
আন্তর্জাতিক শিশু দিবস	১ জুন
বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস	২০ নভেম্বর
বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস	১১ অক্টোবর

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্তে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয় এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইনকে রহিত করা হয়। সার্ক ২০০১ - ২০১০ খ্রিঃ শিশু অধিকার দশক ঘোষণা করে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য তাগিদ দেয়। শ্রম আইন অনুযায়ী, যে শিশুর বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি, তাকে কারখানায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। কিন্তু ১৪ বছর পূর্ণ হয়েছে, ১৮ বছর পূর্ণ হয় নি, তাদের শর্তসাপেক্ষে নিয়োগ করা যাবে।

SOS Children's Villages শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা হারম্যান মেইনার।

শিশু পাচার

কোনো শিশুকে যদি কেউ কোনো বেআইনি বা নীতি-গর্হিত কাজে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে নিয়ে আসেন বা বিদেশে পাঠান বা ক্রয়-বিক্রয় করেন অথবা এরকম কোনো বেআইনি কাজ করার জন্য নিজের দখলে রাখেন, তবে তাকে শিশু পাচার বলে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ৬ (১) ধারা অনুযায়ী শিশু পাচারকরীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আর্থিক দণ্ড ও হতে পারে।

কিশোর অপরাধ (Juvenile delinquency)

কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক নাগরিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী উল্লেখযোগ্যহারে এ সমস্যাটি বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু-কিশোর অপরাধী হয়ে উঠে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলে।

কিশোর অপরাধ আইন

কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সাজা দেয়া নয় বরং তারা যেন তাদের ভুলগুলো উপলব্ধি করে এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪-ই কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন হিসেবে ধরা হয়। এই আইনে কিশোর অপরাধের বিচারে কিশোর আদালত গঠন, কিশোরদের জন্য আলাদা হাজত বা আটক স্থান এবং কিশোর সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কিশোর সংশোধন

আইনে কিশোরদের সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ও দোষী শিশু, আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রয়োজন এমন কিশোরদেরকে সংশোধন কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। বাংলাদেশে ২টি জাতীয় কিশোর (সংশোধন) উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ১টি জাতীয় কিশোরী (সংশোধন) উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। গাজীপুরের টঙ্গীতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় কিশোর (সংশোধন) উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় কিশোর (সংশোধন) উন্নয়ন কেন্দ্র যশোরের পুলেরহাটে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় কিশোরী (সংশোধন) উন্নয়ন কেন্দ্র গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত।

MCQ Solution

১. **বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয়-** [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (মানবিক) : ০৮-০৯]
ক) ১৯৭৪ সনে খ) ১৯৭৬ সনে
গ) ১৯৭৮ সনে ঘ) ১৯৮০ সনে **উত্তর:** ক

২. **১৯৭৪ সালের শিশু আইনানুযায়ী বাংলাদেশের শিশুদের বয়স কত পর্যন্ত?** [সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক : ৯৭]
ক) ১২ খ) ১৪
গ) ১৬ ঘ) ১৮ **উত্তর:** গ

৩. **বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স–** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১০ - ১১]
ক) ০ থেকে ৮ বছর খ) ১ থেকে ১০ বছর
গ) জন্ম থেকে ১৮ বছর ঘ) ১ থেকে ১২ বছর **উত্তর :** গ

৪. **আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ কবে গৃহীত হয়?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (ডি-ইউনিট) : ১৯-২০]
ক) ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ) ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৯
গ) ৭ মে, ১৯৮০ ঘ) ২৩ মে, ১৯৮০ **উত্তর:** ক

৫. **জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী 'শিশুর' বয়স -** [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক : ১৩]
ক) ০ - ২ খ) ০ - ১২
গ) ০ - ১৪ ঘ) ০ - ১৮ **উত্তর:** ঘ

৬. **বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কত বছরের নিচে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০০-০১]
ক) ১২ বছর খ) ১৪ বছর
গ) ১৬ বছর ঘ) ১৮ বছর **উত্তর:** খ

৭. **When did Bangladesh ratify the UN Convention on the 'Rights of the Child'?** [Jahangirnagar University Admission Test (International Affairs) : 13-14]
ⓐ 1972 ⓑ 1981
ⓒ 1990 ⓓ 1995 **Ans.** c

৮. **কোন শব্দটি শিশু অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত?** [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিভিশন প্রকৌশলী গ্রেড-২ : ০৪]
ক) সি.পি.সি খ) সি.এম.এম
গ) সি.পি.এম ঘ) সি.আর.সি **উত্তর:** ঘ

৯. **বাংলাদেশ সরকার কোন সময়কালকে জাতীয় 'শিশু অধিকার দশক' হিসাবে ঘোষণা করেছে?** [যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট : ০৭]
ক) ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালকে
খ) ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সালকে
গ) ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালকে
ঘ) ২০০১ থেকে ২০১০ সালকে **উত্তর:** ঘ

১০. **আন্তর্জাতিক শিশু পল্লীর প্রতিষ্ঠাতা কে?** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক : ০৫/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) : ০৫-০৬]
ক) অ্যাঞ্জেলা গোমেজ খ) হারম্যান মেইনার
গ) ভেলরি এ টেইলর ঘ) ব্যাডেন পাওয়েল **উত্তর:** খ

১১. **বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয় -** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার : ১৩]
ⓚ ২০০০ সালে ⓚ ২০০২ সালে
ⓖ ২০০৩ সালে ⓖ এ তিন সালের কোনো সালেই নয় **উত্তর:** ক

১২. **অপরাধ হলো-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হ্যস্থ অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ) : ২০-২১]
ⓚ আইনের পরিপন্থী ⓚ মূল্যবোধ পরিপন্থী
ⓖ আদর্শের পরিপন্থী ⓖ ঐতিহ্য পরিপন্থী **উত্তর:** ক

১৩. **বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স কত?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ক ইউনিট) : ১৩-১৪ / জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যম) : ১২-১৩ / প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ) : ০৭]
ⓚ ৬-১৮ বছর ⓚ ৭-১৬ বছর
ⓖ ৯-১৫ বছর ⓖ ৮-১২ বছর **উত্তর :** খ

১৪. **বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস কবে পালিত হয়-** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ই ইউনিট) : ১৫-১৬]
ⓚ ৭ অক্টোবর ⓚ ৮ অক্টোবর
ⓖ ৯ অক্টোবর ⓖ ১০ অক্টোবর
ⓤ ১১ অক্টোবর **উত্তর:** ঙ

১৫. **We celebrate International Day Child Rights on/ বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস পালিত হয়-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (লোক প্রশাসন) : ০৭-০৮]
ⓚ 29th September ⓚ 20th November
ⓖ 19th March ⓖ 6th June ⓤ None of these **উত্তর:** খ

১৬. **বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত হয় কোন মাসের কোন তারিখ?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (লোকপ্রশাসন বিভাগ) : ০২-০৩]
ⓚ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার
ⓚ নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবার
ⓖ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার ⓖ কোনোটিই নয় **উত্তর:** ঘ

১৭. **বাংলাদেশের প্রথম কিশোর সংশোধন কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?** [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (জবা) : ১১]
ⓚ চাঁদপুর ⓚ টঙ্গী, গাজীপুর
ⓖ গোদনাইল ⓖ মোরাপাড়া **উত্তর :** খ

১৮. **বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠানটি কোথায় অবস্থিত?** [২৫তম বিসিএস/ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে সহকারী তথ্য অফিসার : ০৫]
ⓚ টঙ্গি ⓚ কোনাবাড়ি
ⓖ যশোর ⓖ গাজীপুর **উত্তর:** খ

১৯. **কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য কি?**
ⓚ পাপকে নয় পাপীকে ঘৃণা করা
ⓚ আলোর পৃথিবী গড়ি
ⓖ শাস্তি নয় সংশোধন
ⓖ অপরাধ নির্মূল **উত্তর:** গ

২০. **কিশোর হাজত কী?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায় (এ ১ ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ কিশোর আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিশোর অপরাধীকে যেখানে রাখা হয়
ⓚ কিশোরদের যে হাজতে রাখা হয়
ⓖ দণ্ডপ্রাপ্ত কিশোরকে যেখানে রাখা হয়
ⓖ কিশোর অপরাধীকে যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়
ⓤ দণ্ডমুক্তির পর কিশোরদের যেখানে পাঠানো হয় **উত্তর:** ক

নারী সম্পর্কিত সমস্যা

নারীর অধিকার

নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ -

- *সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম ব্যবহার*
  ২০০০ (আগস্ট) বাবার নামের পাশে মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করে পরিপত্র জারি করা হয়।
  ২০০৪ (২৪ আগস্ট) জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে ৬০% পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহরাঞ্চলের জন্য কমপক্ষে ৪০% এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য ২০% নারী শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

দিবস	তারিখ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস	৮ মার্চ
আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস	২৫ নভেম্বর

- মহিলা চাকুরিজীবীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস নির্ধারণ করেছে। শুধুমাত্র দুটি সন্তানের জন্য এ ছুটি দেয়া হয়।
- দ্বাদশ বা সমমান শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে।

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা । এটি যৌন হয়রানির প্রতিশব্দ, যা বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীকে নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহ অভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে, কখনোবা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা ইভটিজিং এর শিকার হতে পারে।

এসিড নিক্ষেপ (Throwing Acid)

এসিড নিক্ষেপ একটি জঘণ্য অপরাধ। এসিড নিক্ষেপের শিকার ব্যক্তিদের প্রায় সবাই কিশোরী অথবা যুবতী মেয়ে। এসিড নিক্ষেপের ফলে ভিকটিমের চেহারা অথবা শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যে, তা আর কোনোভাবেই আগের চেহারার মতো পূর্ণাঙ্গ রূপ ফিরে পায় না। প্রেম ও অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কলহসহ নানা কারণে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। *এসিড অপরাধ দমন আইন,* ২০০২ এসিড অপরাধসমূহ কঠিনভাবে দমনের উদ্দেশ্যে

প্রণীত আইন। এই আইনে এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এসিডের আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছে।

নারী পাচার

যদি কোনো ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতি-বহির্ভূত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসেন বা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন বা ক্রয়, বিক্রয় করেন অথবা কোনো নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনোভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন অথবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তখন তাকে নারী পাচার বলে। বিভিন্ন বয়সের নারীদের অবৈধভাবে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের জোরপূর্বক বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজে বাধ্য করা হয়।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ বলতে ২১ বৎসরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৮ বৎসরের কম বয়সী মেয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে বুঝায়। বাল্য বিবাহ বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা এবং নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিবাহের ন্যূনতম বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর ও ছেলেদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করা হয় এবং ব্রিটিশ আমলে প্রণীত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ রহিত করা হয়।

যৌতুক (Dowry)

সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষের নিকট থেকে ছেলে পক্ষের দাবী- দাওয়া আদায়কে বুঝালেও আইনে বিয়ের শর্ত হিসেবে বর বা কনে যেকোন পক্ষের দাবী-দাওয়াকে যৌতুক বলে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বিয়ে চলাকালীন, বিয়ের আগে বা পরে যেকোন সময় কোন সম্পদ বা মূল্যবান জামানত হস্তান্তর করে বা করতে সম্মত হয়, সেটাই যৌতুক। যৌতুক একটি কঠিন সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশের আইনে যৌতুক নেয়া বা দেয়া উভয়ই অপরাধ। যৌতুক প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত যৌতুক

যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ জাতীয় সংসদে পাশ হয় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এবং একই সাথে *যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০* রহিত করা হয়। এ আইন অনুসারে, যৌতুক (Dowry) নেয়া বা দেয়া উভয়ই অপরাধ। যৌতুক দেয়া- নেয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে। *নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০* অনুযায়ী যৌতুকের দাবিতে স্ত্রী হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড এবং মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং উভয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

MCQ Solution

১. **বাংলাদেশে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কবে?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (দর্শন বিভাগ) : ০৮-০৯/ জাতীয় সংসদে সচিবালয়ে সহকারী গবেষণা অফিসার : ০৬]

ক) ২২ আগস্ট, ২০০৪ খ) ২৪ আগস্ট, ২০০৪
গ) ২৩ জুলাই, ২০০৪ ঘ) ২১ জুলাই, ২০০৪ **উত্তর: খ**

২. **নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ হলো-** [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০১]

ক) বিভিন্ন উচ্চপদে নারীর নিয়োগদান
খ) ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন
গ) সন্তানের পরিচয় দানে মায়ের নাম উল্লেখের নিয়ম প্রবর্তন করে
ঘ) সামরিক বাহিনীতে নারীর নিয়োগদানের বিধান প্রণয়ন **উত্তর: গ**

৩. **প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক পদের শতকরা কত ভাগ মহিলাদের নিয়োগ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ৯৪]

ক) ৮০% খ) ৫০%
গ) ৬০% ঘ) ৭০% **উত্তর: গ**

৪. **প্রাথমিক স্কুলে ৬০% বা আরো অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে প্রধান যুক্তি কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৭]

ক) মহিলারা শিশুদের প্রতি বেশি স্নেহশীল
খ) শিক্ষক হিসেবে মহিলারা বেশি দক্ষ
গ) স্কুল সময়ে মহিলারা স্কুল ছেড়ে যান না
ঘ) মহিলারা রাজনীতিতে কম জড়িত থাকেন **উত্তর: ক**

৫. **বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারিভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি কত মাস?** [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৩-১৪/ পরিবার পরিকল্পনা সহকারী : ১১]

ক) ৪ মাস খ) ৫ মাস
গ) ৬ মাস ঘ) ৮ মাস **উত্তর: গ**

৬. **কোন শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু করা হয়েছে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০০-০১]
উত্তর: দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

৭. **ইভ টিজিং প্রতিরোধে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অধিকতর উপযোগী?** [শাবিপ্রবি (এ- ইউনিট) : ১১-১২]

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) সামাজিক আন্দোলন
গ) দল সমাজকর্ম ঘ) সামাজিক কার্যক্রম **উত্তর: খ**

৮. **এসিড নিক্ষেপজনিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে গৃহীত অপরাধ দমন আইন পাস হয় কবে?** [বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর প্রযোজক : ০৬]

ক) ১৩ মার্চ, ২০০২ খ) ১৫ মার্চ, ২০০৩
গ) ১৫ আগস্ট, ২০০৪ ঘ) ১৭ আগস্ট, ২০০৫ **উত্তর: ক**

৯. **বাংলাদেশের আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি কি?** [BRDB- এর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা : ০৯]

ক) মৃত্যুদণ্ড খ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
গ) সশ্রম কারাদণ্ড ঘ) ক্ষতিপূরণ **উত্তর:** ক

১০. **বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত?** [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী : ১৩/ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (নৃবিজ্ঞান বিভাগ) : ০৯-১০]

ক) ১৮ ও ২১ খ) ১৮ ও ২০
গ) ১৮ ও ১৮ ঘ) ১৮ ও ২৫ **উত্তর:** ক

১১. **বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের নিম্নতম বয়স?** [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার : ০৮]

ক) ১৪ বছর খ) ১৮ বছর
গ) ১৬ বছর ঘ) ২২ বছর **উত্তর:** খ

১২. **যৌতুক প্রথা কোন ধরনের সমস্যা?**

ক) সামাজিক সমস্যা খ) অর্থনৈতিক সমস্যা
গ) রাজনৈতিক সমস্যা ঘ) রাষ্ট্রীয় সমস্যা **উত্তর:** ক

১৩. **যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক : ০৫]

ক) ১৯৮০ খ) ১৯৬১
গ) ১৯৫৫ ঘ) ১৯৪৮ **উত্তর:** ক

ব্যাখ্যা: যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ রহিতক্রমে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে।

১৪. **যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৪-০৫]

ক) ১০ বছর কারাদন্ড খ) মৃত্যুদণ্ড
গ) যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘ) পাঁচ বছর কারাদণ্ড **উত্তর:** ঘ

১৫. **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১ (ক) ধারায় বর্ণিত যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটানোর সর্বনিম্ন শাস্তি-** [১০ম বিজেএস : ১৬]

ক) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খ) ৩০ বছর কারাদণ্ড
গ) ২০ বছর কারাদণ্ড ঘ) মৃত্যুদণ্ড **উত্তর:** ঘ

১৬. **'বিশ্ব নারী দিবস' পালিত হয় প্রতি বছর-** [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর : ১৪]

a) 8 March b) 8 April
c) 7 March d) 18 April **Ans.** a

১৭. **আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস কোনটি?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা) : ০৭-০৮]

ক) ২৩ নভেম্বর খ) ২৫ নভেম্বর
গ) ২৭ নভেম্বর ঘ) ২৯ নভেম্বর **উত্তর:** খ

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি (Narcotics & Drug adiction)

উত্তেজনা ও অবসাদ সৃষ্টিকারী যে সকল দ্রব্য গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা লোপ পেয়ে নেশার সৃষ্টি করে ও আচরণের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটে এবং যেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে সেগুলোকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন- তামাক, আফিম, মদ, ইয়াবা, গাঁজা, হিরোইন, ফেনসিডিল, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি। মাদকাসক্তি হলো মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি। মাদকদ্রব্যের প্রতি ক্রমাগত নির্ভরশীলতাকেই মাদকতা বা মাদকাসক্তি বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা- এর মতে, 'নেশা বা মাদকাসক্তি
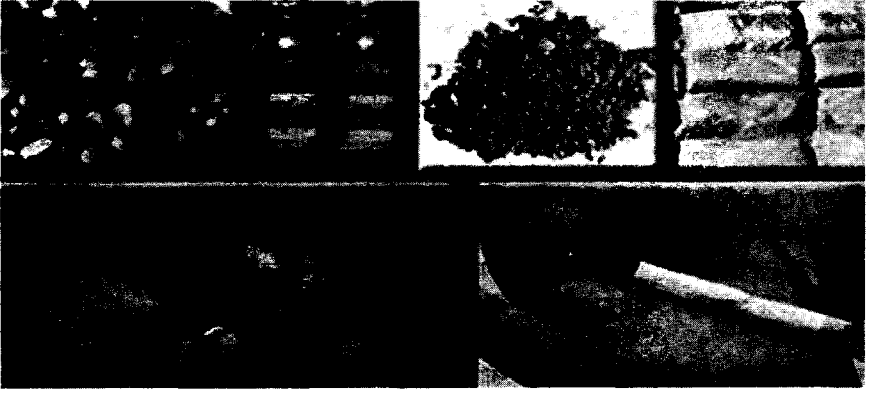
মাদকদ্রব্য

হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত প্রাণী ও মাদকতার মিথস্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। মাদকাসক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের বেলায় মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ রহিতক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে। এতে মোট ৭০টি ধারা রয়েছে। একই বছর প্রতিষ্ঠা করা হয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। অধিদপ্তরটি বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন।

তামাকজাত দ্রব্য (Tobacco Products)

তামাক গাছের শুকনো পাতাকে তামাক বলে। এই তামাকপাতা হতে বিড়ি, সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য তৈরি করা হয়। তামাকের সর্বাপেক্ষা নেশাদায়ক উপাদান নিকোটিন যা এক প্রকার স্নায়ুবিষ। এছাড়াও তামাকে ডিডিটি, কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক, মিথানল, ন্যাপথলিন, বেনজোপাইরিন, সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া, অক্সিডেন্টসহ ৪ হাজারের বেশি ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ আছে।

ধূমপান : ধূমপান অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্জ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত-২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি এই আইন অমান্য করলে অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন।
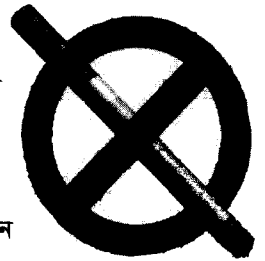
ইয়াবা (Yaba) : ইয়াবা একটি থাই শব্দ যার অর্থ পাগলা ঔষধ বা ক্রেজি মেডিসিন। এটি এক ধরনের নেশাজাতীয় উত্তেজক (স্টিমুল্যান্ট) ট্যাবলেট। ইয়াবার প্রধান উপাদান মেথঅ্যামফিটামিন। মাঝে মাঝে ইয়াবার সাথে ক্যাফেইন বা হিরোইন মেশানো হয় যা আরও ক্ষতিকারক। ইয়াবার আনন্দ আর উত্তেজনা আসক্ত ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দেয় জীবনের সব যন্ত্রণা। এই ভয়ানক মাদক

সেবন করলে উৎফুল্ল ভাব তৈরি হয়, মুড হাই হয়ে যায়। প্রচণ্ড উত্তেজক ক্ষমতা আছে বলে যৌন উত্তেজক হিসেবে অনেকে ব্যবহার করে এটি। ক্ষুধা কমিয়ে দেয় বলে স্লিম হওয়ার ঔষধ হিসেবে অনেকে শুরু করে ইয়াবা সেবন। ঘুম কমিয়ে দেয় বলে সারা রাতের পার্টির আগে ক্লান্তিহীন উপভোগ নিশ্চিত করতে অনেকের পছন্দ ইয়াবা।

আফিম (Opium): সাদা পপি ফুল হতে আফিম তৈরি হয়। পপি ফুল যখন ফলে পরিণত হয় তখন পরিপক্ব ফল হতে এক ধরনের কষ বের করা হয় যা আফিমের প্রধান কাঁচামাল। আফিম হতে বিভিন্ন ধরনের মাদক যেমন- হিরোইন, মরফিন, কোডেন, পেথিডিন, মেথাডন ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। মরফিন হলো আফিমের অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার।

ফেনসিডিল (Phensedyl): ফেনসিডিল কাশির ঔষধ হিসেবে পূর্বে ব্যবহার করা হতো কিন্তু এতে নেশার উপাদানের উপস্থিতির কারণে এটি বর্তমানে নেশাকারক দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। ফেনসিডিল তৈরির উপাদান মূলত ৩টি। যথা- কোডেইন ফসফেট, প্রমিথিজিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং ইফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই কোডেইন ফসফেট হচ্ছে নেশার মূল উপাদান। ফেনসিডিলের ভেতরে থাকা কোডেইন ফসফেট ব্যবহারকারীকে ফেনসিডিলের প্রতি আসক্ত করে তোলে। কোডেইন তৈরি হয় পপি ফুল, বীজ ও পাতা থেকে।

গাঁজা (Cannabis): গাঁজা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Cannabis indica*। গাঁজা গাছের শীর্ষ পাতা, ডাল এবং ফুল আমাদের দেশে গাঁজা নামে পরিচিত। পশ্চিমা দেশগুলোতে গাঁজা মারিজুয়ানা বা মারিহুয়ানা নামে পরিচিতি।

Golden Technic

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গাল	মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত পপি উৎপাদনকারী অঞ্চল
গোল্ডেন ক্রিসেন্ট	আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল
গোল্ডেন ওয়েজ	বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত
গোল্ডেন ভিলেজ	বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬ টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য 'গোল্ডেন ভিলেজ' বলা হয়।

MCQ Solution

১. **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এ ধারা কয়টি?** [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক : ১৩]

ক ৫৯ খ ৫৬
গ ৫৭ ঘ ৫৮ **উত্তর: খ**

ব্যাখ্যা: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (৫৬ ধারা বিশিষ্ট) রহিতক্রমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (৭০ ধারা বিশিষ্ট) প্রণীত হয়েছে।

২. **সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থ কয়টি?** [শ্রম পরিদপ্তরের প্রভাষক (শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন) : ০৫]

ক দুইটি খ তিনটি
গ পাঁচটি ঘ চারটি **উত্তর:**

৩. **বাংলাদেশ সরকার যে উদ্দেশ্যে সিগারেট উৎপাদনে ট্যাক্স বসায়-** [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক : ০০]
ⓚ রাজস্ব আয় ⓚ রাজস্ব আয় এবং ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ
ⓖ ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ ⓖ ধূমপানে উৎসাহ দান **উত্তর:** খ

৪. **বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আইনে সর্বোচ্চ কত টাকার অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঙ ইউনিট) : ০৭-০৮]
ⓚ ১০ ⓚ ৫০ ⓖ ১০০ ⓖ ২০০
Note: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর সংশোধনী- ২০১৩ অনুযায়ী অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

৫. **বিষাক্ত নিকোটিন থাকে** -[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০৬]
ⓚ চায়ে ⓚ কফিতে
ⓖ গাঁজায় ⓖ তামাকে **উত্তর:** ঘ

৬. **তামাকে সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত বস্তুর নাম কি?** [উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার : ১৬]
ⓚ সায়ানাইড ⓚ নিকোটিন
ⓖ আয়োডিন ⓖ কার্বাইড **উত্তর:** খ

৭. **নেশা সামগ্রী 'আফিমের' মূল উৎস হলো-** [টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক : ৯৫]
ⓚ আঙ্গুর ⓚ গাঁজা
ⓖ ভাং ⓖ পপি **উত্তর:** ঘ

৮. **কোনটি মাদক নয়?** [শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক : ০৬]
ⓚ হেরোইন ⓚ ফেনসিডিল
ⓖ মরফিন ⓖ প্যারাসিটামল
ব্যাখ্যা: প্যারাসিটামল একটি ঔষধ। **উত্তর:** ঘ

৯. **ইয়াবার উপকরণ-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ফিন্যান্স) : ০৭-০৮]
ⓚ ইফিড্রিন ⓚ এ্যামফিটামিন ও ক্যাফেইন
ⓖ উচ্চমাত্রার ভিটামিন ⓖ হেরোইন ও কোকেন **উত্তর:** খ

১০. **ইয়াবা কি?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (সমাজ বিজ্ঞান) : ০৮-০৯]
ⓚ খেলনা ⓚ কোম্পানি
ⓖ উত্তেজক ঔষধ ⓖ স্থান **উত্তর:** গ

১১. **পপি উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন দেশগুলোকে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' বলা হয়?** [১৪তম বিসিএস]
ⓚ মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীন
ⓚ মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস
ⓖ মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া
ⓖ ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান **উত্তর:** খ

১২. **মাদক উৎপাদন এবং চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল কি?** [সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক : ০৫/ পিএসসি সহকারী পরিচালক : ৯৮]
ⓚ মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্ত অঞ্চল
ⓚ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্ত অঞ্চল
ⓖ বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত অঞ্চল
ⓖ উপরের কোনোটিই না **উত্তর:** ক

১৩. আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে অবস্থিত আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চলকে কি বলে? [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ছ ইউনিট) : ০৮-০৯]

ⓚ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ⓚ গোল্ডেন ওয়েজ

ⓖ গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ⓖ গোল্ডেন এরেনা **উত্তর:** গ

১৪. মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে আলোচিত দেশ কোনটি? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ : ০৭]

ⓚ নিকারাগুয়া ⓚ কলম্বিয়া

ⓖ মেক্সিকো ⓖ হন্ডুরাস **উত্তর:** খ

১৫. Golden Crescent কি? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক : ১৩]

ⓚ সোনালী অর্ধচন্দ্র ⓚ ইরান, ইরাক ও আফগানিস্থান এলাকা

ⓖ চিকিৎসা সেবার প্রতীক ⓖ পাকিস্তান,ইরান ও আফগানিস্থান এলাকা **উত্তর:** ঘ

১৬. Golden Triangle - [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক : ১৩]

ⓚ সোনালী ত্রিভুজ ⓚ তিন নদীর মোহনা

ⓖ লাওস, থাইল্যান্ড ও মায়ানমার ⓖ নেপাল, ভুটান ও চীন **উত্তর:** গ

১৭. আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস কবে? [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৩-১৪]

ⓚ ৫ জুন ⓚ ২৩ জুন

ⓖ ২৬ জুন ⓖ ২৭ জুন **উত্তর:** গ

১৮. INCB-এর পূর্ণ রূপ কোনটি? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক : ১৩]

ⓚ International Nutrition Control Board

ⓚ International Narcotics Control Board

ⓖ International Narcotics control Bureau

ⓖ কোনোটিই নয় **উত্তর:** খ

দুর্নীতি

দুর্নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Corruption'। ইংরেজি 'Corrouption'- শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। যেমন- ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয় কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের অপব্যবহারকে বুঝায়। সাধারণত
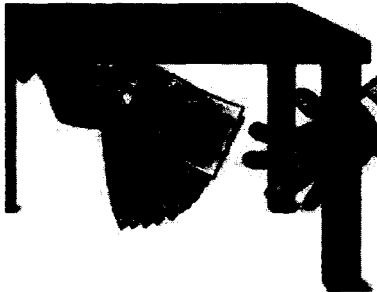
ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও দুর্নীতি। দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে পেশা, ক্ষমতা, পদবি, স্বার্থ, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী প্রভৃতি। দুর্নীতি প্রসঙ্গে লর্ড অকটন এর উক্তি- '*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*' (*ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, চরম ক্ষমতা চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে*)।

পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি (৩ এপ্রিল, ২০১৬) : পানামার একটি আইন প্রতিষ্ঠান 'মোসাক ফনসেকা' বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কর ফাঁকির গোপন নথি ফাঁস করে দেয়। কেলেঙ্কারিতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে রাশিয়া, চীনের প্রেসিডেন্টের নাম এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নাম আসাকে কেন্দ্র করে। নাম আসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দুই সন্তানেরও। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নওয়াজ শরীফকে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পদে অযোগ্য ঘোষণা করলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্যারাডাইস পেপারস কেলেঙ্কারি (৫ নভেম্বর, ২০১৭) : বিশ্বের ক্ষমতাধর ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অফসোর কোম্পানিতে বিনিয়োগের নাম করে বিদেশে অর্থ পাচার ও কর ফাঁকির গোপন নথি প্রকাশিত হয়।

প্যাগাসাস কেলেঙ্কারি : ইসরায়েলি সাইবার আর্মস সংস্থা এনএসও গ্রুপ দ্বারা নির্মিত একটি স্পাইওয়্যার (হ্যাকিং সফটওয়্যার) যা গোপনে মোবাইল ফোনের আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের বেশিরভাগ নতুন সংস্করণে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য গোপনে যুক্ত করে ইনস্টল করানো হয়। সম্প্রতি ১৪ জন রাষ্ট্র, সরকারপ্রধানের ফোনে আরিপাতার খবর ফাঁস হয় যা পেগাসাস কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত।

প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারি (০৩ অক্টোবর, ২০২১) : বিশ্বজুড়ে কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে অর্থ পাচার ও অর্থনৈতিক লেনদেনের গোপনীয়তার ওপর প্রকাশ করা একটি প্রতিবেদন। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস' (ICIJ) এটি প্রকাশ করে। এতে ৯৫ হাজার অফশোর ফার্মের প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ নথি রয়েছে (২.৯ টেরাবাইট ডেটা যা গোপন নথি ফাঁসের সবচেয়ে বড় ঘটনা)। প্যানডোরা পেপারসের তালিকায় বিশ্বের ৩৫ জন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ বিন আল-হুসাইন, ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার অন্যতম।

দুর্নীতির কুফল

সমাজজীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজ একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। দুর্নীতিবাজও একে অন্যের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়। ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা দুর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র। যোগ্যদের এ সমাজে ঠাঁই নেই। কেননা, স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ পায় এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজে যোগ্যরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয় এই দুর্নীতির কারণে। দুর্নীতি সমাজের মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না এবং সৃজনশীলতা ক্রমে হারাতে থাকে। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন, শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ ক্রমে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীর মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে দারিদ্রের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হলো গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য

প্রচার করে গণসচেতনতা গড়ে তোলা যায়। সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হলে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব। উপার্জন, ব্যয় সম্পদের হিসাব প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেক দুর্নীতিবাজদের মুখোশ খোলা যায়। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমেও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া সমাজে প্রয়োজন পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, যা দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ।

দুনীতি দমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের দুর্নীতিকে বিভিন্ন আইনের বিধিমালায় দণ্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করা হয়। দণ্ডবিধি (Penal Code), ১৮৬০ আইনে বিভিন্ন দুর্নীতি (সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বখশিশ গ্রহণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ, সরকারি কর্মচারীদের বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি)- এর শাস্তির বিধান রাখা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এ তফসিলভুক্ত অপরাধ (জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পত্তি দখল, অর্থ পাচার প্রভৃতি) এর বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির বিধান রাখা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ তে সংঘঠিত অপরাধ (বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহিভূর্তভাবে বিদেশে পাচার করা প্রভৃতি)- এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মূল্যে অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ তে - দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লঘু (যেমন- তিরস্কার, পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি স্থগিত প্রভৃতি) এবং গুরুদণ্ড (নিম্ন পদে অবনমিতকরণ, বাধ্যতামূলক অবসর, বরখাস্ত প্রভৃতি) আরোপের বিধান রাখা হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (Transparency International)

প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৯৩ সাল	TRANSPARENCY INTERNATIONAL
প্রতিষ্ঠাতা	পিটার ইজেন	
সদর দপ্তর	বার্লিন, জার্মানি	
উদ্দেশ্য	দুর্নীতি প্রতিরোধ	
Note	• TIB = Transparency International Bangladesh. • CPI = Corruption Perceptions Index.	

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট- ২০২১ এর তথ্য মোতাবেক, বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ- দক্ষিণ সুদান। বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নক্রমে- ১৩তম।

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC)

বিশ্বকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ UNCAC (United Nations Convention against Corruption)- এর মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'ইউএনসিএসি'র দুর্নীতিবিরোধী প্রধান ৫টি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- অপরাধ প্রতিরোধ, আইন প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পত্তি উদ্ধার এবং কারিগরি সহায়তা ও তথ্য বিনিময়। জাতিসংঘ ২০০৩ সালে ৯ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০০৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন শুরু করলেও বাংলাদেশে ২০১৭ সালেই প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়।

UNCAC কনভেনশনে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই কনভেনশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার আইন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর এবং সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি-নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (Anti-corruption Commission)- দুদক

দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাস হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। ২১ নভেম্বর, ২০০৪ দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠিত হয়। কমিশন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকলেও বর্তমানে এটি স্বাধীন। ১ জন চেয়ারম্যান এবং ২ জন সদস্য নিয়ে দুদক গঠিত। কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি সুলতান হোসেন খান।

নিজের পদ বা ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্যকে সুবিধা দেওয়া এবং নিজে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে যে দুর্নীতি করা হয়, সেটাকে আইনের আওতায় নেওয়ার সুযোগ থাকে না। এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে এবং কাজের স্বচ্ছতা, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় 'দুদক'- এর সুপারিশ মোতাবেক 'স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯' নামে নতুন একটি আইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে আইন কমিশন। খসড়া আইনে স্বার্থের সংঘাত" (*Conflict of interest*)- এর সংজ্ঞায় বলা হয়- "কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দপ্তরের কোনো কর্মচারী, কর্মকর্তা, পরামর্শক, সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি তার নিজের বা অপর কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে তার দাপ্তরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করাই হলো স্বার্থের সংঘাত"।

MCQ Solution

১. **"নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত"- এটি কার উক্তি?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ Lord Acton ⓚ্থ Lord Diplock
ⓖ Lord Halsbury ⓖ্ঘ Lord Oliver **উত্তর:** ক

২. **পানামা পেপারস ফাঁসের ঘটনায় যে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট, অবাণিজ্য) : ১৭-১৮]
ⓚ আইসল্যান্ড ⓚ্থ আইসল্যান্ড ও ভারত
ⓖ পাকিস্তান ⓖ্ঘ আইসল্যান্ড ও পাকিস্তান **উত্তর:** গ

৩. **নাওয়াজ শরীফকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হলো কেন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ মেমোগেট কেলেঙ্কারি
ⓚ্থ ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি
ⓖ পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি

৪. **বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের কর ফাঁকি সম্পর্কিত সম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথিটি হলো-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) : ১৭-১৮]
ⓚ দি ডেইলি মেইল ⓚ পানামা পেপারস
ⓖ প্যারাডাইস পেপারস ⓖ দি ডেইলি মিরর **উত্তর:** গ

৫. **The Paradise Papers is a -** [BDBL Senior Officer: 17]
ⓐ A daily newspaper ⓑ A confidential E-document
ⓒ A secret agency ⓓ An intelligence branch **Ans.** b

৬. **ঘুষ জাতীয় অবৈধ লেনদেনের ফলে-** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায় (এ ইউনিট) : ১২-১৩]
ⓚ ভোগ হ্রাস পায় ⓚ জাতীয় সঞ্চয় কমে
ⓖ অর্থ সঞ্চালন কমে ⓖ বণ্টন ব্যাহত হয় **উত্তর:** ঘ

৭. **শিল্পকে ঘুষ দিয়ে উৎপাদন করতে হলে উৎপাদিত পণ্যের-** [শাবিপ্রবি (A- ইউনিট) : ১২-১৩]
ⓚ দাম কমে ও বাজার বিক্রয় কমে ⓚ দাম বাড়ে ও বিক্রয় বাড়ে
ⓖ দাম বাড়ে ও বিক্রয় কমে ⓖ দাম কমে ও বিক্রয় বাড়ে **উত্তর:** গ

৮. **রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ আইনের প্রয়োগের অভাব ⓚ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
ⓖ দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ⓖ অসৎ নেতৃত্ব **উত্তর:** খ

৯. **দুর্নীতি দমনের ফলে-** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায় (এ ইউনিট) : ১২-১৩]
ⓚ মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে ⓚ সম্পদ অর্জিত হয়
ⓖ ভোগ বৃদ্ধি পায় ⓖ শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায় **উত্তর:** ক

১০. **What is the name of the organization working worldwide against corruption?** [Trust Bank Ltd. Trainee Asst. Cash Officer : 12]
Or,
দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন? [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৩-০৪]
ⓐ Green peace ⓑ Amnesty International
ⓒ Interpol ⓓ Transparency International **Ans.** d

১১. **TIB-এর পূর্ণরূপ কি?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (আইন বিভাগ) : ০৫-০৬]
ⓚ Transparence International Bangladesh
ⓚ Transparency International Bangladesh
ⓖ Transparency of Intelligence Branch
ⓖ Transparency of Intelligence Bureau **উত্তর:** খ

১২. **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কোন দেশ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ই ইউনিট) : ১৬-১৭]
ⓚ জার্মানি ⓚ যুক্তরাজ্য
ⓖ ফ্রান্স ⓖ ইতালি **উত্তর:** ক

১৩. **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর সদর দপ্তর কোথায়?** [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর : ১৪]
ⓚ জাপান ⓚ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ⓖ সুইজারল্যান্ড ⓖ জার্মানি **উত্তর:** ঘ

১৪. **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI) এর সদর দপ্তর কোথায়?** [২৬তম বিসিএস]
ⓚ ম্যানিলা ⓚ বার্লিন
ⓖ ব্যাংকক ⓖ সিঙ্গাপুর **উত্তর:** খ

১৫*. **According to 2021 survey of Transparency International, the position of Bangladesh as one of the most corrupt country is- / ২০২১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট মোতাবেক, বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কত?** [BHBFC Officer : 11]
ⓐ 14th ⓑ 13th
ⓒ 12th ⓓ 11th **Ans. b**

১৬. **জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ UNCLOS ⓚ UNCTAD
ⓖ UNCAC ⓖ CEDAW **উত্তর: গ**

১৭. **'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস' পালিত হয়-** [মেডিক্যাল : ১৩-১৪]
ⓚ ২৭ ফেব্রুয়ারি ⓚ ৯ ডিসেম্বর
ⓖ ৩১ অক্টোবর ⓖ ২৩ সেপ্টেম্বর **উত্তর: খ**

১৮. **নিম্নের কোন সংস্থাকে বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কেটিং বিভাগ) : ০৪-০৫]
ⓚ দুর্নীতি দমন ব্যুরো ⓚ দুর্নীতি দমন বিভাগ
ⓖ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সেল ⓖ দুর্নীতি দমন কমিশন **উত্তর: ক**

১৯. **বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাস হয়-?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৯-১০]
ⓚ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ⓚ ১৭ মার্চ ২০০৫
ⓖ ১৭ এপ্রিল ২০০৩ ⓖ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ **উত্তর: ক**

২০. **বাংলাদেশের দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে
ⓚ ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে
ⓖ ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে
ⓖ উপরের সবগুলোতে **উত্তর: ঘ**

২১. **বাংলাদেশে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয় কখন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৬-০৭]
ⓚ ১৩ আগস্ট ২০০৪ ⓚ ২১ আগস্ট ২০০৪
ⓖ ২১ নভেম্বর ২০০৪ ⓖ ২৫ মার্চ ২০০৫ **উত্তর: গ**

২২. **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন মোট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?** [কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৮-০৯]
ⓚ ৩ জন ⓚ ৫ জন
ⓖ ৭ জন ⓖ ৯ জন **উত্তর: ক**

২৩. **দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৮-০৯]
ⓚ বিচারপতি সুলতান হোসেন ⓚ হাসান মশহুদ চৌধুরী
ⓖ বিচারপতি হাবিবুর রহমান ⓖ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া **উত্তর: ক**

২৪. **সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (Conflict of interest)- এর উদ্ভব হয় যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে-** [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পবিরারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে
ⓚ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত থাকে
ⓖ সরকারী স্বার্থ জড়িত থাকে
ⓖ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে **উত্তর: ক**

MCQ TEST

১. **দুর্নীতির ইংরেজি শব্দ-**
ⓚ Corruption ⓚh Intersection
ⓖ Communication ⓖh Accomodation

২. **দুর্নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Corrouption- এর উৎপত্তি ঘটেছে কোন শব্দ থেকে?**
ⓚ স্প্যানিশ ⓚh গ্রিক
ⓖ ল্যাটিন ⓖh জার্মান

৩. **রাষ্ট্র কোন ভাবেই উন্নতি করতে পারে না-**
ⓚ শিক্ষা থাকলে
ⓚh দুর্নীতি থাকলে
ⓖ রাজনীতি দল থাকলে
ⓖh বৈদেশিক সাহায্য

৪. **নৈতিক মূল্যবোধ থাকলে .... করা যায় না।**
ⓚ শিক্ষা ⓚh জ্ঞান লাভ
ⓖ দুর্নীতি ⓖh সাহায্য করা

৫. **সমাজ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে-**
ⓚ দুর্নীতি ⓚh শিক্ষা
ⓖ নৈতিক শিক্ষা ⓖh ভালোবাসা

৬. **ন্যায় নীতির পরিপন্থী?**
ⓚ দুর্নীতি ⓚh রাজনীতি
ⓖ শিক্ষা ⓖh সামাজিক সমস্যা

৭. **কীসের অভাবে দুর্নীতি সমাজে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে?**
ⓚ নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে
ⓚh ধর্ম শিক্ষার অভাবে
ⓖ সভা সৃষ্টির অভাবে
ⓖh রাজনীতির অভাবে

৮. **কোনটি বেশি মূল্যবান?**
ⓚ অর্থ ⓚh শিক্ষা
ⓖ দুর্নীতি ⓖh বিনোদন

৯. **সবার জন্য কাম্য যে রাষ্ট্র?**
ⓚ দুর্নীতি মুক্ত রাষ্ট্র ⓚh দুর্নীতি যুক্ত রাষ্ট্র
ⓖ দুর্নীতি বিরাজমান রাষ্ট্র ⓖh সবগুলো

১০. **দুর্নীতি বাধাগ্রস্থ হয়-**
ⓚ পেশী শক্তির দ্বারা
ⓚh রাজনীতি দ্বারা
ⓖ নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দ্বারা
ⓖh আইন দ্বারা

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	গ
৫	ক
৬	ক
৭	ক
৮	খ
৯	ক
১০	গ

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

সন্ত্রাস একটি অভিশাপ। সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো বেসরকারি জনগণ অথবা অন্য যেকোনো অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিগত বা সম্পদের ওপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংসতার ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।

Brian Denkins বলেন-

> "রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের হুমকিই সন্ত্রাস।"

Water Legueur বলেন-

> "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরাপরাধ জনগণকে লক্ষ্য করে অবৈধ শক্তি প্রয়োগই হচ্ছে সন্ত্রাস।"

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের মতে-

> "সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোনো বেসরকারি জনগণ বা অন্য যে কোনো অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিগত বা সম্পদের ওপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিসংসতার ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।"

সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ও নাগরিক সমস্যা। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসের শিকার একদিকে ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে সন্ত্রাসী নামে অনেক সময় শাস্তি ভোগ করছে নিরপরাধ মানুষ। সন্ত্রাস এর কারণে বেড়ে গেছে গুম, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাস দমনে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন এবং অপারেশন চালান। যেমন- সন্ত্রাস দমন আইন, অপারেশন ক্লিনহার্ট প্রভৃতি। সন্ত্রাস দমনে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করা হয়। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধিত হয়। জননিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর হতে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামে যৌথবাহিনীর একটি অভিযান পরিচালিত হয়। ওই অভিযানের কার্যক্রমকে দায়মুক্তি দিয়ে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। হাইকোর্ট ২০১৫ সালে 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন, ২০০৩' বাতিল ঘোষণা করে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়

১. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ
২. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধকরণ
৩. নৈতিক শিক্ষার প্রসার
৪. ঝড়ে পড়া শিশু ও কিশোরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন
৬. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়মিত সাড়াশী অভিযান পরিচালনা
৭. মাদক ব্যবসা ও চোরাচালান বন্ধকরণ
৮. ছেলে-মেয়েদেরকে পারিবারিকভাবে আরও সময় দেয়া।

জঙ্গিবাদ

জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি 'Militant' এবং ল্যাটিন শব্দ মিলিট্যার 'Militare' থেকে এসেছে। মিলিট্যার শব্দের অর্থ সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বুঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। শুধু ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নয়, চাঁদা প্রদান ও সংগ্রহ, পরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা এ কাজে সহায়তাকারী ও জঙ্গি হিসেবে পরিচিত। জঙ্গিরা তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করার লক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা ব্যবহারসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। অনেক সময় তারা তাদের সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসাত্মক কাজ প্রচার মাধ্যমে স্বীকারোক্তিমূলকভাবে প্রকাশ করে। ইমেইল, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি ব্যবহার করে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কিত অননুমোদিত বা পরিপন্থিমূলক নীতিই জঙ্গির নীতি।
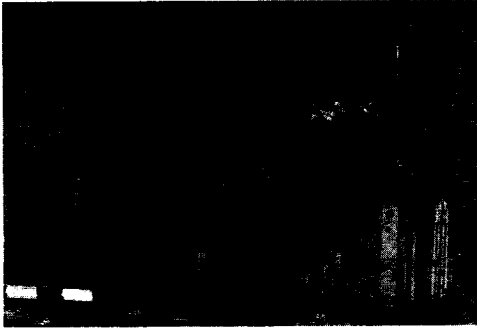
২০০১ সালে জঙ্গি হামলার পর টুইন টাওয়ারের দৃশ্য

বিশ্বের বহু দেশে জঙ্গিদের দ্বারা সংঘঠিত অপরাধের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের কারণ এই জঙ্গিবাদ। মুম্বাইয়ের হোটেল তাজের হামলাও জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের যশোর জেলায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এবং পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা ছিল জঙ্গিদের কাজ।

জঙ্গিবাদের প্রতিরোধ

জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। সুস্থ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন গঠনের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

আগ্রাসন (Aggression)

একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্র আক্রমণ। সাধারণত দেখা যায়, আগ্রাসনকারী রাষ্ট্র দাবী করে যে তারা আগ্রাসনকারী নয় বরং আত্মরক্ষার্থে কিংবা বিশেষ কোনো আদর্শ রক্ষার জন্য অথবা সভ্যতা রক্ষার

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চালানোর দৃশ্য

স্বার্থে তারা ঐ ভূমিকা পালনে বাধ্য হয়েছে। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চালানোর ক্ষেত্রে অন্যতম যুক্তি ছিল গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে বের করা ও ধ্বংস করা। কারণ তা অন্যদের ওপর ব্যবহৃত হতে পারে, মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হতে পারে।

সীমান্ত বরাবর সন্ত্রাস (Cross border Terrorism)

দুদেশের মধ্যে তিক্ত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে এরকম অভিযোগ উঠতে পারে। অর্থাৎ সীমান্তের অপর পার্শ্ব থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অন্য দেশে ঢুকে সন্ত্রাস চালনা করা। ভারত সব সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সীমান্তে এ ধরনের ভূমিকার জন্য অভিযোগ করে যা পাকিস্তানও বরাবর অস্বীকার করে আসছে।

পর রাজ্যগ্রাস (Annexation)

কোনো অঞ্চলে (কারো মালিকানাধীন নয়) বা অপর কোনো রাষ্ট্রকে বা তার কোনো অংশকে জোর করে দখল করে দখলকারী রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্তিকরণ। উহাকে আন্তর্জাতিক আইনের সু-স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পররাজ্য গ্রাসকে অবশ্য সম্পত্তির চুক্তির ভিত্তিতে অন্য ভূ-খণ্ড সংযুক্ত করা থেকে বা শান্তিপূর্ণ সংযুক্তি (Pecaceful annexation) থেকেও পৃথক দেখা যায়।

বর্ণবাদ (Racism)

বর্ণবাদ হলো কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্য গোত্রের কারণে এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের নীতি। সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায়দের প্রতি যে অমানবিক বৈষম্যমূলক আচরণ ও নীতি অনুসৃত হয়, সেই নীতিই বর্ণবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বর্ণবাদী শেতাঙ্গদের এই নীতি সরকারিভাবে চালু করে। বর্তমানে কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গ উভয়েই যৌথ ভাবে এটি নিয়ে বর্ণবাদে লিপ্ত আছে। আক্ষরিক অর্থ হলো আলাদাকরণ বা আলাদা সত্ত্বা।

যুদ্ধাপরাধ (War crime)

যুদ্ধে লিপ্ত কোনো সৈনিক কর্তৃক বিবেক বর্জিত কোনো অপরাধমূলক কার্য করাকে যুদ্ধাপরাধ বলে।

যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের একটি দৃশ্য

আন্তর্জাতিক আইনে War crime বা যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো যুদ্ধমান রাষ্ট্রের সৈনিক কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা সংঘঠিত এমন কতকগুলো বিবেচ্য বিরুদ্ধে বা বিবেক বর্জিত অপরাধজনক কার্য সংগঠন করাকে বুঝায়, যে সকল কার্যের জন্য তারা যুদ্ধ বিষয়ক আইন লংঘন কারী হিসেবে দণ্ডিত হতে পারে।

চরমপন্থী (Extremist)

মূলত রাজনৈতিক অভীষ্ঠ্য অর্জনে যে চরম পন্থায় বিশ্বাসী। নকশাল, সর্বহারা পার্টি ও সমমনা নিষিদ্ধ (Out laws) গোপন দলগুলোকে বাংলাদেশে চরমপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন বিরোধী বা ইসরাইলের দখলদারী বিরোধী মুক্তিকামী সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে পাশ্চাত্যের মিডিয়া চরমপন্থী বা জঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

মৌলবাদ (Fundamentalism)

মৌলবাদ বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ। বাংলা মূল শব্দ 'মৌল' যা মৌলিক। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ কথা। 'বাদ' বিশেষ ক্ষেত্রে মতবাদ হিসেবে ব্যবহার। মৌল অর্থ আদি, অকৃত্রিম যা মূল উপাদান। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অবশ্য মৌলবাদ আর গোঁড়ামীকে সমর্থন হিসেবে দেখার প্রবণতা আছে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শব্দটি উৎপত্তিগত।

কট্টর পন্থী

চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, কট্টরপন্থী নেতা। শকুনের শক্তির প্রতি নির্ভরতা থেকেই এই শব্দটি রূপক অর্থে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের নেতারা মনে করেন যে, প্রতিপক্ষরা তাদের মতের পক্ষে তখনই মত দিবেন যখন দৃঢ়তা ও কঠোরতার সম্মুখীন হবেন। কোনো কোনো দেশের নেতাকে কট্টরপন্থী বলে অভিহিত করা হয় তাদের ব্যবহৃত অযৌক্তিক কঠোর মনোভাবের জন্য।

উগ্র স্বদেশপ্রেম (Jingosim)

যে স্বদেশ প্রেম উগ্রতাকে পুঁজি করে (অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে) লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। হিটলারের নাজীবাদ এ ধরনের দৃষ্টান্ত।

MCQ Solution

১. **বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করা হয়েছে কিসের বিরুদ্ধে?** [NSI সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর : ১৭]

ⓚ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ⓚ সন্ত্রাসবাদ
(ক) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ (খ) সন্ত্রাসবাদ
(গ) ধর্মীয় উগ্রবাদ (ঘ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাদ **উত্তর:** ক

২. **অপারেশন ক্লিন হার্ট যে বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং-অবাণিজ্য) : ০৪-০৫]

(ক) হার্ট সার্জারি (খ) পরিবেশ
(গ) সন্ত্রাস (ঘ) দুর্নীতি **উত্তর:** গ

৩. **অপারেশন ক্লিনহার্ট কত তারিখ শুরু হয়েছিল?** [থানা নির্বাচন অফিসার : ০৪]

(ক) ১০ জুন, ২০০২ (খ) ১৫ জুলাই, ২০০২
(গ) ১৬ অক্টোবর, ২০০২ (ঘ) ১ নভেম্বর, ২০০২ **উত্তর:** গ

৪. **'অপারেশন ক্লিন হার্ট' কোন সালের ঘটনা?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৬-০৭]

(ক) ২০০০ (খ) ২০০১
(গ) ২০০২ (ঘ) ২০০৩ **উত্তর:** গ,ঘ

৫. **'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি করা হয়-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০২-০৩]

(ক) ৮ জানুয়ারি ২০০৩ (খ) ৯ জানুয়ারি ২০০৩
(গ) ১০ জানুয়ারি ২০০৩ (ঘ) ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ **উত্তর:** খ

৬. **সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাস দমন অভিযান কি নামে পরিচিত?** [ইবি (গ ইউনিট) : ০২-০৩]

(ক) অপারেশন সার্চলাইট
(খ) অপারেশন ক্লিনহার্ট
(গ) অপারেশন কিলিংহার্ট
(ঘ) অপারেশন ক্লিন পলিটিক্স **উত্তর:** খ

MCQ TEST

১. **সন্ত্রাস একটি কী-**

(ক) বিনোদন (খ) শিক্ষা ব্যবস্থা
(গ) অভিশাপ (ঘ) আনন্দ

২. **সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে-**

(ক) শিক্ষামূলক কাজ (খ) নীতিমূলক কাজ
(গ) সন্ত্রাসমূলক কাজ (ঘ) বিনোদনমূলক কাজ

৩. **ন্যায় কাজের পরিপন্থী কাজকে-**

(ক) সন্ত্রাসমূলক কাজ বলে (খ) সঠিক কাজ বলে
(গ) গঠনমূলক কাজ বলে (ঘ) উপরের সবগুলো

১	গ
২	গ
৩	ক

৪. **সন্ত্রাস দমন করতে কাকে এগিয়ে আসতে হবে?**

ⓚ সবাইকে ⓚ শিক্ষাকে
ⓖ পুলিশকে ⓖ সরকারকে

৫. **সন্ত্রাস দমন আইন পাস হয়?**

ⓚ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ⓚ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
ⓖ ২৪ মার্চ, ২০১২ ⓖ ২৪ মার্চ, ২১৩

৬. **সন্ত্রাস বিরোধী সংশোধন আইন?**

ⓚ ২০১১ ⓚ ২০১২
ⓖ ২০১৩ ⓖ ২০১৪

৭. **পুনরায় সন্ত্রাস দমন আইন-**

ⓚ ২০১৩ ⓚ ২০১৪
ⓖ ২০০০ ⓖ ২০০৮

৮. **সন্ত্রাসবাদের কাজ দূর করতে জরুরি-**

ⓚ শিক্ষা ⓚ আইন
ⓖ নিরপেক্ষতা ⓖ সততা

৯. **মূল্যবোধের অভাবে কোন কর্মকাণ্ড ঘটে-**

ⓚ সন্ত্রাসবাদ কর্মকাণ্ড ⓚ বিনোদন মূলক কর্মকাণ্ড
ⓖ শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ⓖ কোনোটিই নয়

১০. **সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব-**

ⓚ রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে ⓚ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
ⓖ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ⓖ কোনোটিই নয়

১১. **বাপ্পি তার এলাকার এক শীর্ষ নেতার ছত্রছায়ায় খুন, চাঁদাবাজি, মাদক বিক্রি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড করে থাকে।**

ⓚ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
ⓚ অপরাধী চক্রের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস
ⓖ রাজনৈতিক সন্ত্রাস
ⓖ একগত সন্ত্রাস

৪	ক
৫	ক
৬	খ
৭	ক
৮	খ
৯	ক
১০	ক
১১	খ

সুশাসন
Good Governance

সুশাসনের ধারণা

সুশাসন ধারণার উদ্ভাবক বিশ্বব্যাংক। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। এটি আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সংযোজিত রূপ। ইংরেজি গভর্নেন্স (Governance) শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'kubernan' থেকে। 'গভর্নেন্স' প্রপঞ্চটির সাথে 'সু' প্রত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' বা Good Governance শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। Good Governance শব্দটি Good এবং Governance-এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ-নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। আর এ চারটি স্তম্ভ - দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ।

বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমুহে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সুশাসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কি হবে, রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র ও সরকার, সরকার ও জনগণ কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণ অথবা এ তিনটির মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা সুশাসনের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যাণমুখী। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকে। বিশ্বের সব দেশের সরকার নিজেদের রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র আর সরকারকে সুশাসনের সরকার বলে দাবি করে থাকে। মূলত বেশির ভাগ দেশে সুশাসন কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে, বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। কাজেই গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।
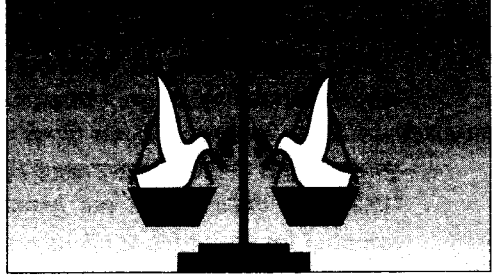
সুশাসনের সংজ্ঞা (Definition of Good Governance)

সুশাসনের ধারণাটি বহুমাত্রিক। এটি ৪ ধরনের ধারণা নির্মাণ করে; রাজনৈতিক সুশাসন, সামাজিক সুশাসন, অর্থনৈতিক সুশাসন এবং সাংস্কৃতিক সুশাসন। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থা 'সুশাসন' ধারণাটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯২ সালে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে 'শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন' (Governance and Development) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে-

> "সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রযোগের পদ্ধতিই হলো সুশাসন।"

ইউ এন ডি পি (UNDP) ১৯৯৭ সালে 'স্থায়ী মানব উন্নয়নের জন্য শাসন' (Governance for Sustainable Human Development) শিরোনামে এর নীতি নথিতে সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ

করেছে। এতে বলা হয়েছে-

"কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কাজের মধ্যে শাসনপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়।"

The Social Encyclopaedia তে 'সুশাসন' সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"এটি সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।"

ম্যাককরনির মতে-

"সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়।"

মার্টিন মিনোগের মতে-

"বৃহৎ অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল যা সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলে।"

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেন-

"সুশাসন মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা এবং সক্ষমতাকে প্রবর্তন করে।"

আইএমএফ এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিশেল ক্যামডোসাস ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে সুশাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

"রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক" (Good Governance is essential for countries at all stages of development)।

মোটকথা সুশাসন হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, নীতির গণতন্ত্রায়ন থাকবে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, মতামত ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে।

জাতিসংঘের ভাষায়- 'সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন'।

পশ্চিমা বিশ্বের মতামত

'সুশাসন' বিষয়টি একটি বহুমাত্রিক এবং একটি আন্তর্জাতিক ধারণা। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ সুশাসনের চারটি দিকের কথা উল্লখ করেছে। যথা-

১. সুশাসন অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাকে বুঝায়।

২. সুশাসনের প্রক্রিয়া অবশ্যই আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ যাতে উত্তম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে শাসন কাঠামোর অন্যতম দিক।

দাতা সংস্থার মতামত

সুশাসন ধারণাটি বিশ্বব্যংক কর্তৃক উদ্ভাবিত হলেও এর ব্যাখ্যা প্রদান করে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থা। দাতা সংস্থাগুলো সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করেছে। যথা-

১. রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং একটি অবাধ নির্বাচিত আইনসভা।

২. ব্যক্তি সত্তার অধিকার সংরক্ষণে সংবিধান এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

৩. স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন।
৫. একটি স্বাধীন নির্বাচিত আইনসভার নিকট নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা প্রভৃতি।

সুশাসনের উপাদান (Elements of Good Governance)

জাতিসংঘ সুশাসনের ৮ টি মূল উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-

১) অংশগ্রহণ (Participation)
২) আইনের শাসন (Rule of law)
৩) স্বচ্ছতা (Transparency)
৪) সহানুভূতিশীলতা (Responsiveness)
৫) ঐক্যমত্যভিত্তিক (Consensus oriented)
৬) ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (Equity and inclusiveness)
৭) কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and efficiency)
৮) জবাবদিহিতা (Accountability).

UNDP (United Nations Development Programe) সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-

১) অংশগ্রহণ (Participation)
২) আইনের শাসন (Rule of law)
৩) স্বচ্ছতা (Transparency)
৪) সহানুভূতিশীলতা (Responsiveness)
৫) ঐক্যমত্য অভিযোজন (Consensus orientation)
৬) ন্যায়পরায়ণতা (Equity)
৭) কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and efficiency)
৮) জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা (Accountability) এবং
৯) কৌশলগত দৃষ্টি (Strategic vision)।

বিশ্বব্যাংক সুশাসনের ৪ টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-

১) সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা (Public sector management)
২) জবাবদিহিতা (Accountability)
৩) উন্নয়নের বৈধ কাঠামো (Legal framework for development)
৪) স্বচ্ছতা এবং তথ্যপ্রবাহ (Transparency and information)

কৌটিল্য সুশাসনের ৪টি উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যথা-

১) Law and Order
২) People caring Administration
৩) Justice and Rationality as the basis of Decision
৪) Corruption Free Governance.

আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১৯৯৯ সালে সুশাসনের ৫ টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-

১) জবাবদিহিতা (Acoountability)
২) স্বচ্ছতা (Transparency)

৩) দুর্নীতি প্রতিরোধ (Combating corruption)
৪) অংশগ্রহণ (Participation)
৫) আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন (Legal and judicial refoms)

সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠা
Establishment in Society the Elements of Good Governance

নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা

ইউরোপীয় কমিশনের মতে, সুশাসনের ভিত্তি হলো *নীতি ও মূল্যবোধ (Principles and values)*। ন্যায়নীতির ভিত্তিমূল থেকে আইন, রাষ্ট্র প্রভৃতি গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিকশিত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত ন্যায়নীতি এবং আইনের মধ্যে বেশি পার্থক্য ছিল না। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সংগঠন পূর্ণরূপ লাভ করে এবং অতীতের অনেক ন্যায়নীতিই আইনে পরিণত হয়। মানুষ সরকার এবং রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলে শুধু শাস্তির ভয়ে নয়। মানুষ বিবেকবোধ, প্রজ্ঞা, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ বিচার করেও রাষ্ট্র এবং সরকারকে মেনে চলে। নৈতিক মূল্যবোধ সরকার এবং সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পরিশীলিত করে, যার ফলে তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, দুর্নীতিতে লিপ্ত হন না। নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও আমলা প্রশাসকগণের আচরণ সীমা লংঘন করে না। তারা আইন অনুযায়ী, সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেন। সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সৎ হন। দক্ষ, সৎ, দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, জনদরদি বা জনবান্ধব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষিত, সৎ ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের অভাবে একটি রাষ্ট্র কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধন করতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থলিপ্সা, বিলাসী জীবনের প্রতি আগ্রহ মানুষকে অসৎ করে তোলে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এগুলো পরিহার করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া

সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি নারী এবং পুরুষের অংশগ্রহণ। এর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রকে অধিকতর ক্ষমতাশালী করা। অংশগ্রহণ বলতে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে জনগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনকে বোঝায়। এর অর্থ রাজনৈতিক ও শাসন কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ, নীতি প্রণয়নে নাগরিকের সম্পৃক্ততা, তথ্য, মত ও পরামর্শমূলক কাজে জনগণের অংশীদারিত্ব, রাষ্ট্রীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যৌথ উদ্যোগ, যৌথ পরিকল্পনা এবং জনগণের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বনির্ভর ও স্ব-শাসিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নীতি প্রণয়নে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ সুশাসনকে গতিশীলতা দান করে। এ অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয় যখন গভর্ন্যান্স উক্ত জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়।

সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা

আইনসভার সার্বভৌমত্ব শুধু তত্ত্বকথায় যেন পর্যবসিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে আইনসভায় বসে যুক্তিতর্ক পেশ করে, আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে। আইনসভাকে বাদ দিয়ে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি দাওয়া আদায়ের কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। অকারণে, ঘন ঘন সংসদ বয়কট বা ওয়াকআউট করা যাবে না। সংসদে অনুপস্থিত থাকার সময়সীমা কমাতে

হবে। সকল সদস্যের বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দিতে হবে।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

স্বচ্ছতার অর্থ পরিষ্কার, স্পষ্ট। দ্বৈত অর্থবোধকতার অনুপস্থিতিই হলো স্বচ্ছতা। শাসন বা গভর্নেন্স এর লক্ষ্য হবে স্পষ্ট, হীরকের মত স্বচ্ছ। শাসনব্যবস্থার আইন-কানুন, নীতি বা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট, পরিষ্কার বা স্বচ্ছ হলে সহজেই জনগণের বোধগম্য হয়। শাসক -শাসিতের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও তা পালনকারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। শাসনের স্বরূপ, শাসকের কাজকর্ম, প্রণীত আইন কানুন এমন হতে হবে যেন তা সকল নাগরিকের বোধগম্য হয়। এগুলো যেন কেউ ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। নীতি বা সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

আইনের শাসন নিশ্চিত করা

সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আইনের শাসন বিদ্যমান থাকে। আইনের শাসনের মূলকথা হলো- ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, খ) সকলেরই আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ ও গ) শুনানী ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। আইনের শাসনের প্রাণভোমড়া তিনটি প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ (নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ)। আইন হতে হবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট যেন সহজেই তা বোধগম্য হয় এবং সবাই তা পালন করতে বা মেনে চলতে পারে। আইন কার্যকর করবে আদালত। কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার কাজ চলবে না, তা চলবে আইনের আলোকে।

দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

একটি রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ যেমন তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরিস্থ সংগঠন পরিচালনার জন্য ও এর পরিচালকদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়, জবাবদিহি করতে হয়। এই দায়বদ্ধতার রয়েছে দুটি দিক। যথা- ক) রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও খ) প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা। নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে নির্বাচকদের ম্যান্ডেট লাভ এবং তা বাস্তবায়নে রাজনীতিবিদগণ যে অঙ্গীকার ঘোষণা করেন, তাকে বলে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। তেমনি প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্যও প্রশাসকদের বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীদের দায়বদ্ধ থাকতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালক বা সরকার থেকে শুরু করে প্রশাসনের সব স্তরে জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে কার কি দায়িত্ব এবং কোন সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে, কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট তাদের গৃহীত নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তা করতে ব্যর্থ হলে আইনসভার অনাস্থা এনে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যাবে সেকথাও পরিস্কার করে উল্লেখ থাকতে হবে। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা গেলে শাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অর্পিত দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন হয়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং লক্ষ্য অর্জিত হয়।

দক্ষ সরকার ব্যবস্থা

দক্ষতার অর্থ প্রাপ্ত সম্পদের ও উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা অর্জন। অবাধ তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে

জ্ঞান, দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব, কর্তব্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কাজের আগ্রহ, কাজে ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ, সততা ইত্যাদি বজায় থাকলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সরকারকে দক্ষ, দূরদর্শী ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সেমিনার- সিম্পোজিয়াম করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

স্বাধীন বিচার বিভাগ

সরকারের তৃতীয় স্তম্ভ বিচার বিভাগ। এর লক্ষ্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত বা প্রতিষ্ঠা করা। বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং এর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ করতে হবে। জেলা ও অধস্তন আদালতগুলোর বিচারক নিয়োগ করতে হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। বিচারবিভাগ যদি সরকারের অন্য দুটি বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, বিচারকগণ যদি সৎ, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও উচ্চ নৈতিক গুণাবলির অধিকারী হন এবং ভয়ভীতি বা প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার না করেন, তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার বিভাগই আইনের শাসনের প্রকৃত রক্ষণের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে ক্ষমতার বণ্টন ও বিভক্তিকরণের নীতি। এর অর্থ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে ছড়িয়ে দেয়া। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রত্যর্পণ নয়, একইসাথে আর্থিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণকে বোঝানো হয়েছে। কোন দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সরকারের একার পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, সরকারকে তার কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে ছেড়ে দিতে হয় যার ফলে সরকারের কার্যাবলিগুলো দক্ষতার সাথে সম্পাদিত হয়। USAID এর মতে, কার্যকরী বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে পারে এবং জাতীয় রাজনীতির উন্নতিতে সাহায্য করে। বিকেন্দ্রীকরণ জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। জনগণ এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনন্দিন কার্যাবলী দেখতে পারে, ফলে দূর্নীতির সম্ভাবনা কম থাকে। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র আনয়নের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি রয়েছে। সারাদেশে বিকেন্দ্রীভূত বিভিন্ন পৌর এলাকা রয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সঠিক আইনের অভাবে এবং অগণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে স্থানীয় সরকার পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মোটেও জবাবদিহি নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে বিকেন্দ্রীকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে যেটি স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু হবে কিন্তু এটি সংবিধানেই আছে তার কোন বাস্তব প্রয়োগ নেই।

দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ

বিশ্বের যে কোন দেশের সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সরকারি অঙ্গ সংগঠনগুলো থেকে দুর্নীতি কমানো। সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরোধীতার জন্য যে রাজনৈতিক অনিচ্ছা রয়েছে, স্বাধীনতার ৩৫ বছরেরও বেশি সময়ের পর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা তাই প্রমাণ করে। দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের সঠিক বণ্টনে বাঁধা প্রদান করে এবং ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে, "সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে

পারবেন।" ন্যায়পালকে মন্ত্রণালয় যে ধরনের ক্ষমতা প্রদান করবে ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কিন্তু বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো সংসদীয় সরকার এর প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। দুর্নীতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতি বিরোধী সভা-সমিতি, সেমিনার- সিম্পোজিয়াম করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি বিরোধী আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে সিলেবাসে দুর্নীতি বিরোধী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা জনগণের মনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিকে ঘৃণা করার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অকারণে ও সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে সরকার মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জনমত গঠনের সুযোগ নষ্ট হয়, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। সরকার আরো স্বৈরাচারী হয়। এ জন্য মিডিয়া ও প্রচার যন্ত্রের ওপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। গণমাধ্যম জনগণের দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। সরকারের আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন দরকার, জনস্বার্থ তুলে ধরার জন্য তেমনি জনগণের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতাও দরকার। মিডিয়ার স্বাধীনতা না থাকলে দেশের প্রকৃত অবস্থা সরকারের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। গণমাধ্যমের একটি সংবাদ মাধ্যম অপরটি জনতার মাধ্যম। মিডিয়া বা গণমাধ্যম দুই ধরনের হতে পারে- একটি Electronic Media অপরটি Print Media। সংবাদপত্রের যেমন স্বাধীনতা প্রয়োজন সরকারের আলোচনা-সমালোচনা করার এবং জনস্বার্থ তুলে ধরার জন্য, তেমনি জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা

রাজপথে সহিংস আন্দোলন করে, জ্বালাও পোড়াও নীতি অবলম্বন করে, অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হরতাল সংস্কৃতি চালু রেখে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজার কু-অভ্যাস বদলাতে হবে। জাতীয় সংসদে বসে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়েই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। সরকারের বিরোধিতার জন্য হরতালের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে। নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরানোর আশ্রয় নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সুশাসনের অন্তরায়।

স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা

জনপ্রশাসনে নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে। এজন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি সমন্বয়ে কর্মকমিশন গঠন করতে হবে।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন

রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধি

সুশাসন কী, কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে, এক্ষেত্রে জনগণ ও সরকারের কী করণীয় সে সম্পর্কে প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সরকারের প্রচারযন্ত্রকে সবল করে তুলতে হবে।

স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ

শক্তিশালী স্বশাসিত স্থানীয় সরকার গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করার পাশাপাশি এর ওপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে। এগুলোর ওপর কোনো ধরনের বাহ্যিক খবরদারি করা চলবে না। প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা জাতীয় সংসদ সদস্যদের খবরদারি না থাকাই শ্রেয়।

লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গমতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় পারঙ্গম ও দূরদর্শী হতে হবে।

সুশাসনের সমস্যাবলি (Problems of Good Governance)

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যা কখনো আকস্মিভাবে ঘটানো যায় না। একে অর্জন করতে হয় ধাপে ধাপে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রয়েছে বহু সমস্যা।

বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও দেখা যায় যে, জনগণের বাক স্বাধীনতায় ক্ষমতাসীন সরকার হস্তক্ষেপ করে থাকে। জনগণ স্বাধীনতার মত প্রকাশ করতে পারে না। সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার ওপর সরকার সেন্সরশীপ আরোপ করে। এর ফলে জনগণ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারে না। সরকার সব সময় মুক্ত আলোচনাকে ভয় পায় এবং বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা

সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। নির্বাচিত সরকার নির্ধারিত মেয়াদ শেষের আগেই বিরোধী দলগুলো সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। এসব আন্দোলন হয়ে ওঠে সহিংস। অকারণে 'হরতাল' বা 'বন্ধ' ঘোষণা এবং পিকেটিং, জ্বালাও- পোড়াও করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ফলে সময়ের আগেই সরকারের পতন ঘটে কিবা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। প্রশাসন ভেঙে পড়ে বা স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।

সরকারের জবাবদিহিতার অভাব

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এমনকি কোনো কোনো উন্নত রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার অভাব লক্ষ করা যায়। লক্ষ্য করা যায় যে, সরকারের শাসনবিভাগ তাদের কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করে না। মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্যগণ একই দলের হওয়ায় এবং দলীয় শৃঙ্খলার কারণে জবাবদিহিতার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন বিঘ্নিত হয়।

আমলাদের জবাবদিহিতার অভাব

আমলারা নিজেদেরকে জনগণের সেবক না ভেবে প্রভু ভাবেন। তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণি বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে না ওঠায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হয়ে ওঠেছে।

আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা

আমলাতন্ত্রে পূর্বের মতো দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মেধাবী মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, আমলাদের কাজে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিকরণ ইত্যাদি কারণে আমলারা ক্রমশ অযোগ্য ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আইনের শাসনের অভাব

আইনের শাসনের মৌলিক তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা - ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, খ) আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকা, গ) শুনানী গ্রহণ ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। এই শর্ত তিনটি মেনে চললেই তবে বলা যাবে যে, আইনের শাসন কার্যকর রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনের শাসন কার্যকর থাকে না। আইনের শাসনের একটি অর্থ হচ্ছে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দূর হয়। ফলে সমাজে স্থিতিশীলতা আসে। আইনের শাসন না থাকলে সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট হতে থাকে। আইনের শাসনের অভাবে রাজনৈতিক কারণে বিচার ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়ন মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকতে হয়।

সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা

অনেক রাষ্ট্রেই দক্ষ ও যোগ্য সরকার সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না। সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দেশে অরাজকতা চলতে দেখা যায়। এর ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা শক্ত হাতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা ইত্যাদি হলো কার্যকর সরকার বা দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য। এগুলোর অভাব ঘটলেই ধরে নিতে হবে সে দেশের সরকার অকার্যকর।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুশাসনের বড় অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির রাহুগ্রাস এসব রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলছে। দুর্নীতির কারণে সম্পদের অপচয় হয়, বণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয় এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। UNCAC- এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "দুর্নীতি সমাজ ও

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা বিনষ্ট হয়, ন্যায়বিচার ও সবার সমান অধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হুমকির মুখে পড়ে।" অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দুর্নীতি দমন কমিশন বা ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো স্বাধীন ও কর্মতৎপর নয়।

রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব

সদ্য স্বাধীন, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই। রাজনৈতিক নেতাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে না, দলীয় ইশতেহারে যা লেখা থাকে তা বাস্তবায়িত করা হয় না, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা তা' পূরণ করার সদিচ্ছা থাকে না, রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে চরম উদাসীনতা দেখানো হয়। যুক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে পেশি শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা, শাসক ও বিরোধী দলসমূহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং এর পরে দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংসতা সমগ্র রাষ্ট্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজা

উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। নেতা যা বলেন অধস্তন নেতা কর্মীরা তা মেনে নিতে বাধ্য হন। কেননা তা না হলে তাকে দলের মধ্যেই কোণঠাসা করে রাখা হয়, পদ-পদবি থেকে বঞ্চিত করা হয় এমনকি দল থেকেই যেনতেন কারণ দেখিয়ে বহিষ্কার করা হয়। দলগুলোতে নিয়মিত কাউন্সিল করা হয় না অথবা করা হলেও নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় নেতার ওপরই পদপদবি বণ্টনের একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এর ফলে একক ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দলে গণতন্ত্র চর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নেতা স্বৈরাচারী মনোভাবের অধিকারী হন। এরূপ স্বৈরাচারী নেতা ক্ষমতায় গিয়ে যে আচরণ করেন, যেভাবে দেশ পরিচালনা করেন তার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না।

রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রেই রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামরিক শাসনামলে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা হয় বা অকার্যকর করে রাখা যায়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে।

স্বজনপ্রীতি

বিশ্বের অনেক দেশেই স্বজনপ্রীতির ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, সুযোগ সুবিধা বন্টন, সম্মান-পদবি-খেতাব প্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার বা গোষ্ঠী স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা ও সহযোগিতা থেকে রাষ্ট্র তথা প্রশাসক বঞ্চিত হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা

স্বাধীন বিচার বিভাগ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক। স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকায় বা বিচার বিভাগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার শেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়।

জন অংশগ্রহণের অভাব

প্রশাসনে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের বা মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব, জনগণের সাথে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অভাব, গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার অভাব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর না করা প্রভৃতির ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

অকার্যকর জাতীয় সংসদ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আইনসভা প্রণীত আইনের আলোকেই একটি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা জাতীয় সংসদে তুলে ধরবেন, সরকারের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করবেন এবং সমাধান নির্দেশ করবেন। কিন্তু অনেক দেশে আইনসভা দুর্বল। অনেক দেশে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেক দেশে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ আইনসভা বয়কট করে রাজপথে আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদ বর্জন করে চলেছেন। যখনই যে দল বিরোধী দলের আসনে বসেন - সে দল বা জোটই সংসদ বর্জন করে রাজপথে মিছিল মিটিং হরতাল এমনকি জ্বালাও- পোড়াওয়ের মতো সহিংস পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে সংসদে বসে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। ফলে জাতীয় সংসদ অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত হচ্ছে না।

দারিদ্র্য

দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা। আর্থিক কারণে দরিদ্র জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায়। দরিদ্র ও অসচেতন জনগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন থাকে। সুতরাং দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা।

স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে স্থানীয় সরকার কাঠামো খুবই দুর্বল ও অকার্যকর। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

জনসচেতনতার অভাব

জনগণের সচেতনতাই গণতন্ত্রের সফলতার মূল শক্তি। জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। এজন্যই জনসচেতনতা 'সুশাসনেরও' চাবিকাঠি। জনগণ সচেতন না হলে সরকার, প্রশাসনযন্ত্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এর ফলে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারের এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এর ফলে সরকারের কোনো বিভাগের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করার প্রবণতা বাধাগ্রস্থ হবে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রেই এরূপ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে। এর ফলে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্টে 'সুশাসন' বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব

অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচন কমিশন থাকলেও তা স্বাধীন বা প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও পারেন না। এর ফলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও বাধাগ্রস্ত হয়।

সংবাদ মাধ্যমে স্বাধীনতার অভাব

সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া মানবাধিকার রক্ষা, মৌলিক অধিকার উপভোগে অনুকূল পরিবেশ রক্ষা, জবাবদিহিতার নীতি কার্যকর করা, প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সংবাদপত্রের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা বা সফল করা সম্ভব নয়। কেননা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে জঙ্গীবাদ, উগ্রতা, হিংস্রতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা
(Role of Government to Establish Good Governance)

সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী। একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। জনগণের কর্তব্য হলো নিজেরা সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ও তা বাস্তবায়ন

বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার সংবিধানে সন্নিবেশ করতে হবে। শুধু তাই নয় এগুলো যেন কেউ ব্যক্তিস্বার্থে বা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে খর্ব করতে না পেরে সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না। অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

প্রত্যেক নাগরিককে তার চিন্তা, মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। কেননা এসব অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তি সভ্য ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে না। এসব অধিকারের অভাবে ব্যক্তিসত্তারও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান

সহিংসতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেন সমস্যার সমাধান বা দাবি দাওয়া মেটানো যায় তার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। আলোচনার পরিবেশ তৈরি ও সবসময় তা বজায় রাখতে হবে।

দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা

দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শাসন বিভাগ সবসময় তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আইনসভার আস্থা হারালে পদত্যাগ করবে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার হলে সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন

দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সবসময় দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করবে।

দক্ষ ও কার্যকর সরকার

দক্ষ ও কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার দক্ষ না হলে এবং কার্যকর প্রশাসন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে কোনোদিনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

জনসম্মতি

সরকারের কাজের বৈধতা অর্থাৎ সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি জনগণের সম্মতি থাকতে হবে।

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে তৎপর হতে হবে। উচ্চাভিলাষী ও ভুল সিদ্ধান্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে।

স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা

সরকারের কাজ এবং গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত হতে হবে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। জনগণ যেন সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারেন। এরূপ হলে সরকারি কাজে জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি

একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে হবে এবং তারা যেন তাদের কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে চালাতে পারে, মত প্রকাশ করতে পারে, সংঘটিত হতে পারে, তার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে মুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের হাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখাতে হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে হবে এবং তা প্রচার করতে হবে।

দক্ষ জনশক্তি

আকস্মিক উদ্ভূত বিষয় মোকাবিলায় পারঙ্গম হতে হবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা

বিতর্কিত বিষয়ে সাবধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থায় যেন কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের যথার্থ প্রয়োগ যেন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদান, বেতন ভাতা প্রদান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

আইনসভাকে গতিশীল ও কার্যকর করা

সংসদকে গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে বসেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

স্পষ্ট ও সহজবোধ্য আইন প্রণয়ন

এমন আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে যেন তা হয় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আইন হবে সময়োপযোগী।

ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ

সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বাস্তবসম্মত ও সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে। কোনো জঙ্গী, মৌলবাদী, অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথাচাড়া দিতে না পারে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন বিনষ্ট না হয়- সেজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন

সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। শুধু সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করলেই চলবে না, তা বাস্তবায়নও করতে হবে।

সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে সুশাসনের গুরুত্ব (Importance of Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals)

আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত নাগরিক জীবনে সুশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

সুশাসন ছাড়া সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা এগুলো সবই সম্ভব সুশাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রে। সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে সমাজকে বসবাসের উপযোগী করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করে।

মানুষের সন্তুষ্টি বিধান: সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ ভালভাবে খেয়ে- পড়ে বসবাস করতে চায়। শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা চায়। জীবীকার সংস্থান চায়। নিরাপদ জীবনযাপনের মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায়। মানুষের এসব স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়ার গ্যারান্টি একমাত্র সুশাসনই দিতে পারে।

সমতা বিধান: সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অবাধে ভোগ করার জন্য সুশাসন নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, উচ্চ- নীচ ভেদাভেদ করে না। শুধু তৃতীয় বিশ্বে নয়, উন্নত বিশ্বে ও পুরুষ অপেক্ষা নারীদের পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নারী শিক্ষা, নারীর কর্ম নিয়োগ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে থাকে সুশাসন।

সমাজ সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজ: সুশাসন নাগরিক সেবার রক্ষাকবচ। দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণি বিশেষ করে বৃদ্ধ, বিধবা, বেকারদের ভাতা প্রদান, গরিব ছাত্র- ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, কৃষক- শ্রমিকদের স্বল্প সুদে ঋণদান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ সেবার ব্যবস্থা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

উন্নয়নশীল দেশসমূহকে দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক শোষণ, স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে পরিত্রানের জন্যে সুশাসনের বিকল্প নেই। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে সততা ও সতর্কতার সাথে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোনো সরকার ভালো কি মন্দ তা

সুশাসনের মানদণ্ডে নির্ধারণ হয়ে থাকে। নাগরিক অধিকারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং কোনো কারণেই যেন অধিকার খর্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার কারণে সুশাসনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়। সুশাসন রাষ্ট্রের শাসক, শাসিত ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রজায় রাখে ও রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রভাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার শক্তিশালী হয়।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইন না মানলে শাস্তি পেতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সব থেকে বড় কথা আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনের উপস্থিতি ছাড়া উৎকৃষ্ট নাগরিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে আইন সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না এবং নাগরিক অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সুশাসনের বিকল্প নেই। সুশাসন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে। এর প্রভাবে জাতীয় উন্নয়ন সুশৃঙ্খলভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়। একটি দেশে সু-শাসন নিশ্চিত করা তখনই সম্ভব হবে যদি সেই দেশে আইন, সংবিধান, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার থাকে। আর এগুলো প্রত্যেকটি এক একটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, যা জনজীবনের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুশাসন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ও নির্দেশনা প্রদান করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসনের গুরুত্ব

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলগুলো সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও- পোড়াও নীতি অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা এসব দেশে শিল্প- কলকারখানা স্থাপনে বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুশাসন এবং সুশাসনের জন্য অর্থনীতি'- এই প্রতিপাদ্যের আলোকে তৃ তীয় বিশ্বের রাষ্ট্র ও শাসকবর্গকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যে দেশের সুশাসন যত উন্নত সে দেশের অর্থনীতি তত শক্তিশালী। সুশাসনকে অর্থনীতির প্রাণশক্তি বলা হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। একজন নাগরিক যখনই কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখনই এর সাথে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের বিষয়ও চলে আসে। অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে এসেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু সরকারকেই সচেষ্ট হতে হবে তা নয়। এজন্য নাগরিকেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কেননা কর্তব্যবিমুখ জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

সামাজিক দায়িত্ব পালন

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। এগুলো হলো- সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন বা নির্মাণ এবং সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও এতে অংশগ্রহণ করা, সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধি করা, সমাজে বসবাসকারী মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা ইত্যাদি হলো নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন

রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

আইন মান্য করা

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। আইন শুধু নিজে মানলেই হবে না, অন্যেরাও যেন আইন মেনে চলে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন

নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত করা উচিত। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

নিয়মিত কর প্রদান

রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ করে। কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন হয়। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে এবং সুশাসন বাধাগ্রস্ত হবে।

রাষ্ট্রের সেবা করা

রাষ্ট্রের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অবৈতনিক দায়িত্ব পালন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের সেবা করা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেকোনা রাষ্ট্রীয় কাজে সহায়তা করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।

সন্তানদের শিক্ষাদান

শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পিতামাতার উচিত সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কুসংস্কার মুক্ত, পরমতসহিষ্ণু ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা, যেন তারা বড় হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

জনগণের জন্যই রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকেই স্বত:স্ফূতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যে কোনো দুর্যোগে, আপদে-বিপদে জনগণকে তা মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

জাতীয় সম্পদ রক্ষা

রাষ্ট্রের সকল সম্পদই জনগণের সম্পদ। কাজেই জনসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে জনগণকেই। হরতালের সময় আবেগবশত কিংবা দুষ্কৃতিকারী ও অসৎ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেউ যেন রাষ্ট্রীয় তথা জনসম্পদ ভাঙচুর বা বিনষ্ট করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধ্বংসাত্মক কাজে নিজে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যদেরকেও বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা

দেশে যদি আইনশৃঙ্খলা দুর্বল হয় বা ভেঙে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এর ফলে সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্যই সকল নাগরিককে স্বত:স্ফূর্তভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে চোর-ডাকাত-দুস্কৃতিকারী, উগ্র, হিংস্র, জঙ্গীদের সন্ধান বা অবস্থান জানাতে হবে।

সচেতন ও সজাগ হতে হবে

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকগণকে সচেতন ও সজাগ হতে হবে। নাগরিকগণ সজাগ ও সচেতন হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তাদের অধিকার হরণ করতে পারবে না, স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না, সরকার দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরণ করতে বাধ্য হবে।

সংবিধান মেনে চলা

সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকল নাগরিককে সংবিধান মেনে চলতে হবে, সবকিছুর ওপর সংবিধানকে স্থান দিতে হবে।

সুশাসনের আগ্রহ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের আগ্রহ থাকতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একজন নাগরিককে প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিককে উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডকে প্রশ্রয়দানকারী দল ও এড়িয়ে চলতে হবে এবং ঘৃণা জানাতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যেন হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও-পোড়াও নীতি পরিহার করে এজন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব
(Impact of Good Governance in National Development)

আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে

সুশাসন আইনের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং ধনী- গরিব, ধর্ম-বর্ণ, নারী -পুরুষ ও উচ্চ -নীচ ভেদাভেদ করে না। আইনের চোখে সবাই সমান এই প্রতিপাদ্যের আলোকে সকলের জন্য সমান অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। সুশাসন এমন এক আদর্শ ও ব্যবস্থা যে, তার প্রভাব রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। সুশাসন আইনকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, আইন মান্য করার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

দুর্নীতির গ্রাস থেকে নাগরিকদের রক্ষা করে

রাষ্ট্রের রাঘব বোয়াল, স্বার্থগোষ্ঠী, উপদল এবং কুচক্রী দলের দুর্নীতির বলয় ও গ্রাস থেকে নাগরিকবৃন্দকে রক্ষা করার জন্য সুশাসন তার শক্তি ও কাঠামোকে সক্রিয় রাখে। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করায় নাগরিকবৃন্দ দুর্নীতির অভিশাপ থেকে রেহাই পায়।

সরকার গঠনে দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিককে উৎসাহিত করে

একবার সুশাসনের ভিত রচনা হলে কোনো দল বা শাসক গোষ্ঠী তাকে অবলেহা করতে পারে না। অবহেলা করলে তাদেরই কবর রচিত হয়। কেননা শাসিত জনগোষ্ঠী ভালো ও মন্দের বিচারে ভুল করে না। তারা তুলনা করে মতামত গঠন করে। তাই সুশাসনের অন্তর্নিহিত আদর্শ দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিককে শাসন ক্ষমতার মঞ্চে দেখতে চায়। ফলে সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকবৃন্দ শাসন কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। সুতরাং সুশাসনের আদর্শ ও কাঠামো সর্বদাই দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিকের অভয়ারণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে

সুশাসন তার অন্তর্নিহিত আদর্শ ও কাঠামো দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সুবাতাস বয়ে দেয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রের সুনাম ছড়িয়ে দেয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রাষ্ট্রের সুশাসন ও তার প্রশংসাসূচক বার্তা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সংস্থা ও মিডিয়ায় সুশাসনের জন্য র‍্যাংকিং ও গুণগাণ করা হয়।

সুশাসন কৃষিবান্ধব

উন্নত বিশ্বে সুশাসন বিদ্যমান থাকায় তাদের সরকার কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও সুশাসনের অভাবে তারা কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। যার ফলে তাদের সরকারকে উন্নত বিশ্ব হতে খাদ্য ক্রয় বা খাদ্য সহায়তা নিতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ না থাকায় তৃতীয় বিশ্ব কৃষিতে এগিয়ে যেতে পারছে না। সুশাসন সমৃদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের দেশ যেমন- মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিতে অনেক স্বনির্ভর। উল্লেখ্য, এ দুটি দেশে সুশাসন বিদ্যমান। সুশাসনের কারণেই তাদের পক্ষে স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর দেশগুলো জমি চাষ, সেচ, বীজ ও সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিকে আজও ধরে রেখেছে। কিন্তু সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা সুশাসনের অন্তরশক্তির (Core force) কারণেই ঘটছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষি ও কৃষককে বীজ, সার ও সেচের ভর্তুকী (Subsidy) দেওয়ায় এরূপ সাফল্য এসেছে।

সুশাসন শিল্পবান্ধব

শিল্পোন্নত দেশে সুশাসন বিদ্যমান থাকার কারণে শিল্পখাত এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপান, চীন, ভারত, কোরিয়া, মালয়েশিয়া শিল্পে অনেক এগিয়ে আছে। চীন বিশ্বের অর্থশক্তিতে পরিণত হয়েছে। চীনের ধারাবাহিক সুশাসন এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর দেশগুলো শিল্পে পিছিয়ে থাকার কারণ হলো তাদের প্রযুক্তির অভাব, প্রযুক্তি পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাব, অর্থের অভাব, কাঁচামালের অভাব এবং দেশীয় কাঁচামালকে কাজে লাগানোর প্রযুক্তির অভাব, লিংকেজ শিল্পের অভাব এবং শিল্প ও উদ্যোক্তারও অভাব। একমাত্র সুশাসনই পারে তার অন্তর্শক্তি দিয়ে এসব অভাবকে দূর করতে। তৃতীয় বিশ্বে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই প্রথম কাজ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে এসব দেশ স্ব স্ব ক্ষেত্রে শিল্পে সমৃদ্ধ হতে সক্ষম হবে।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসারে সুশাসন

শাসন ব্যবস্থায় ঘুষ দুর্নীতি দূর হলে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা গেলে, পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা গেলে এবং আর্থিক যোগান সহজ করা হলে ব্যবসা বাণিজ্যে সুফল পাওয়া সহজ হবে।

তাই ব্যবসা- বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সর্বপ্রথম কাজ হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুশাসন কায়েম হলে ব্যবসা- বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোরদার হবে।

সুশাসনের উপকারিতা

১) সুশাসন রাষ্ট্র ও সমাজের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশৃঙ্খলা দূর করতে সাহায্য করে।

২) সুশাসন সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।

৩) সুশাসন জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে।

৪) রাষ্ট্রের শাসক শাসিত ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন করে।

৫) সুশাসন নাগরিক অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং কোন কারণেই যেন অধিকার খর্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখে।

৬) সুশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

৭) সুশাসন জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে।

৮) সুশাসন জাতীয় উন্নতিকে বাধামুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

৯) সুশাসনের প্রভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

সুশাসনের অভাবজনিত ফলাফল

১) সুশাসনের অভাব দেশের মেধা সম্পদের অপচয় ঘটায় ও জাতীয় উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।

২) সুশাসনের অভাবকে জিইয়ে রেখে ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩) সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

৪) সন্তান- সন্ততিকে শিক্ষা প্রদান, রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

৫) সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখে দেয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

৬) নাগরিক অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় ও সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও প্রার্থী বাছাই করতে পারে না।

৭) জনগণ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৮) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যায়, হতোদ্যম ও নিরাশ হয়ে পড়ে।

MCQ Solution

১. **সুশাসনের ধারণাটি কোন সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৯-২০]

ⓚ বিশ্বব্যাংক ⓚ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা

ⓖ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ⓖ আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক **উত্তর:** ক

২. **'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে?** [৩৫তম বিসিএস]

ⓚ জাতিসংঘ ⓖ বিশ্বব্যাংক

ⓚ ইউ.এন.ডি.পি ⓖ আই.এম.এফ **উত্তর:** গ

৩. **উৎপত্তিগত অর্থে governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?** [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ ল্যাটিন ⓚh গ্রিক
ⓖ হিব্রু ⓖh ফারসি **উত্তর:** খ

৪. **'সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল' ।- এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে?** [৪১তম বিসিএস]
ক) জাতিসংঘ খ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক **উত্তর:** গ

৫. **নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
খ) শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
গ) শাসন প্রক্রিয়া এবং নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
ঘ) শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন **উত্তর:** ঘ

৬. **"রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আবশ্যক।" কে এই উক্তি করেন?** [৪১তম বিসিএস]
ক) এইচ. ডি. স্টেইন খ) জন স্মিথ
গ) মিশেল ক্যামডোসাস ঘ) এম. ডব্লিউ. পামফে **উত্তর:** গ

৭. **জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো-** [৩৭তম বিসিএস]
ক) সুশাসন খ) আইনের শাসন
গ) রাজনীতি ঘ) মানবাধিকার **উত্তর:** ক

৮. **সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে-** [৩৬তম বিসিএস]
ক) সুসম্পর্ক গড়ে তোলে
খ) আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
গ) শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে
ঘ) কোনটিই নয় **উত্তর:** ক

৯. **বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) ৩টি খ) ৫টি
গ) ৪টি ঘ) ৬টি **উত্তর:** গ

১০. **"সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সামাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়"- উক্তিটি কার?** [৩৭তম বিসিএস]
ক) এরিস্টটল খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
গ) ম্যাককরনী ঘ) মেকিয়াভেলি **উত্তর:** গ

১১. **জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-** [৪০তম বিসিএস/ CGA'র জুনিয়র অডিটর : ২২]
ক) দারিদ্র বিমোচন খ) মৌলিক অধিকার রক্ষা
গ) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন ঘ) নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা **উত্তর:** গ

১২. **কোন বছর ইউ এন ডি পি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে?** [৩৮তম বিসিএস]
ক) ১৯৯৫ খ) ১৯৯৭
গ) ১৯৯৮ ঘ) ১৯৯৯ **উত্তর:** খ

১৩. **UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে?** [৩৭তম বিসিএস]
ক) ৬টি খ) ৭টি
গ) ৮টি ঘ) ৯টি **উত্তর:** ঘ

১৪. কোনটি সুশাসনের উপাদান? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]
ক আইনের শাসন খ স্বচ্ছতা
গ জবাবদিহিতা ঘ উপরের সবকয়টি **উত্তর:** ঘ

১৫. নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক অংশগ্রহণ খ স্বচ্ছতা
গ নৈতিক শাসন ঘ জবাবদিহিতা **উত্তর:** গ

১৬. কোনটি সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A-ইউনিট) : ১৫-১৬]
ক সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ খ আইনের শাসন
গ জবাবদিহিতা ঘ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
ঙ কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা কাঠামো **উত্তর:** ঙ

১৭. সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে? [৩৮তম বিসিএস]
ক অংশগ্রহণ খ জবাবদিহিতা
গ স্বচ্ছতা ঘ সাম্য ও সমতা **উত্তর:** ক

১৮. সুশাসনের মূল ভিত্তি কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক মূল্যবোধ খ আইনের শাসন
গ গণতন্ত্র ঘ আমলাতন্ত্র **উত্তর:** ক

১৯ সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে- [৩৬তম বিসিএস]
ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
গ সামাজিক উন্নয়ন ঘ সবগুলোই **উত্তর:** খ

২০. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে– [৩৫তম বিসিএস]
ক মত প্রকাশের স্বাধীনতা গ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
খ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ঘ নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা **উত্তর:** ক

২১. একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অত্যাবশকীয় মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
ক দায়িত্বশীলতা খ নৈতিকতা
গ দক্ষতা ঘ সরলতা **উত্তর:** খ

২২. সুশাসনের পথে অন্তরায়- [৩৬তম বিসিএস]
ক আইনের শাসন খ জবাবদিহিতা
গ স্বজনপ্রীতি ঘ ন্যায়পরায়ণতা **উত্তর:** গ

২৩. কোথায় সুশাসন নেই? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) : ১৬]
ক যেখানে সচেতনা নেই খ যেখানে শিক্ষা নেই
গ যেখানে সংবাদ মাধ্যম নেই ঘ যেখানে দেশপ্রেম নেই **উত্তর:** খ

২৪. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি? [NSI এর সহকারী পরিচালক : ১৫]
ক দারিদ্র খ অর্থনীতি
গ রাজনীতি ঘ দুর্নীতি **উত্তর:** ঘ

২৫. সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মত কাজ করে কোনটি? [NSI এর সহকারী পরিচালক : ১৫]
ক রাজনীতি খ বিরোধী দল
গ মামলা ঘ মিডিয়া **উত্তর:** ঘ

২৬. **নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ সামাজিক অবক্ষয়ের ⓖ সুশাসনের
ⓚh মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ⓖh শিক্ষার গুণগতমানের **উত্তর:** গ

২৭. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-** [৪৪তম বিসিএস/ ৪০তম বিসিএস]
ⓚ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ⓚh দুর্নীতি দূর হয়
ⓖ প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয় ⓖh যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় **উত্তর:** ক

২৮. **নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হ্যস্থ অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]
ⓚ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনমত তৈরি করা
ⓚh রাষ্ট্রের নিয়মিত কর প্রদান করা
ⓖ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা
ⓖh রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা ভোগ করা **উত্তর:** গ

২৯. **নীচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব?** [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা
ⓚh শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
ⓖ দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা
ⓖh রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া **উত্তর:** ক

৩০. **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-** [৪০তম বিসিএস]
ⓚ সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
ⓚh নিজের অধিকার ভোগ করা
ⓖ সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
ⓖh নিয়মিত কর প্রদান করা **উত্তর:** ঘ

৩১. **নাগরিকের জাতীয় দায়িত্ব হলো-** [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) : ২১-২২]
ⓚ বিশ্বশান্তি রক্ষা ⓚh কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ⓖ কর প্রদান ⓖh জ্ঞানচর্চা **উত্তর:** গ

৩২. **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ সুশাসনের সামাজিক দিক
ⓖ সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
ⓚh সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
ⓖh সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক **উত্তর:** খ

৩৩. **Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ টেকসই উন্নয়ন ⓖ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
ⓚh সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
ⓖh উপরের কোনোটিই নয় **উত্তর:** ক

৩৪. **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহক কে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হ্যস্থ অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]
ⓚ রাজনৈতিক দল ⓚh গণমাধ্যম
ⓖ সুশীল সমাজ ⓖh সরকার **উত্তর:** খ

MCQ TEST

১. **'শাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?**
ক Governor
খ Government
গ Governance
ঘ Governing

২. **'সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?**
ক Good Government
খ Good Governor
গ Good Gang
ঘ Good Governance

৩. **সু-শাসন প্রত্যয়টি-**
ক একমুখী
খ দ্বিমুখী
গ ত্রিমুখী
ঘ চতুর্মুখী

৪. **সুশাসনের ধারণাটি কোন শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত?**
ক গণতন্ত্র
খ সমাজতন্ত্র
গ একনায়কতন্ত্র
ঘ রাজতন্ত্র

৫. **সুশাসনের ধারণাটি–**
ক সর্বজনীন
খ আপেক্ষিক
গ স্বতঃসিদ্ধ
ঘ সর্বজনগ্রাহ্য

৬. **সু-শাসন এক ধরনের-**
ক রাজনৈতিক ধারণা
খ সামজিক প্রথা
গ মূল্যবোধ
ঘ সামাজিকতা

৭. **একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত -**
ক আইন প্রণয়ন
খ রাজনৈতিক মতৈক্য
গ সুশাসন
ঘ কোনোটিই নয়

৮. **জাতিসংঘ সুশাসনের কয়টি মূল উপাদানকে চিহ্নিত করেছে?**
ক ৫টি
খ ৬টি
গ ৭টি
ঘ ৮টি

৯. **জাতিসংঘ চিহ্নিত সুশাসনের মূল উপাদান নয় কোনটি?**
ক অংশগ্রহণমূলক
খ আইনের শাসনের অনুকরণ
গ দায়িত্বশীলতা
ঘ সময়মত নির্বাচন

১০. **নিচের কোনটির মাধ্যমে সুশাসন পরিচালিত হয়?**
ক অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা
খ জনবিচ্ছিন্ন শাসন ব্যবস্থা
গ সুশীল সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ
ঘ বিরোধী দলের কার্যকর উপস্থিতি

১১. **সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য –**
ক মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন
খ গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি
গ স্বদেশপ্রেম শিক্ষা
ঘ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

১২. **নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ও অধিকার ভোগ করতে পারে–**
ক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে
খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে
গ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে
ঘ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে

১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	ক
৫	খ
৬	গ
৭	গ
৮	ঘ
০৯	ঘ
১০	ক
১১	ক
১২	গ

১৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক প্রয়োজন-
ⓚ আইন প্রণয়ন ⓚ আইনের প্রয়োজন
ⓖ সচেতনতা ⓖ কোনোটিই নয়

(ক) আইন প্রণয়ন (খ) আইনের প্রয়োজন
(গ) সচেতনতা (ঘ) কোনোটিই নয়

১৪. সুশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে-
(ক) সরকার (খ) বুদ্ধিজীবীগণ
(গ) যোগ্য ও দক্ষ নেতা (ঘ) জনগণ

১৫. সুশাসনের আর্থিক নীতি কোনটি?
(ক) রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় (খ) রাষ্ট্রীয় অর্থ উৎপাদন খাতে বিনিময়
(গ) রাষ্ট্রীয় অর্থের অপরিকল্পিত ব্যয় (ঘ) বিশ্বের আর্ত-মানবতার সেবায় ব্যয়

১৬. সুশাসনের মানদণ্ড কোনটি?
(ক) জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি
(খ) সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উপস্থিতি
(গ) সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা
(ঘ) স্বাধীন বিচার বিভাগ

১৭. সুশাসন অলীক বস্তুতে পরিণত হয়-
(ক) দুর্বল স্থানীয় সরকার কাঠামোর কারণে
(খ) রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে
(গ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে
(ঘ) মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে

১৮. সরকার ও জনগণের স্বার্থকে এক সুতোয় বাঁধার নাম-
(ক) সুশাসন (খ) মূল্যবোধ
(গ) গণতন্ত্র (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নতি

১৯. বর্তমান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রত্যাশিত প্রত্যয়-
(ক) গণতন্ত্র (খ) সুশাসন
(গ) মূল্যবোধ (ঘ) রাজনৈতিক দল

২০. সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনটি?
(ক) সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ
(খ) গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার
(গ) রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নতকরণ
(ঘ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

২১. সু-শাসনের মূল লক্ষ্য কী?
(ক) জবাবদিহিতা (খ) স্বেচ্ছাচারিতা
(গ) সাম্প্রদায়িকতা (ঘ) আমলা নির্ভরতা

২২. ব্যক্তি তার জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানবকল্যাণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
(ক) সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে (খ) স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে
(গ) স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে (ঘ) একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে

২৩. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়-
(ক) দারিদ্র্যকে (খ) দুর্নীতিকে
(গ) জবাবদিহিতার অভাবকে (ঘ) স্বজনপ্রীতিকে

১৩	গ
১৪	ক
১৫	ক
১৬	ক
১৭	ঘ
১৮	ক
১৯	খ
২০	ক
২১	ক
২২	ক
২৩	খ

২৪. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় বাঁধা কোনটি?
ⓚ আইনের শাসনের অভাব ⓚh গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
ⓖ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব ⓖh রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব

২৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা কোনটি?
ⓚ দুর্নীতি
ⓚh স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব
ⓖ রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চার অভাব
ⓖh স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা

২৬. আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয় কিসের অভাবে?
ⓚ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ⓚh গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
ⓖ আইন বিভাগের স্বাধীনতা ⓖh শাসন বিভাগের স্বাধীনতা

২৭. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা নয় কোনটি?
ⓚ দরিদ্রতা ⓚh দুর্নীতি
ⓖ জবাবদিহিতার অভাব ⓖh সহনশীলতার অভাব

২৮. রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে কোনটি?
ⓚ দুর্নীতি ⓚh স্বজনপ্রীতি
ⓖ দুর্বল স্থানীয় সরকার ⓖh আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা

২৯. কোনটির অনুপস্থিতিতে সুশাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না?
ⓚ শক্তিশালী বিরোধী দল ⓚh সামাজিক ন্যায়বিচার
ⓖ সহনশীলতা ⓖh নীতি ও ঔচিত্যবোধ

৩০. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা নয় কোনটি?
ⓚ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চা
ⓚh রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব
ⓖ আইনের শাসনের অভাব
ⓖh জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা

৩১. সুশাসনের শর্ত নয় কোনটি?
ⓚ শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক
ⓚh সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ
ⓖ শ্রমের মর্যাদা ⓖh আইনের শাসন

৩২. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র–
ⓚ বিচার বিভাগ ⓚh দুর্নীতি দমন
ⓖ আমলাতন্ত্র ⓖh স্থানীয় সরকার

৩৩. আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নিচের কোনটির অর্থকে নির্দেশ করে?
ⓚ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ⓚh গণমাধ্যমের স্বাধীনতা
ⓖ আইন বিভাগের স্বাধীনতা ⓖh বাকস্বাধীনতা

৩৪. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর করা প্রয়োজন কোনটি?
ⓚ স্থানীয় সরকার ⓚh ক্ষমতার ভারসাম্য
ⓖ মানবাধিকার কমিশন ⓖh স্বাধীন কর্ম কমিশন

২৪	ক
২৫	ক
২৬	ক
২৭	ঘ
২৮	ক
২৯	ক
৩০	ঘ
৩১	গ
৩২	ঘ
৩৩	ক
৩৪	ক

৩৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নয় কোনটি?
ক স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা
খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
গ রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট প্রতিষ্ঠা
ঘ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩৬. বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভাব রয়েছে কোনটির?
ক স্বচ্ছতা
খ জবাবদিহিতার
গ আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা
ঘ ক ও খ উভয়ই

৩৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোন আইনটি পাস হলেও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি?
ক ন্যায়পাল আইন
খ ইনডেমনিটি আইন
গ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ
ঘ যুদ্ধোপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইন

৩৮. শাসন প্রক্রিয়ার সু-শৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ রূপ কোনটি?
ক শাসন বিভাগ
খ আমলাতন্ত্র
গ গণতন্ত্র
ঘ সু-শাসন

৩৯. সু-শাসন জনপ্রশাসনের একটি?
ক অংশ
খ নব্য-সংস্কৃতি
গ শাখা
ঘ রূপ

৪০. সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়গুলো কিসের উপর নির্ভরশীল?
ক দেশের স্বাধীনতা
খ সরকারের সদিচ্ছা
গ আইনের শাসন
ঘ সমাজের ব্যাপক সম্মতি

৪১. কোনটি ছাড়া জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাক স্বাধীনতা রক্ষা পায় না?
ক গণতন্ত্র
খ সংবিধান
গ সু-শাসন
ঘ স্বাধীন বিচার বিভাগ

৪২. সু-শাসন নিশ্চিত করতে যে ধরনের সরকার প্রযোজ্য?
ক রাজনৈতিক
খ সমাজতান্ত্রিক
গ সামরিক সরকার
ঘ গণতান্ত্রিক সরকার

৪৩. সু-শাসন কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা?
ক একক শাসন ব্যবস্থা
খ অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা
গ যৌথ শাসন ব্যবস্থা
ঘ আধুনিক শাসন ব্যবস্থা

৩৫	ঘ
৩৬	ঘ
৩৭	ক
৩৮	ঘ
৩৯	খ
৪০	ঘ
৪১	গ
৪২	ঘ
৪৩	খ

ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন
(E-governance and Good Governance)

ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হচ্ছে ই-গভর্নেন্স। 'ই-গভর্নেন্স' (E-Governance) শব্দটি 'ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স' (Electronic Governance)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। একে 'ডিজিটাল গভর্নেন্স', 'অনলাইন গভর্নেন্স' ও 'প্রযুক্তিচালিত গভর্নেন্স' নামেও অভিহিত করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সাধিত হলে 'ই-গভর্নেন্স'- এর উদ্ভব ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে সরকার ও জনগণের মধ্যে, সরকার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে, সরকার ও চাকরিজীবীদের মধ্যে এবং এক সরকারের সাথে অন্য সরকারের। ই-গভর্নেন্স এ সমস্ত কর্মকাণ্ড ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অনলাইনের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার নামই ই-গভর্নেন্স। অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করা ই-গভর্নেন্স- এর লক্ষ্য। এ প্রক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং সরকারের কর্মসম্পাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনয়নে সক্ষম।

জাতিসংঘ (UN) ২০০৬ সালে ই-গভর্নেন্স এর সংজ্ঞায় বলেছে-

> "সরকারি তথ্য ও সেবা, ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স"।

বিশ্বব্যাংক এর মতে-

> "ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্যপ্রযুক্তি (নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, মোবাইল প্রভৃতি) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য অংশের মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়"।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেন-

> "স্বচ্ছ, নিশ্চিত, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও অবিকৃত সেবা দেয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যমই হলো ই-গভর্নেন্স"।

জার্মান তাত্ত্বিক ও গবেষক থমাস এফ.গর্ডন এর মতে-

> "সহজ অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সেবাক্ষেত্রের উন্নয়নের পদ্ধতি হলো ই-গভর্নেন্স।"

জে সাফরিজ এবং ই-রাসেল এর ভাষায়-

> "যে সরকার ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে সরকারি তথ্য সরবরাহ করে এবং জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারকে যাবতীয় সরকারি বিল বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করে সে সরকারই ই-সরকার।"

মোটকথা ই-গভর্নেন্স হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ও কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগ। এটি হলো শাসনের এমন এক পদ্ধতি যেখানে সরকারি সেবা ও তথ্যসমূহ জনগণ সহজে ঘরে বসেই পেতে পারে। ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ ত্বরান্বিত হয়।

ই-গভর্নেন্স-এর উদ্দেশ্য

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য হলো জনগণকে প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত ও শক্তিশালীকরণ, জনজীবনে এবং রাষ্ট্রীয়

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার উন্নীতকরণ, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান বৃদ্ধি ইত্যাদি।

১) ই-গভর্নেন্স- এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
২) সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
৩) প্রশাসনকে গতিশীল করা।
৪) দ্রুত জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।
৫) দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় জনগণের নিকট সেবা পৌঁছানো।
৬) সরকারি তথ্য ও সেবা জনগণের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া।
৭) প্রশাসনের দক্ষতা ও গতিশলিতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।
৮) জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি।
৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের নিকট তথ্য প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করা।
১০) দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের ব্যপক অংশগ্রহণের বা সংশ্লিষ্টতার সুযোগ সৃষ্টি।
১১) নাগরিকদের মধ্যে সেবার মান উন্নীতকরণ।
১২) জনগণকে ঘরে বসেই সেবা ও সুযোগ লাভের সুযোগ করে দেওয়া।
১৩) জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১৪) তথ্য- প্রবাহে অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।
১৫) গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করা।
১৬) ই-কমার্সের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করা।
১৭) শাসন ব্যবস্থাকে সহজ ও উন্নত করা।

ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব

ই-গভর্নেন্স বর্তমান যুগে সরকারি সেবাদানের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার সময়, অর্থ ও শ্রম সবই সাশ্রয় হয়।

১) ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সরকারি সেবা যেমন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসকরণসহ দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আনা সম্ভব।

২) উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, কর সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদানসহ নানা সুবিধা নাগরিকদের সরবরাহ করে চলেছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ই-গভর্নেন্সের কোন জুড়ি নেই। এর ফলে সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

৪) উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত অনেক দেশের সরকার খরচ করে বেশি, কাজ করে কম এবং তারা জবাবদিহিমূলকও নয়। ই-গভর্নেন্স এসব সীমাবদ্ধতাগুলোকে দূর করতে সহায়তা করে। সুশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনেক দেশই লক্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশ তাদের শাসনব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করায় সক্ষম হয়েছে।

৫) নাগরিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় সাধারণ জনগণও সরকারি তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত দিয়ে সরকারকে অধিকতর সহযোগিতা করতে পারে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে

জনগণের অংশগ্রহণমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬) ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি কাজে দুর্নীতির প্রকোপ কমে যায়। সরকারি কাজে দুর্নীতি হ্রাসে ফিলিপাইন ই-গভর্নেন্সের সফল প্রয়োগে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য ই-গভর্নেন্স সময়ের দাবি; কেননা ই-গভর্নেন্স উন্নয়নের অধিকাংশ শর্তকে সমর্থন করে।

৮) ই-গভর্নেন্সের ফলে প্রশাসনে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পায়।

জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন সূচক (EGDI)- ২০২২

- সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশ ১৯৩।
- শীর্ষ দেশ ডেনমার্ক
- বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম।
- সর্বনিম্ন দেশ দক্ষিণ সুদান (১৯৩তম)।

সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স

সুশাসনের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য ই-গভর্নেন্স এর লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

অংশগ্রহণমূলক: সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ই-গভর্নেন্সের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জনগণকে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে, উৎসাহিত করে এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে। জনগণ তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

জবাবদিহিতা : স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের প্রাণশক্তি। সরকারের এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অবাধ তথ্য প্রবাহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ক্রয়-বিক্রয় ও দায়িত্ব পালনের চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরে জবাবদিহিতা অর্জনে সাহায্য করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে।

দক্ষতা বৃদ্ধি: সুশাসনের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সের জুরি নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে অতি সহজে কার্যকর প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় এবং শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা জোরদার করা যায়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ : ই-গভর্নেন্স দুর্নীতি দূরীকরণের ব্যাপারে আদর্শিক ও কাঠামোগত শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার নিয়ামক। জনপ্রতিনিধিবৃন্দ যাতে দুর্নীতি করতে না পারে সেজন্য তাদের সম্পদের হিসাবের তথ্য আগাম সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করে। ফলে জনপ্রতিনিধিগণ সহজে দুর্নীতি করতে পারে না। কারণ দুর্নীতি করলে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বচ্ছতা : তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও অধিকার নিশ্চিত করা সুশাসনের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যা ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকার ও নাগরিকবৃন্দের মধ্যে জানাজানির সেতুবন্ধন রচনা করে। এতে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস : ই-গভর্নেন্স আমলাতান্ত্রিক জটিলতার দুর্ভোগের বা হয়রানির হাত থেকে জনগণকে রেহাই দেয়। কেননা এর ফলে সরকারি অফিসে গিয়ে তথ্যের জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে

হয় বা ঘুষ দিতে হয় না। ঘরে বসেই জনগণ এগুলো জানতে পারে। এতে করে আমলাতন্ত্রের ওপর জনগণের নির্ভরতা কমে আসে।

দ্রুততা ও সুবিধা বৃদ্ধি : ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বিকশিত হবার পূর্বে হাতে-কলমে বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ, কাগজপত্র বা ফাইল সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সব ধরনের সরকারি কাজ হতো। এতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো। ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা সময় বাঁচিয়েছে এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। চাকরিজীবী ও ছাত্রদের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও তা জমা দিতে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজে সম্পন্ন করা যায়। বিভিন্ন সরকারি অফিসে না গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে জনগণ সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন এবং খুব সহজেই যেকোনো হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে।

অর্থনৈতিক সচলতা: ই-গর্ভর্নেন্স চালু হলে আমদানি-রপ্তানি, কোম্পানির নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, কাস্টমস প্রদানসহ নানাবিধ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায় ও আয়কর রিটার্ন জমা দেয়া যায়। এর ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ই- সেবা: ই-গভর্নেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদান। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি-ডিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহসহ নানা ধরনের সেবা ই-গর্ভর্নেন্সের বরাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক সেবা: বিশ্বায়নের এই যুগে কেবলমাত্র দেশের ভেতরে নয় বরং দেশের বাইরে অবস্থানকারী বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের নানাবিধ দাপ্তরিক প্রয়োজন পূরণে ই-গর্ভর্নেন্সের সুফল দেয়া সম্ভব।

মতামত প্রদানের সুযোগ: ই-গর্ভর্নেন্স চালু হলে জনগণ খুব সহজে মতামত প্রদান করতে পারে।

সরকার ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ: এই প্রক্রিয়ায় যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্টারনেট সংলাপে বসতে পারে এবং তাদের সমস্যা, মন্তব্য ও অনুরোধ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারে।

বৈষম্য হ্রাস: ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়ার সরকারে সেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসে। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কাছে- দূরের সকল নাগরিক কম-বেশি সমানভাবে সেবা নিতে পারে।

প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর : ই-গভর্নেন্সের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো সরকার যথার্থ গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে। কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং কীভাবে সরকারি কর্মচারীদের নিকট থেকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয় তা জনগণ বুঝতে পারে।
মোটকথা, আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স ছাড়া সুশাসনকে কল্পনাই করা যায় না। ই-গভর্নেন্স মূলত সুশাসনের সহায়ক শক্তি ও সমর্থক। ই- গভর্নেন্স সরকার ও নাগরিকের যোগাযোগ সহজ করে।

MCQ Solution

১. **ই-গভর্নেন্স বলতে বোঝায়-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হ্যস্থ অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ) : ২০-২১]
ⓚ ইলেকটেড গভর্নেন্স ⓚ ইজি গভর্নেন্স
ⓖ ইলেকটিড গভর্নেন্স ⓖ ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স **উত্তর:** ঘ

MCQ TEST

১. **ই-গভর্নেন্সকে বলে-**
ⓚ যোগাযোগের অবাধ প্রবাহ
ⓚ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ
ⓖ আইনের অবাধ প্রবাহ
ⓖ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

২. **Electronic Governance (ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স) এর মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?**
ⓚ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ⓚ জনকল্যাণ
ⓖ দক্ষতা বৃদ্ধি ⓖ গতিশীলতা আনয়ন

৩. **জনগণের সাথে সরকারের স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কীভাবে?**
ⓚ ইন্টারনেট সেবা চালু করে
ⓚ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে
ⓖ ল্যান্ডফোন চালু করে ⓖ ই-গভর্নেন্স চালু করে

৪. **সরকারের দেয়া উন্নত সেবা ই-গভর্নেন্স কীভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়?**
ⓚ কম্পিউটারের মাধ্যমে ⓚ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে
ⓖ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ⓖ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে

৫. **সরকার, জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কোনটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?**
ⓚ ই-গভর্নেন্স ⓚ তথ্য সেবাকেন্দ্র
ⓖ সাইবা ক্যাফে ⓖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

৬. **কোন সংস্থার অর্থায়নে Access to Information (A 21) প্রোগ্রাম চালু হয়?**
ⓚ UNDP ⓚ ADB
ⓖ UNESCO ⓖ World Bank

৭. **'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কত সালে ঘোষণা করা হয়?**
ⓚ ২০০৬ ⓚ ২০০৭
ⓖ ২০০৮ ⓖ ২০০৯

৮. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-**
ⓚ ই-গভর্নেন্স ⓚ তথ্য
ⓖ ক্ষমতার অপব্যবহার ⓖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৯. **সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে-**
ⓚ সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে ⓚ দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে
ⓖ ধর্মের অবমাননা বৃদ্ধি পাচ্ছে ⓖ রক্ষণশীলতা দূর হচ্ছে

১০. **'E-Government'- এর মাধ্যমে কোন ধরনের সরকারকে বোঝানো হয়েছে?**
ⓚ গণতান্ত্রিক ⓚ এককেন্দ্রিক
ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓖ ডিজিটাল

১	খ
২	ক
৩	ঘ
৪	খ
৫	ক
৬	গ
৭	গ
৮	ক
৯	ক
১০	ঘ

১১. ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে প্রধান মাধ্যম কোনটি?

ⓚ জনগণ ⓚ সরকার
ⓖ তথ্য প্রযুক্তি ⓖ রাজনৈতিক দল

১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সেবা জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়ার নাম-

ⓚ ই-টেন্ডার ⓚ ই-প্রশাসন
ⓖ ই-গণতন্ত্র ⓖ ই-সেবা

১৩. ভারতের কোন রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে ই-গভর্নেন্সের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে?

ⓚ ভি.ভি.গিরি
ⓚ জাকির হোসেন
ⓖ প্রতিভা পাতিল
ⓖ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

১৪. কে বা ভারতের কোন মুখ্যমন্ত্রী ই-গভর্নেন্সকে 'Smart গভর্নেন্স' বলে অভিহিত করেন?

ⓚ মানিক সরকার ⓚ জয় ললিতা
ⓖ চন্দ্রবাবু নাইডু ⓖ নীতিশ কুমার

১১	গ
১২	ঘ
১৩	ঘ
১৪	গ

রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নেতৃত্ব ও সুশাসন
(Political Party, Pressure Group, Leadership and Good Governance)

রাজনৈতিক দল

আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। বর্তমান সময়ের বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠীর পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই 'দলীয় সরকার' বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গ্রহণ করত। মধ্যযুগে সেই কর্তৃত্ব অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত সম্প্রদায়, বণিক শ্রেণির মত সমসাময়িক প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশের বিষয়টি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে। রানি প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে Whig ও Tory নামক দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তা "Stasiology" নামে পরিচিত। 'Stasis' শব্দের অর্থ বিরোধীতার মনোভাব। এই শব্দটি গ্রিক থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে।

যখন কিছু সংখ্যক মানুষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো জনমত সংগ্রহ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এডমন্ড বার্ক বলেন-

> "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।"

অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার এর মতানুসারে-

> "বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও সকল রাজনৈতিক দলই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের দ্বারা নির্বাচকমন্ডলীর সমর্থন পেতে সচেষ্ট হয়।"

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার বলেন-

> "নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।"

অতএব, রাজনৈতিক দল বলতে একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এমন এক দল নাগরিককে বোঝায়, যারা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গঠনের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-

রাজনৈতিক সংগঠন: রাজনৈতিক দলের একটি স্থায়ী সংগঠন থাকে যার মাধ্যমে এটি কাজ করে।

সম-আদর্শে বিশ্বাসী: রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। একটি রাজনৈতিক দল একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে।

সংঘবদ্ধতা: রাজনৈতিক দল হচ্ছে মতাদর্শ ভিত্তিক সুসংবদ্ধ সংগঠন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও কর্মস্পৃহা থাকতে হয়।

নির্দিষ্ট কর্মসূচি: প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। রাজনৈতিক দলকে জনসমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরেও, আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি নিজ কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করতে হয়।

জাতীয় স্বার্থ: রাজনৈতিক দল মাত্রই জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।

জনমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান: রাজনৈতিক দল প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে নিজ মতাদর্শের অনুকূল জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

সরকার গঠন : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করা এবং শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা। জোসেফ শ্যুমপিটার বলেন- *"The first and foremost aim of each political party is to prevail over others in order to get into power or to stay in it."*

রাজনৈতিক একক: রাজনৈতিক দলের সকল সদস্যদের কার্যপদ্ধতিতে এমনভাবে সংগঠিত হতে হয়, যাতে করে তারা একটি রাজনৈতিক এককে পরিণত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহণ : রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা গ্রহণ হলেও, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সে পথ হবে নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক।

দল গঠন: মতাদর্শ, জাতি, ধর্ম, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং কর্মপন্থার বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দলীয় আদর্শ অনুশীলন: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পথে তার মতাদর্শ বিষয়ে জনগণকে জানাতে হয়। জনগণের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় যেতে পারলে, একটি রাজনৈতিক দল নিজ মতাদর্শ বাস্তবায়নের বৈধতা পায়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হল এমন এক দল ব্যক্তির সমষ্টি, যারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। অধ্যাপক ফাইনার চাপসৃষ্টাকরী গোষ্ঠীকে লবী (Lobby) এবং এলান পটার এটাকে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' (Organized group) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অধ্যাপক মাইরন উইনারের মতে-

> "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো কোন স্বেচ্ছামূলক সংগঠিত গোষ্ঠী যা সরকারী কাঠামোর বাইরে থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের মনোনয়ন ও নিয়োগ, সরকারী নীতি গ্রহণ, পরিচালনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।"

অ্যালান বলের মতে-

> "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।"

এইচ জিগলার এর মতে-

> "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে না। বরং তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা।"

অ্যালমন্ড গ্যাব্রিয়েল ও জি পাওয়েল বলেন-

> "স্বার্থগোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সংযুক্ত এমন এক ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে সচেতন।"

মোটকথা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন এক জনসমষ্টি যারা সমজাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য নয় বরং নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য। সরকারি নীতি নির্ধারণে চাপ প্রয়োগ করে গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক এলান আর বল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমভাবাপন্ন সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(১) স্বার্থকারী গোষ্ঠী (২) সমদৃষ্টিসম্পন্ন গোষ্ঠী।

অধ্যাপক অ্যালমন্ড ও পাওয়েল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এক ধরনের স্বার্থকামী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন। তারা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা-

(১) স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী (২) সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী
(৩) সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী (৪) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা-শক্তিশালী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠন করে। সাধারণত শাসন বিভাগে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অধিক মাত্রায় প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যুক্তরাজ্যের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতি নির্ধারণী কমিটিতে প্রায়ই চাপ প্রয়োগকারী সদস্যদের স্থান দেওয়া হয়।

সুশীল সমাজ (Civil Society)

সুশীল সমাজ বলতে অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারি সংগঠনকে বোঝায় যা জনগণের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। এর লক্ষ্য রাষ্ট্র, সরকার, বিরোধী দল ও নাগরিক গোষ্ঠী। সুশীল সমাজ সুশাসনের প্রত্যয়গুলো (সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা) রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সচেতন ভূমিকা পালন করে। সুশাসনের উপাদান কার্যকর করার জন্য এরা শাসকগোষ্ঠী ও বিরোধী দলকে পরামর্শ দেয় এবং সংবাদ মাধ্যম ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করে। সুশাসনের মানদণ্ড বিচার বিশ্লেষণ করে সুশীল সমাজ শাসকগোষ্ঠীর প্রশংসা ও সমালোচনামূলক তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করে। বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্বশীল সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), Centre for Policy Dialogue (CPD), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), বেলা, পবা অন্যতম।

নেতৃত্ব ও সুশাসন

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership' শব্দটি ইংরেজি 'Lead' থেকে এসেছে। 'Lead' শব্দের বাংলা অর্থ হলো পরিচালনা করা, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, পথ দেখান এবং সামনে থেকে পরিচালনা করেন তাকে নেতা (Leader) বলে। আর

নেতার গুণাবলিকে বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব। কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নেতা কতখানি গুণের অধিকারী এবং তা অন্যদেরকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তার নিরীখেই নেতৃত্বের পরিমাপ হয়। নেতৃত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে দেওয়াই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সুসংহত, পরিলক্ষিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ হয়। একজন ব্যক্তির কার্যনির্বাহ বা আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও প্রয়োগের ক্ষমতাই নেতৃত্ব। সুযোগ্য নেতৃত্বের বদৌলতে কোন দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহন করতে পারে।

এইচ. ও ডানেল এর মতে-

> "সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যোগী করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।"

ডব্লিউ গোল্ডনার বলেন-

> "নেতৃত্ব ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলি যা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশেষ দিকে ধাবিত করে"।

কিম্বল ইয়ং এর মতে-

> "নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।"

মার্ক মিলার মনে করেন-

> "আত্মসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস, বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি।"

অধ্যাপক মিশেলস বলেন-

> "নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।"

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে-

> "নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা।"

সুতরাং নেতৃত্ব হলো একটি শক্তিশালী কৌশল বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেতা অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি

একটি ভালো রাষ্ট্রের জন্য একজন ভালো নেতা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নেতৃত্ব থাকলে পিছিয়ে পড়া যেকোনো দেশ ও জনগোষ্ঠী উন্নয়নের ধারায় অবতীর্ণ হতে পারে।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব : নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

বুদ্ধিমত্তা : বুদ্ধিমত্তা নেতার আবশ্যকীয় গুণ। নেতা তার তীক্ষ্ণ বোধশক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করে জনগণের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নির্বোধ ও বুদ্ধিমত্তাহীন ব্যক্তি ভালো নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

শিক্ষা : শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বৃদ্ধি করে। নেতাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি জনগণের ভালো

নেতা হতে পারেন না।

মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা : সুস্বাস্থ্য ছাড়া নেতা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। নেতার কর্মদক্ষতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ওপর।

অভিজ্ঞতা : অভিজ্ঞতা ব্যতীত যেকোনো কর্ম পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য। কেননা নেতার কর্ম কল্পনার ওপর দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে।

বাগ্মিতা ও উত্তম শ্রোতা : বাগ্মি নেতা জনগণের মন জয় করে নিতে পারেন। ভালো বক্তৃতাদানের সাথে একজন নেতাকে জনগণের কথা মনযোগের সাথে শুনতে হবে এবং সেরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দূরদৃষ্টি : দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন নেতা ভবিষ্যতের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে আগে থেকে ধারণা করায় সক্ষম থাকেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা : নেতাকে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। যেকোনো জটিল পরিস্থিতি নেতাকে ধৈর্য সাহস ও সহনশীলতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি : একজন ভালো নেতা হবেন সার্বজনীন। তাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের কাছে নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে।

দেশপ্রেম : একজন নেতাকে অবশ্যই দেশপ্রেমিক হতে হবে। দেশদ্রোহী কোন কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি যেমন সম্পৃক্ত হবেন না, তেমনি তার অনুসারীদেরকেও এধরনের কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন।

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা : নেতাকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা জাতিকে সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

ন্যায়পরায়ণতা : নেতাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সকল শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি সমান গ্রহণযোগ্য হবেন।

উদারতা : নেতাকে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা ত্যাগ করে উদার মনের অধিকারী হতে হবে। একজন নেতাকে ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে সর্বজনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা : নেতাকে অবশ্যই তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি নেতাকে পূরণ করতে হবে।

আত্মবিশ্বাসী : নেতাকে অবশ্যই কাজে-কর্মে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আত্মবিশ্বাসহীন কোন নেতা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

মিষ্টভাষী : একজন ভালো নেতাকে রূঢ় আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে হতে হবে মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহংকারী, সদাহাস্যোজ্জ্বল এবং কঠোর পরিশ্রমী।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব

শাসনকার্য পরিচালনার মূলে রয়েছে নেতৃত্ব। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। সঠিক এবং কার্যকরী নেতৃত্ব থাকলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

নীতি নির্ধারণ: নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা। জনস্বার্থের অনুকূল, যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণে নেতৃত্বের দক্ষতার সাথে সুশাসনের বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত।

সুষ্ঠু জনমত গঠন: রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নেতারা জনমত গঠন করেন। জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ যাতে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ নাগরিকেরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে সে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি: রাষ্ট্র সমাজ, উন্নয়ন, পররাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়মিত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। নেতাদের বক্তব্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সুশাসনও নিশ্চিত হয়।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন: পরিকল্পনা প্রণয়ন নেতার একটি বিশেষ কাজ। সঠিক ও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। সুষ্ঠু, উন্নত, কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর নেতার সাফল্য নির্ভর করে। নেতা যদি সর্বদা সংবিধানসম্মত পন্থা গ্রহণ করে তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় নেতাদের। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং সুশাসন নিশ্চিত হয়।

ঐক্যমত: ঐক্যমত সৃষ্টি করা নেতার অন্যতম কাজ। নেতারা বিভিন্নভাবে জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করেন। জনসমাজে ঐক্যমত্য থাকলে যে কোন দেশে সার্বিক উন্নয়নে প্রাণ আসে। যথাযথ উন্নয়ন হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

গণতন্ত্র সুরক্ষা: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত হয়। গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নেতৃবৃন্দের হাতে। নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দিলে সুশাসন সুরক্ষা পাবে। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সুশাসন বিদ্যমান।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দকে ভূমিকা রাখতে হয়। একজন ভালো নেতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকল উদ্যোগে নিজেকে শামিল করেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেলে সুশাসন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন নেতৃবৃন্দ। সঠিক নেতৃত্বই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

সমন্বয় সাধন: সুযোগ্য নেতৃত্ব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দল, সংগঠন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটান ও সুশাসন নিশ্চিত করেন।

MCQ Solution

১. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কোনটি?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি- ইউনিট) : ১১-১২]
ⓚ সরকার ⓐ মন্ত্রী পরিষদ
ⓖ সার্বভৌমত্ব ⓓ রাজনৈতিক দল **উত্তর:** ঘ

২. **রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৭-১৮]
(ক) সংসদে যাওয়া (খ) জনসভা করা
(গ) খাজনা মাফ করা (ঘ) প্রার্থী মনোনয়ন **উত্তর:** ঘ

৩. **কোনটি রাজনৈতিক দলের কাজ নয়?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]
(ক) সরকার গঠন করা (খ) জনগণের সেবা করা
(গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা (ঘ) আইন প্রণয়ন করা **উত্তর:** ঘ

৪. **কোনটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য নয়?**– [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A- ইউনিট) : ১১-১২]
(ক) একই রূপ আদর্শ ও নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকা
(খ) বিভিন্ন স্বার্থ, ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোকজন একত্রে থাকা
(গ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা থাকা
(ঘ) নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচী থাকা (ঙ) দলীয় কর্মসূচী গোপন থাকা **উত্তর:** ঙ

৫. **সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীর অপর নাম-** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৯-২০]
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) সুশীল সমাজ (ঘ) আমলা **উত্তর:** খ

৬. **Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন** - [৪০তম বিসিএস]
(ক) ৩ ভাগে (খ) ৪ ভাগে
(গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৬ ভাগে **উত্তর:** খ

৭. **পুঁজিপতি, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উন্নত বিশ্বে কি নামে পরিচিত?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (এফ-ইউনিট) : ১০-১১]
(ক) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে (খ) বিরোধী দল হিসাবে
(গ) দাতা হিসাবে (ঘ) উপদল হিসাবে **উত্তর:** ক

৮. **Civil Society- শব্দের পরিভাষা নিচের কোনটি?** [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক : ১৩]
(ক) সভ্য সমাজ (খ) সুশীল সমাজ (গ) বেসামরিক সমাজ **উত্তর:** খ

৯. **সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে** - [৩৮তম বিসিএস]
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) সুশীল সমাজ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) প্রশাসন বিভাগ **উত্তর:** খ

১০. **CPD- এর সম্প্রসারণ কী?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৭-০৮]
(ক) Central Purchasing Department
(খ) Centre for Policy Dialogue
(গ) Central Publicity Department
(ঘ) Center for Policy Donation
(ঙ) Child Prodigy Dossier **উত্তর:** খ

MCQ TEST

১. **রাজনৈতিক দল অপরিহার্য কেন?**
ক) নির্বাচনের জন্য খ) সরকার গঠনের জন্য
গ) গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য ঘ) উন্নয়নের জন্য

২. **রাজনৈতিক দল কিসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে?**
ক) নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে
খ) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে
গ) ন্যায়নীতির ভিত্তিতে
ঘ) ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে

৩. **চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোন কাজটি করে?**
ক) বিরোধী দলকে প্রভাবিত করে
খ) সরকারকে প্রভাবিত করে
গ) জনগণকে প্রভাবিত করা
ঘ) রাজনৈতিক দল গঠন

৪. **'নেতৃত্ব' হচ্ছে নেতার—**
ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ
খ) অর্থনৈতিক গুণ
গ) নৈতিক গুণ
ঘ) ধৈর্য গুণ

৫. **নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সেই গুণাবলি যার মাধ্যমে সে অন্যের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কে বলেছেন?**
ক) বার্নাড খ) ডানেল
গ) মিলেট ঘ) ইয়ং

৬. **"নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হল আত্মবিশ্বাস, সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা" উক্তিটি কে করেছেন?**
ক) অধ্যাপক মিসেলস খ) বার্ট্রান্ড রাসেল
গ) লাসওয়েল ঘ) অ্যালান বল

৭. **'নেতৃত্ব হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, বিস্তৃত জ্ঞান, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা।' কে বলেছেন?**
ক) বার্ট্রান্ড রাসেল খ) লর্ড ব্রাইস
গ) অধ্যাপক মিশেলস ঘ) জাঁ পল সাঁত্রে

৮. **নেতার প্রথম ও প্রধান কাজ কি?**
ক) সমন্বয় সাধন খ) স্বচ্ছতা
গ) নীতি নির্ধারণ ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন

৯. **রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস কে?**
ক) রাজনৈতিক দল খ) জনগণ
গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঘ) আমলা

১	গ
২	ক
৩	খ
৪	ক
৫	ঘ
৬	খ
৭	গ
৮	গ
৯	খ

১০. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে 'সংগঠিত গোষ্ঠী' শব্দ দু'টি ব্যবহারের পক্ষে কে?
ⓚ এইচ জিগলার
ⓚ অ্যালেন পটার
ⓖ আর্থার বেন্টলে
ⓖ হ্যারি ট্রুম্যান

১১. "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যগণ 'অংশীদারী মনোভাবের' দ্বারা আবদ্ধ।" কার উক্তি?
ক) অ্যালেন পটার
খ) হ্যারি ট্রুম্যান
গ) অ্যালান বল
ঘ) জন পিয়ার্স

১২. "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করেন না। তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা" মন্তব্যটি কে করেছেন?
ক) জন পিয়ার্স
খ) অ্যালেন পটার
গ) স্যামুয়েল জি.হান্টিংটন
ঘ) এইচ জিগলার

১৩. Stasis শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক) ল্যাটিন
খ) গ্রিক
গ) ফরাসি
ঘ) ইংরেজি

১৪. "কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়" উক্তিটি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর?
ক) এডমন্ড বার্ক
খ) আর্নেস্ট বার্কার
গ) ম্যাকাইভার
ঘ) লাসওয়েল

১৫. "নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোন সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে।" কে বলেছেন?
ক) লাসওয়েল
খ) এডমন্ড বার্ক
গ) প্লেটো
ঘ) ম্যাকাইভার

১৬. রাজনৈতিক দল নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে বলে-
ক) Astrology
খ) Stasiology
গ) Geology
ঘ) Sociology

১০	খ
১১	গ
১২	ঘ
১৩	খ
১৪	ক
১৫	ঘ
১৬	খ

আমলাতন্ত্র
(Bureaucracy)

আমলাতন্ত্র

আধুনিককালে আমলাতন্ত্র যেকোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। আরবি শব্দ 'আমলা' এর অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন। শব্দগতভাবে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন করে তাদেরকে 'আমলা' বলে। আমলাদের সংগঠনকে বলে আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Bureaucracy'। ফরাসি 'Bureau' এবং গ্রিক 'Kratos' শব্দ থেকে 'Bureaucrary' শব্দটি এসেছে। 'Bureau' শব্দের অর্থ ডেস্ক বা অফিস এবং 'Kratos' শব্দের অর্থ শাসন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা। সুতরাং আমলাতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'Desk government' বা 'দাপ্তরিক সরকার'। আক্ষরিক অর্থে আমলাতন্ত্র বলতে বুঝায় আমলা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শাসন। সাধারণত আমলাতন্ত্র বলতে প্রশাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংগঠনের সাথে যুক্ত স্থায়ী, বেতনভুক্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মকর্তাদের বুঝায়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের স্থায়ী বা অরাজনৈতিক অংশই আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস (Civil Service) নামে পরিচিতি। আমলারা সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। আমলারা সরকারের স্থায়ী কর্মকর্তা যাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করানোর অভিপ্রায়ে প্রায় দুই হাজারের বেশি বছর আগে চীনে সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিস পদ্ধতি গড়ে উঠে। চীন সাম্রাজ্যে উদ্ভাসিত ওই সিভিল সার্ভিস ছিল মেধাভিত্তিক। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সর্বপ্রথম 'Legal and rational Model' এর মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে উপস্থাপন করেন। ম্যাক্স ওয়েবারকে বলা হয় 'আদর্শ আমলাতন্ত্রের' (Ideal Bureaucracy) উদ্ভাবক।

জন ফিফনার ও রবার্ট প্রেসথাস বলেন-

> "আমলাতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও তাদের কর্মকান্ডকে এমন এক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যা সুসংহতভাবে গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।"

অধ্যাপক এস ই ফাইনার বলেন-

> "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি।"

গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও জি পাওয়েল এর মতে-

> "আমলাতন্ত্র বলতে একটি ব্যাপক সংগঠনকে বুঝায়, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ নিজেদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন।"

মোটকথা, আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও পেশাদারী সংগঠন যার দ্বারা সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি দল নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করাই আমলাদের মূল দায়িত্ব। প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আমলারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে থাকেন।

পদ সোপাননীতি : আমলাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদসোপাননীতি। পদ সোপাননীতি অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়। এ নীতি অনুসারে প্রত্যেক কর্মকর্তার ওপর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ অধস্তন কর্মকর্তা পালন করে থাকেন।

স্থায়িত্ব : আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। সরকার পরিবর্তন বা পতন হলেও আমলাদের পতন হয় না। এ জন্য আমলারা প্রশাসনের স্থায়ী অংশ।

সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র : আমলাদের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তারা তাদের কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

পেশাদারি ও বেতনভুক্ত : আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মকর্তারা পেশাদারি হয়ে থাকেন এবং যোগ্যতা ও পদমর্যাদা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা পেয়ে থাকেন।

নিয়োগ ও পদোন্নতি : মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা এবং কৃতিত্ব বা সাফল্যের ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়।

নিরপেক্ষতা : আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে জন-গণের সেবা করাই তাদের দায়িত্ব। আমলারা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

আনুষ্ঠানিকতা : আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে আমলারা আনুষ্ঠানিকতা এবং দৈনন্দিন কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করে। তারা বিধি মোতাবেক যথাযথ নিয়মে সবকিছু করে থাকে। আমলাতন্ত্রে সকল কাজই হয় রুটিন মাফিক।

দক্ষতা : আমলারা একই ধরনের কাজ বার বার করার কারণে দক্ষতা অর্জন করে। এছাড়া তাঁদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

নিরবিচ্ছিন্নতা : আমলাগণ প্রশাসনিক কাজে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন হলেও আমলাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কোন আমলার পদ শূন্য হলে সেই পদে নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে কাজে গতিশীলতা রক্ষা করা হয়।

লালফিতার দৌরাত্ম্য : 'লালফিতা'র দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। 'লালফিতা' (Red Tapism) প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে প্রচলিত হয়। 'লালফিতা' বলতে আমলাতন্ত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও সাবেকী আমলের নিয়ম-কানুনকে অন্ধভাবে অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে বোঝায়। সে সময় দেশটিতে সরকারি অফিস- আদালতের সকল ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতা দ্বারা বেঁধে রাখা হত। পরবর্তীকালে আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রিতা বোঝানোর জন্য লাল ফিতা রূপকটির ব্যবহার শুরু হয়। প্রশাসনের প্রচলিত নিয়ম নীতি ও বিধি-বিধানের অজুহাতে আমলারা প্রায়শ জনগণকে সেবাদানে বিলম্ব ঘটান। অনেক সময় মানবিক দিকটি উপেক্ষিত রেখে নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে প্রশাসন। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী নজিরের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। অফিসের দৈনন্দিন কর্ম পরিকল্পনা করেন সনাতন রীতি ও কর্মপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে। এর ফলে আমলাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জনগণের সেবা প্রদান ব্যাহত হয়। অতিবেশি নিয়ম কানুনের কারণে জনগণ সরকারি অফিসে এসে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ছোটাছুটিতে বাধ্য হন। আবার আইন কানুনের জটিলতার জন্য আমলারা সময়মত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আমলাতন্ত্রের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, এমনকি এ

কারণে সরকারের পতন পর্যন্ত হতে পারে। বস্তুত, লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কঠোর নিয়মনীতির মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা বোঝায়। এতে ফাইল বা নথি দীর্ঘসময় বন্দী হয়ে পড়ে। জনগণ স্বাভাবিক সময়ে সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং কাজের গতিশীলতা কমে যায়।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

১) আইন কার্যকর করা
২) আইন প্রণয়নে সহায়তা করা
৩) সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়ন
৪) বিচার সংক্রান্ত কাজ
৫) দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন
৬) তথ্য পরিবেশন
৭) আইনসভাকে প্রভাবিত করা
৮) শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা
৯) সরকারের নিকট জনগণের দাবি-দাওয়া জ্ঞাপন
১০) পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা।

আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ও সুশাসন

জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যক। আমলাগণ তাদের কাজের জন্য সরসারি জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা বলতে বুঝায় অধঃস্তন কর্তৃক প্রশাসনের উর্ধ্বতন কতৃর্পক্ষের বরাবরে নিজ-নিজ কাজকর্মের কৈফিয়ত দেওয়া। এর মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন ব্যতীত রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সম্ভব নয়। আর আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় বাধা দুর্নীতি। যদি সরকার অর্থাৎ শাসন বিভাগ তাদের কজের জন্য আইনসভার নিকট জাবাবদিহি করতে বাধ্য হয়, যদি প্রশাসন স্বচ্ছ হয়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হয়, তাহলে দুর্নীতির বিস্তার ঘটতে পারে না। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা সরকারি আমলাদের দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে। দুর্নীতি হ্রাস পেলে কাজের স্থবিরতা দূর হয় এবং সুশাসন নিশ্চিত হয়।

অনুন্নত বিশ্বে আমলাগণ নিজেদেরকে 'জনগণের সেবক' না ভেবে 'জনগণের প্রভু' মনে করেন। সাধারণ জনগণ যত বেশি সরকারি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে, আমলাতন্ত্র তত বেশি জবাবদিহিতায় বাধ্য হবে, ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে পৌছে দিতে পারলে সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রিতা কমবে। শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে তারা আরো বেশি আমলাদের কাছে আসার সুযে-াগ পাবে। ফলে জনগণের সমস্যার সমাধান দ্রুত হবে এবং ক্ষোভ হ্রাস পেয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জবাবদিহিতার অভাবে আমলারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। ফলে তারা দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দৌরাত্ম্য, আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পায়। 'লালফিতার দৌরাত্ম্যে' জনসেবা ও জনকল্যাণ বাধাগ্রস্থ হয়। জনগণ হয়রানির শিকার হয়। প্রশাসনে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। জবাবদিহিতার অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবে আমলারা শুধু দুর্নীতিপরায়ণই হয়ে ওঠে না তারা হয়ে পড়ে স্বৈরাচারী। ফলে যা সৃষ্টি হয় তাকে 'অপশাসন' (Bad governance)

বলা যায়। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ আমলাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে প্রশাসনে সচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

MCQ Solution

১. **আধুনিক মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস এর উন্মেষ ঘটে কোন দেশ হতে?** [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ⓚ যুক্তরাজ্য ⓚ যুক্তরাষ্ট্র
ⓖ চীন ⓖ ভারত **উত্তর:** গ

২. **আমলাতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা কে?** [২০তম বিসিএস]
ⓚ এফ. এম. মার্কস ⓚ ম্যাক্স ওয়েবার
ⓖ রবার্ট প্রেসথাস ⓖ কাল মার্কস **উত্তর:** খ

৩. **ম্যাক্সওয়েবার কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৯-২০]
ⓚ স্পেন ⓚ রাশিয়া
ⓖ জার্মানি ⓖ আমেরিকা **উত্তর:** গ

৪. **আমলাতন্ত্রের উপাদান কোনটি?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]
ⓚ পদসোপান ⓚ বেতন কাঠামো
ⓖ পদোন্নতি ⓖ উপরের সবকয়টি **উত্তর:** ক

MCQ TEST

১. **আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?**
ⓚ Mobocracy ⓚ Bureaucracy
ⓖ Democracy ⓖ Theocracy

২. **উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ কি?**
ⓚ Desk Government ⓚ Shadow Government
ⓖ Military Govenment ⓖ Permanent Govenment

৩. **আমলারা জনগণের-**
ⓚ সেবক ⓚ প্রভু
ⓖ সহযোগী ⓖ প্রতিযোগী

৪. **Bureau শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?**
ⓚ ইংরেজি ⓚ জার্মান
ⓖ ফরাসি ⓖ গ্রীক

৫. **'লালফিতা' প্রত্যয়টি কোন শতাব্দীতে প্রচলিত হয়?**
ⓚ ষোড়শ ⓚ সপ্তদশ
ⓖ অষ্টাদশ ⓖ উনবিংশ

৬. **লালফিতা প্রত্যয়টি প্রথম কোন দেশে প্রচলন হয়?**
ⓚ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ⓚ ফ্রান্স
ⓖ ব্রিটেন ⓖ ইতালি

৭. **বাংলাদেশে 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে'র সমার্থক কোনটি?**
ⓚ শক্তিশালী আমলাতন্ত্র ⓚ গতানুগতিক আমলাতন্ত্র
ⓖ দক্ষ আমলাতন্ত্র ⓖ কোনোটিই নয়

১	খ
২	ক
৩	ক
৪	গ
৫	খ
৬	গ
৭	খ

৮. আদর্শ আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা কে?
ⓚ পল এইচ অ্যাপলবি ⓚ অধ্যাপক এস ই ফাইনার
ⓖ ফিফনার ও প্রেসথাস ⓖ ম্যাক্স ওয়েবার

৯. "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণী।"– কে বলেছেন?
ⓚ ম্যাক্স ওয়েবার ⓚ অধ্যাপক এস ই ফাইনার
ⓖ গ্যাবিয়েল অ্যালমন্ড ⓖ স্যামুয়েল পি হান্টিংটন

১০. সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও কারা দায়িত্বে থেকে যান?
ⓚ মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ⓚ আইনসভার সদস্যগণ
ⓖ আমলারা ⓖ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

১১. সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ কোনটি?
ⓚ আমলাগণ ⓚ মন্ত্রীবর্গ
ⓖ সংসদ সদস্যবৃন্দ ⓖ নির্বাচকমন্ডলী

১২. আমলাদের কাজ কী?
ⓚ নীতি নির্ধারণ ⓚ নীতি বাস্তবায়ন
ⓖ আইন প্রণয়ন ⓖ রাষ্ট্র পরিচালনা

১৩. সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে কে?
ⓚ রাষ্টপ্রধান ⓚ পরিকল্পনামন্ত্রী
ⓖ প্রধানমন্ত্রী ⓖ আমলাগণ

১৪. কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য?
ⓚ জনগণের নিকট ⓚ প্রধানমন্ত্রীর নিকট
ⓖ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ⓖ মন্ত্রীর নিকট

১৫. কোন নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন পদের শ্রেণিবিন্যাস ও সংগঠন করা হয়?
ⓚ পদসোপান নীতি ⓚ দলীয় নীতি
ⓖ রাষ্ট্রীয় নীতি ⓖ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

১৬. অনুন্নত বিশ্বে আমলারা নিজেদেরকে কী মনে করেন?
ⓚ জনগণের সেবক ⓚ জনগণের প্রভু
ⓖ জনগণের রক্ষক ⓖ জনগণের বন্ধু

১৭. আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে দলীয়করণের কারণে প্রশাসনে কী বৃদ্ধি পায়?
ⓚ পক্ষপাতিত্ব ⓚ রাজনীতি
ⓖ স্বজনপ্রীতি ⓖ বিশৃঙ্খলা

১৮. দল- নিরপেক্ষ সেবা প্রদানের অঙ্গীকার কে করে?
ⓚ সাংস্কৃতিক সংগঠন ⓚ সামাজিক সংগঠন
ⓖ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ⓖ নাগরিক সংগঠন

১৯. আমলা প্রশাসন রাজনীতি নিরপেক্ষ সংগঠন; কারণ তারা–
ⓚ জনগণ হতে দূরে থাকে ⓚ সুশীল সমাজ থেকে দূরে থাকে
ⓖ দেশপ্রেমীদের কাছ থেকে দূরে থাকে ⓖ রাজনীতি হতে বিরত থাকে

২০. কোন দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের প্রধান কারণ কোনটি?
ⓚ ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের সিন্ডিকেট ⓚ প্রশাসনিক গতিশীলতার অভাব
ⓖ সামরিক শাসন ⓖ মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন

৮	ঘ
৯	খ
১০	গ
১১	ক
১২	খ
১৩	ঘ
১৪	গ
১৫	ক
১৬	খ
১৭	খ
১৮	গ
১৯	ঘ
২০	খ

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি
(Public Opinion and Political Culture)

জনমত

জনমত আধুনিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে জনগণের মতামতই হল জনমত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে জনগণের সমষ্টিগত, সুসংগঠিত ও যুক্তিযুক্ত মতামতকেই বুঝায়। বস্তুত সরকার ও রাজনীতির ব্যাপারে জনসাধারণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাসই হচ্ছে জনমত। এই জনমতের নিরীখেই একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল এর ভাষায়-

> "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত মতামতই হল জনমত"।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি ও কিই বলেন-

> "ব্যক্তিবর্গের মতই জনমত হিসেবে গণ্য হয়। এগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়াটা সরকার যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে"।

মরিস জিন্সবার্গ বলেন-

> "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল"।

জনমত গঠনের মাধ্যম

সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, সাহিত্য, পরিবার, সভা-সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, আইন পরিষদ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেইসবুক, স্কাইপ, টুইটার) জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

জনমতের গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন ও সরকারের স্থায়ীত্ব জনমতের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিককালে জনমত উপেক্ষা করে কোন শাসক সরকার পরিচালনা করতে পারে না। এই জনমত জনকল্যাণকামী, সামষ্টিক, যৌক্তিক, সময় ও পরিস্থিতি নির্ভর একটি বিষয়। সুষ্ঠু ও যৌক্তিক জনমত সরকারকে অর্থবহ করে তোলে অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

সরকার গঠন : আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিই সরকার গঠন করে। তাছাড়া সকল ধরনের নির্বাচন হলো জনমতের প্রতিফলন। জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলে জনমতও পাওয়া যায় না। জনমতবিহীন সরকারের আইনীভিত্তি থাকলেও নৈতিক ভিত্তি থাকে না।

জনগণকে সচেতন করা : সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গড়ে উঠলে আপামর জনসাধারণ নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

সরকারের মূল্যায়ন : সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের ভালো মন্দ নির্ধারণ করে জনগণ।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : জনমত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহযোগিতা করে।

মানবাধিকার রক্ষা : সচেতন জনসমাজ মানবাধিকার ক্ষুন্ন হলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের ওপর চাপ তৈরি করে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ : সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কতগুলো বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ এবং অনুশীলন যা একজন ব্যক্তির বা একটি জনসমষ্টির রাজনৈতিক আচরণকে গড়ে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির আধুনিক ধারণাটি গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড এবং সিডনি ভার্বা প্রথম গঠনমূলকভাবে 'Civic Culture' নামক গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেন।

অ্যালমন্ড এর মতে-

> "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস।"

সিডনি ভার্বা বলেন-

> "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে।"

অ্যারন্ড লিজপহার্টের মত পন্ডিত অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। যথা-

১) গণ (Mass) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ২) এলিট রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

মোটকথা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আচার-আচরণ, আবেগ, মূল্যবোধ, অনুশীলনের বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা বিচার করা যায়।

MCQ Solution

১. **জনমত কী?** [মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি ইউনিট) : ১৫-১৬]

ⓚ সবার মতামত ⓛ সংগঠিত অভিমত
ⓖ জাতীয় মতামত ⓖ জাতীয় সমস্যার ওপর অভিমত **উত্তর:** ঘ

২. **জনমত গঠনের বাহন নয় কোনটি?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (মানবিক বিভাগ, পৌরনীতি) : ২০-২১]

ⓚ সংবাদমাধ্যম ⓛ আইনসভা
ⓖ রাজনৈতিক দল ⓖ আমলা প্রশাসক **উত্তর:** ঘ

MCQ TEST

১. **অ্যালমন্ড ও ভার্বা এর বই কোনটি?**

ⓚ Grammar of Politics
ⓛ The Prince
ⓖ Democracy for the Few
ⓖ The Civic Culture

২. **লিজপহার্টের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধানত কত প্রকার?**

ⓚ এক ⓛ দুই
ⓖ তিন ⓖ চার

১	ঘ
২	খ

বাংলাদেশ ও সুশাসন
(Bangladesh and Good Governance)

বাংলাদেশ ও সুশাসন

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে মহান স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা লাভের পর গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসনে রূপ দিতে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল হতে কার্যকর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বহু ধারা ও অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নকশা প্রদান করে।

শুদ্ধাচার চর্চা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট মোতাবেক, বাংলাদেশ ২০০১- ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বাংলাদেশে এখনও ব্যাপকহারে দুর্নীতি বিদ্যমান। অনেকের মতে, দুর্নীতিই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতি ছাড়াও আমলাতন্ত্রের প্রকোপ ও আইনের শাসন চর্চায় নানাবিধ দুর্বলতা সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুদ্ধাচার চর্চা ও দুনীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। এর রূপকল্প (Vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি- পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক বিচারে বাছাইকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কর্মকমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ন্যায়পাল, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্থানীয় সরকার এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনৈতিক দল, বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সুশীল সমাজ, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ

কোনো দেশের বিভিন্ন এলাকাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাতে কর আরোপসহ সীমিত ক্ষমতা দান করে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, তাকে স্থানীয় সরকার বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। এছাড়া রয়েছে শহরগুলোতে পৌরসভা, বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন।

জেলা পরিষদ : স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর। কার্যকাল ৫ বছর। ১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। তাঁরা সকলে পরোক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

উপজেলা পরিষদ : ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ বলে থানা পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালে অধ্যাদেশটি সংশোধন করে বিদ্যমান থানাসমূহকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। উপজেলা পরিষদের

প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯২ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিল পাস হয়। ৬ এপ্রিল, ২০০৯ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা পরিষদ (রহিতকরণ) আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন বিল' পাস হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র (যদি থাকে) এবং ৩ জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। চেয়ারম্যান উপজেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

ইউনিয়ন পরিষদ : পল্লী অঞ্চলে নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদকেই সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই পরিষদে ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয়টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) রয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয় ১৯৯৭ সালে। একটি ইউনিয়ন ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। মহিলা সদস্যগণ প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১ জন - এই ভিত্তিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

পৌরসভা (Municipality) : শহরাঞ্চলে নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পৌরসভা। পৌরসভা চেয়ারম্যান বা সদস্য অপসারণের জন্য ২/ ৩ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ করা হয়।

সিটি কর্পোরেশন (City Corporation) : বাংলাদেশে মোট ১২ টি সিটি কর্পোরেশন আছে। যথা- ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ। সিটি এলাকায় ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ওয়ার্ড। একজন মেয়র, নির্ধারিত ওয়ার্ডের সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হন কাউন্সিলরদের ভোটে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ বছর।

MCQ Solution

১. **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে-** [৪৪তম বিসিএস]

ⓚ শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
ⓚ সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
ⓖ সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ
ⓖ দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড

উত্তর: গ

২. **বাংলাদেশে কত সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ২০১০ (খ) ২০১১
(গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৩

উত্তর: গ

৩. **স্থানীয় সরকার কাকে বলে?** [মহা হিসাবরক্ষক ও নিরীক্ষক এর অধীনে 'অধীক্ষক' : ৯৮/ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক : ৯৭]

(ক) কোন দেশের বিভিন্ন এলাকাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাতে কর আরোপসহ সীমিত ক্ষমতা দান করে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়
(খ) অনির্বাচিত স্থানীয় সংস্থা
(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি
(ঘ) স্থানীয় সরকার তদারককারী কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা

উত্তর: ক

৪. **নিম্ন পর্যায়ের সংগঠিত সরকার ব্যবস্থাকে কি বলে?** [কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৪-১৫]

ⓚ ইউপি চেয়ারম্যান ⓚ স্থানীয় সরকার

ⓖ গ্রাম সরকার ⓖ মেম্বার **উত্তর:** খ

৫. **বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে?** [২৫তম বিসিএস/১৮তমবিসিএস]

ⓚ ৩ ⓚ ৪

ⓖ ৫ ⓖ ৬ **উত্তর:** ক

৬. **বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা কতস্তর বিশিষ্ট?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডি- ইউনিট) : ১১-১২]

ⓚ চারস্তর ⓚ তিনস্তর

ⓖ দুইস্তর ⓖ একস্তর **উত্তর:** খ

৭. **কোনটি স্থানীয় সরকার নয়?** [৩৮তম বিসিএস/ ষোড়শ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন : ১৯]

ⓚ পৌরসভা ⓚ পল্লী বিদ্যুৎ

ⓖ সিটি কর্পোরেশন ⓖ উপজেলা পরিষদ **উত্তর:** খ

৮. **বাংলাদেশের উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয় কোন সালে?** [কারা অধিদপ্তরের কারা তত্ত্বাবধায়ক : ১৩]

ⓚ ১৯৮২ ⓚ ১৯৮৩

ⓖ ১৯৮৪ ⓖ ১৯৮৫ **উত্তর:** খ

৯. **বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় কোন সালে?** [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) : ১৩]

ⓚ ১৯৮৬ সালে ⓚ ১৯৮৩ সালে

ⓖ ১৯৮৪ সালে ⓖ ১৯৮৫ সালে **উত্তর:** ঘ

১০. **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি কখন পাস করা হয়েছিল?** [১৬তম বিসিএস]

ⓚ ১৯৯২ সালে ⓚ ১৯৯৩ সালে

ⓖ ১৯৯১ সালে ⓖ ১৯৯০ সালে **উত্তর:** ক

১১. **কোনটি সক্রিয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান?** [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০৬]

ⓚ জেলা পরিষদ ⓚ উপজেলা পরিষদ

ⓖ ইউনিয়ন পরিষদ ⓖ গ্রাম পরিষদ **উত্তর:** খ,গ

১২. **বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কোনটি?** [থানা প্রকৌশলী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং : ৯৯]

ⓚ গ্রাম সরকার ⓚ ইউনিয়ন পরিষদ

ⓖ পৌরসভা ⓖ গ্রাম পঞ্চায়েত **উত্তর:** খ

১৩. **বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?** [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর : ১৮]

ⓚ থানা ⓚ উপজেলা

ⓖ গ্রাম সরকার ⓖ ইউনিয়ন পরিষদ **উত্তর:** ঘ

১৪. **কতজন প্রতিনিধি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়?** [উপজেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার : ০৫]

ⓚ ১৩ জন ⓚ ১২ জন

ⓖ ৯ জন ⓖ ১৫ জন **উত্তর:** ক

১৫. **বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ সংরক্ষিত ৩টি মহিলা আসনসহ মোট কতজন সদস্য দ্বারা গঠিত হয়?** [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড -এর মাঠকর্মী : ১৪/ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপ-আঞ্চলিকা ব্যবস্থাপক : ১৩]

ⓚ ১০ জন ⓚ ১২ জন

ⓖ ১৪ জন ⓖ ১৩ জন **উত্তর:** ঘ

১৬. **ইউনিয়ন পর্যায়ে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিন্যাসে নিচের কোনটি সঠিক?** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৮-১৯]
ⓚ প্রতি ইউনিয়নে দুইজন ⓚ প্রতি ওয়ার্ডে একজন
ⓖ প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন ⓖ কোনোটিই নয় **উত্তর:** গ

১৭. **স্থানীয় সরকারের কোন স্তরে মহিলাদের ব্যাপক ক্ষমতায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে?** [থানা শিক্ষা অফিসার : ০৪]
ⓚ ইউনিয়ন পরিষদ ⓚ উপজেলা পরিষদ
ⓖ জেলা পরিষদ ⓖ গ্রাম সরকার **উত্তর:** ক

১৮. **কোন সালে বাংলাদেশের নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট) : ০৫-০৬]
ⓚ ১৯৯৫ ⓚ ১৯৯৬
ⓖ ১৯৯৭ ⓖ ১৯৯৮ **উত্তর:** গ

১৯. **শহর এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম কী?** [কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৪-১৫]
ⓚ থানা ⓚ ওয়ার্ড
ⓖ গ্রাম ⓖ পৌরসভা **উত্তর:** ঘ

২০. **পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সদস্য অপসারণের জন্য কত ভোটের প্রয়োজন হয়?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ) : ০৭]
ⓚ ১/৩ সদস্যের ⓚ ২/৩ সদস্যের
ⓖ ৩/৪ সদস্যের ⓖ ৩/৫ সদস্যের **উত্তর:** খ

২১. **Municipalities (Pourashavas) of Bangladesh have been categorized on the basis of their-/ বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোকে কিসের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে-** [Jahangirnagar University (Urban & Regional Planning) : 13-14]
ⓚ Population ⓚ Area
ⓖ Annual income ⓖ Utility Services **উত্তর:** ক

২২. **In Bangladesh, City Mayors are -** [Jahangirnagar University (Public Adminstration) : 13-14]
ⓐ Appointed by the Government
ⓑ Elected the elected ward commissioners
ⓒ Elected by direct election
ⓓ Selected by the Government **Ans.** c

২৩. **The smallest administrative unit in the cities of Bangladesh is-/ বাংলাদেশে সিটি এলাকায় ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক কি?** [Bangladesh Bank Officer : 01]
ⓐ Upazila ⓑ Thana
ⓒ Ward ⓓ None of these **Ans.** c

রাষ্ট্র
State

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের শাখাবিশেষ; যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়।

এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

নিকোলো মেকিয়াভেলী ছিলেন রেঁনেসাস যুগের দার্শনিক, ঐতিহাসিক, কূটনৈতিক এবং রাজনীতিবিদ। তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Prince'। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তক। সাধারণত এই ব্যবস্থায় সকল ধর্মের মর্যাদা সমুন্নত রাখা হয়।
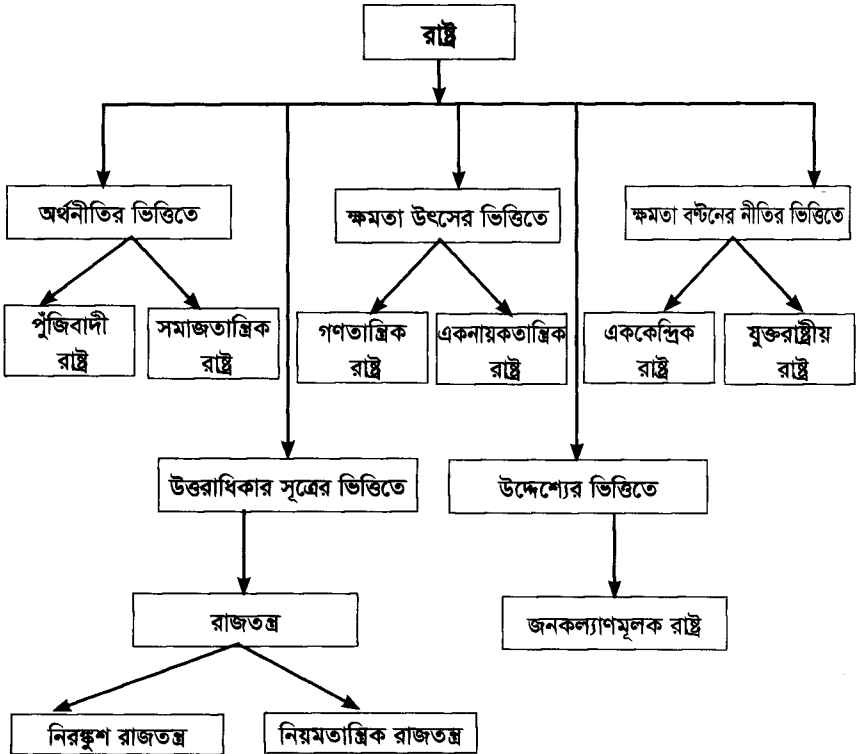
বিশ্বে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বিখ্যাত উক্তি নিম্নরূপ-

অধ্যাপক গার্নার	সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত, স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।
অধ্যাপক বার্জেস	রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল।
এরিস্টটল	রাষ্ট্র হল পরিবারের সম্প্রসারিত ফল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন	রাষ্ট্র হল আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটি জনসমষ্টি।
ব্রিটিশ দার্শনিক টিএইচ গ্রিন	শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কতগুলো মতবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ঐশ্বরিক বা ঐশী মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ।

(১) ঐশী মতবাদ : এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সর্ম্পকে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয় - বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তার প্রতিনিধি এবং তিনি তাঁর কাজের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী। সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট এক্যুইনাস, ফিলমা এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐশী মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেন যে, আমিই রাষ্ট্র।

(২) বল প্রয়োগ মতবাদ : এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির বলে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে।

(৩) সামাজিক চুক্তি মতবাদ : দার্শনিক রুশো এবং ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবস্ ও জন লককে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক বলা হয়। রুশোর বিখ্যাত বই 'The Social Contract' ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা হচ্ছে - রাষ্ট্রের জন্ম হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।

(৪) ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ : এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদকে সমর্থন করে।

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of State)

রাষ্ট্রের উপাদান ৪টি। যথা- জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। যে কোনো একটি উপাদান অনুপস্থিত থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

(১) জনসমষ্টি (Population) : রাষ্ট্র গঠনে জনসমষ্টি অপরিহার্য। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একটি রাষ্ট্রের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite Territory) : যে জনসমষ্টি রাষ্ট্রগঠন করবে তাদেরকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে।

(৩) সরকার (Government) : রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অধ্যাপক হ্যারাল্ড লাস্কি এর মতে "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখপাত্র"। সরকারের কাজ সম্পাদনের জন্য তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা- (১) আইন বিভাগ, (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ। শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে এবং বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

(৪) সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) : সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। Sovereignty শব্দটি এসেছে Superannus থেকে,যার অর্থ Supremacy বা প্রাধান্য। সুতরাং যে প্রাধান্য বলে রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্বকে বলবৎ করতে পারে সেটাই সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জন্য জনসমষ্টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। এর দুটি দিক রয়েছে, যথা- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে। মোটকথা সার্বভৌমত্ব বলতে কোনো রাষ্ট্রের নিজের অভ্যন্তরীণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। কোনো রাষ্ট্র এ ক্ষমতাকে কার্যকর করতে না পারলে ধরে নিতে হবে যে, সে তার সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেছে। যেমন- ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব কার্যকর করতে পারছে না। সার্বভৌমত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরম স্থায়িত্ব, অবিভাজ্যতা, অহস্তান্তর যোগ্যতা এবং সার্বজনীন ও শ্বাশত ক্ষমতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবী বলেছেন যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি

- আর. এম. ম্যাকাইভার তাঁর '*The Modern State*' গ্রন্থে বলেন, 'আইন শৃংখলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বা দায়িত্ব'।
- দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য কাজ।

খ) ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি

- জনকল্যাণ বা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যেমন: শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

MCQ Solution

১. **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) : ১২]
ক) প্লেটো খ) বার্জেস
গ) এরিস্টটল ঘ) গেটে **উত্তর:** গ

২. **আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট A) : ০৯-১০]
ক) এরিস্টটল খ) ম্যাকিয়ভেলী
গ) হবস্ ঘ) লক **উত্তর:** খ

৩. **The Prince (দি প্রিন্স) গ্রন্থের রচয়িতা** - [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সি ইউনিট) : ১৬-১৭]
ক) হবস খ) ম্যাকিয়াভেলি
গ) এরিস্টটল ঘ) স্টুয়ার্ড মিল **উত্তর:** খ

৪. **'রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল' বলেছেন**- [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৬-১৭]
ক) সক্রেটিস খ) এরিস্টটল
গ) প্লেটো ঘ) অধ্যাপক বার্জেস **উত্তর:** ঘ

৫. **'রাষ্ট্র হলো আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটি জনসমষ্টি' উক্তিটি কে করেছেন?** [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১২-১৩]
ক) এরিস্টটল খ) উড্রো উইলসন
গ) গার্নার ঘ) আব্রাহাম লিঙ্কন **উত্তর:** খ

৬. **"শক্তি নয় ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি-" বলেছেন**- [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট) : ১০-১১]
ক) টিএইচ গ্রিন খ) টিএইচ ব্রাউন
গ) এরিস্টটল ঘ) প্লেটো **উত্তর:** ক

৭. **সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট একুইনাস, ফিলমা এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কোন মতবাদের সমার্থক ছিলেন?** [কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮-০৯]
ক) ঐশ্বরিক মতবাদ খ) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ
গ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ঘ) বিবর্তনমূলক মতবাদ **উত্তর:** ক

৮. **সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট; সেট-২) : ১১-১২]
ক) প্লেটো খ) এরিস্টটল
গ) সক্রেটিস ঘ) রুশো **উত্তর:** ঘ

৯. **'The Social Contract' is written by** - [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার : ১৩]
a) Voltaire b) Plato
c) Jean-Jacques Rousseau d) Aristotle **Ans.** c

১০. **'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের সমর্থক**- [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট - সেট-১) : ১৬-১৭]
ক) হব্স ও ভলতেয়ার খ) লক ও বেন্থাম
গ) রুশো ও ওয়েবার ঘ) হব্স, লক ও রুশো **উত্তর:** ঘ

১১. **রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১২-১৩ / প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ড্যাফোডিল) : ১২]
ক) দুইটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি **উত্তর:** গ

১২. **রাষ্ট্র গঠনে কোনটি অপরিহার্য উপাদান?** [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০১]
ⓚ সরকার ⓚ গণতন্ত্র
ⓖ রাজনৈতিক দল ⓖ একনায়কতন্ত্র **উত্তর:** ক

১৩. **সরকার রাষ্ট্র গঠনের কততম উপাদান?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) : ১২]
ⓚ প্রথম ⓚ দ্বিতীয়
ⓖ চতুর্থ ⓖ তৃতীয় **উত্তর:** ঘ

১৪. **রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ০৫-০৬/ সাব-রেজিষ্ট্রার : ৯২]
ⓚ জনসমষ্টি ⓚ ভূখণ্ড
ⓖ সরকার ⓖ সার্বভৌমত্ব **উত্তর:** ঘ

১৫. **রাষ্ট্রের উপাদান নয় কোনটি?** [আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব- রেজিষ্ট্রার : ১৬]
ⓚ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ⓚ আইনের শাসন
ⓖ সরকার ⓖ সার্বভৌমত্ব **উত্তর:** খ

১৬. **জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রাণ স্বরূপ হলে ভূ-খণ্ড কী?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (এফ-ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ প্রাণ ⓚ দেহতুল্য
ⓖ সমাজতুল্য ⓖ অখণ্ড ভূমি **উত্তর:** খ

১৭. **রাষ্ট্রের মুখপাত্র কে?** [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৬-১৭]
ⓚ সরকার ⓚ প্রধানমন্ত্রী
ⓖ রাষ্ট্রপতি ⓖ সবগুলি **উত্তর:** ক

১৮. **"সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখপাত্র"- উক্তিটি কার?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A- ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ অ্যারিস্টটল ⓚ বার্জেস
ⓖ হ্যারল্ড লাস্কি ⓖ উড্রো উইলসন **উত্তর:** গ

১৯. **কয়টি বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত?** [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট) : ০৯-১০]
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি
ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি **উত্তর:** খ

২০. **দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব কোন বিভাগের উপর ন্যস্ত?** [ইবি (এফ-ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ শাসন বিভাগ ⓚ আইন বিভাগ
ⓖ বিচার বিভাগ ⓖ সামরিক বিভাগ **উত্তর:** ক

২১. **রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই** - [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১১-১২]
ⓚ স্বাধীনতা ⓚ সংবিধান
ⓖ আইন ⓖ সার্বভৌমত্ব **উত্তর:** ঘ

২২. **It is impossible to imagine a state without-** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ক ইউনিট) : ১৩-১৪]
ⓐ Sovereignty ⓑ Democracy
ⓒ A Parliament ⓓ Rule Of Law **Ans. a**

২৩. **সার্বভৌমত্ব কী?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓚ সরকারের চরম ক্ষমতা ⓚ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা
ⓖ রাষ্ট্রপতির চরম ক্ষমতা ⓖ প্রধানমন্ত্রীর চরম ক্ষমতা **উত্তর:** খ

২৪. **নিম্নে কোনটি সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য নয়?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (গ ইউনিট) : ০৮ -০৯]
ⓚ স্থায়িত্ব ⓚ অবিভাজ্যতা
ⓖ অহস্তান্তর যোগ্যতা ⓖ সরকার পরিবর্তনে **উত্তর:** ঘ

২৫. পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বহীন? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) : ০৯]
ⓚ ফিলিস্তিন ⓚ ভুটান
ⓖ নেপাল ⓖ আফগানিস্তান **উত্তর:** ক

২৬. রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট) : ০৯-১০]
ⓚ দুই ⓚ তিন
ⓖ চার ⓖ পাঁচ **উত্তর:** ক

২৭. 'The modern State' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারি পরিচালক : ১৮]
ⓚ Aristotle ⓚ Abraham Lincoln
ⓖ R.M. Maclver ⓖ John F Kennedy **Ans.** c

২৮. রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব কোনটি? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A- ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা
ⓚ কর ও খাজনা আদায় করা
ⓖ বিদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা
ⓖ শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা **উত্তর:** ক

২৯. নিম্নে কোনটি আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ? [জাককানইবি ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮-০৯]
ⓚ শিক্ষা বিস্তার ⓚ শিল্প বাণিজ্যের প্রসার
ⓖ সামাজিক নিরাপত্তা ⓖ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা **উত্তর:** ঘ

৩০. রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ দেশ রক্ষা করা ⓚ আইন প্রণয়ন করা
ⓖ প্রশাসন পরিচালনা ⓖ শিক্ষা বিস্তার **উত্তর:** ঘ

রাষ্ট্রের ধরন

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও জাতি রাষ্ট্র

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। একটি ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে এক ভাবে এবং অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা মনে করে তখন তারা জাতীয়তা গঠন করে। ঐক্যানুভূতি জাতীয়তা গঠনে অপরিহার্য। জাতীয়তার বাহ্যিক উপাদানগুলো হল অভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক এলাকা প্রভৃতি। তবে উপাদানগুলো জাতীয়তা গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। কেননা জাতীয়তা মূলত একটি মানসিক ব্যাপার। জাতীয়তা তখনই জাতিতে পরিণত হয় যখন তা রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী হয়। জাতির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রবল। গিল ক্রাইস্টের মতে, 'জাতি হল রাষ্ট্রের অধীনে সুসংগঠিত একটি জনসমাজ'। জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো মূলত জাতি রাষ্ট্র। ইতালীয় রাষ্ট্র দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলিকে জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করা হয়।

বাফার রাষ্ট্র

বাফার রাষ্ট্র হচ্ছে দুই বা ততোধিক বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে এক বা একাধিক সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছোট রাষ্ট্র। মুখ্যত বাফার স্টেট দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক Shock Absorber হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে বাফার স্টেট থাকলে একে অপরকে সোজাসুজি আক্রমণ করতে পারে না। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী বাফার

রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটান। পক্ষান্তরে দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে তাদের চেয়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র থাকলে তাকে বাফার রাষ্ট্র না বলে 'মিডিল কিংডম' বলা হয়।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র

যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে, তাকে বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম বেভারিজকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক বলা হয়।

নগর রাষ্ট্র (Polis/Civitas)

'Polis' গ্রীক শব্দ। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলকে নগররাষ্ট্র বলা হত। যেমনঃ এথেন্স এবং স্পার্টা। পৌরনীতির ইংরেজি শব্দ সিভিক্স (Civics)। সিভিক্স শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে এসেছে। সিভিস শব্দের অর্থ নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ নগর রাষ্ট্র (City state)। আধুনিককালেও নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান; যেমন- সিঙ্গাপুর।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকার ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।

প্রটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা ও পুঁজিবাদের বিকাশ

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে- প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের নীতিবোধ এবং বিধিবিধান পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়ক

ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের একটি প্রধান শাখা ক্যালভিনবাদ (Calvinism) এর নৈতিক বিশ্বাস ও আচরণ কীভাবে পুঁজিবাদ বিকাশে সাহায্য করেছিল তা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। ক্যালভিনবাদ ব্যক্তির পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে যেমন নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। ওয়েবার ক্যালভিনবাদের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীতিমালা এবং পাদ্রীদের উপদেশমালা বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদের সাথে এর সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ক্যালভিনের তিনটি নীতিমালা যথা- সময় মূল্যবান (Time is money), কর্মই ঈশ্বর (Work is good) এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন (Live on ascetic life) এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতানুসারে এ নীতিমালা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সময় নষ্ট না করে, তবে সে কিছু না কিছু উৎপাদন করবে। আবার যদি কোনো ব্যক্তি সম্পদ ভোগ না করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, তবে তার পুঁজির সঞ্চয় হবে। তিনি বলেন, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারীরা এ নীতি অনুসরণ করায় সেখানে

পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে, ক্যাথলিকরা এ নীতি অনুসরণ না করায় সেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। '*Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*' ম্যাক্স ওয়েবারের বিখ্যাত গ্রন্থ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বুঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করেনা। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বন্টণের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিসংক্রান্ত মার্কসের তত্ত্বসমূহ মার্কসবাদ নামে পরিচিত। কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মান ফেডারেশনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলোর মাঝে
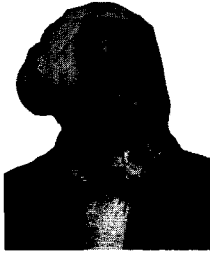
কার্ল মার্কস

রয়েছে The Poverty of Philosophy ও Das Kapital (৩ খণ্ড) গ্রন্থ এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সাথে যৌথভাবে রচিত রাজনৈতিক পুস্তিকা 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' (Communist Manifesto)। 'Das Kapital' সমাজতন্ত্রের বাইবেল নামে পরিচিত। সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত কার্ল মার্কস এর বিশ্লেষণকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়। মার্কস এর সাম্যবাদ চারটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, দ্বান্দিক বস্তুবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Surplus value theory) এবং সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র। মার্কসের মতে, অর্থনীতি রাজনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করে। তিনি ছিলেন শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁর মতে, "মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস"। কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তি "উৎপাদন পদ্ধতি সংস্কৃতিকে নির্ধারণ করে।" "Workers of the world, unite!", "দার্শনিকগণ এতদিন সমাজের ব্যাখ্যাই করেছেন, এখন প্রয়োজন এটা পরিবর্তন করা।" ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ তিনি লন্ডনে পরলোকগমন করেন। চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, লাওস এবং উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

MCQ Solution

১. **জাতীয়বাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে কখন ও কোথায়?** [জাককানইবি - ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮ -০৯]

ক পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে

খ পঞ্চদশ ও সপ্তদশ শতকে ল্যাটিন আমেরিকায়

গ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে আফ্রিকায়

ঘ একাদশ শতকে গ্রিসে

উত্তর: ক

২. **The essential ingredient required in building a nation is -** [Premier Bank Ltd. Trainee Junior Officer: 09]

ⓐ Geographic location ⓑ Language

ⓒ Culture ⓓ All of these

ⓔ None of these

Ans. e

৩. **পৃথিবীতে নানা জাতি সৃষ্টির কারণ কী?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ) : ০৮]
ⓚ প্রাকৃতিক ⓚ সামাজিক
ⓖ রাজনৈতিক ⓖ ভৌগোলিক **উত্তর:** ঘ

৪. **নিচের কোনটি জাতীয়বাদী চেতনাকে ধারণ করে?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১৩-১৪]
ⓚ সমঅধিকার ও মানবধিকার ⓚ সামাজিক সমতা ও ন্যায় বিচার
ⓖ ধর্ম, আবেগ ও আধ্যাত্মিক চেতনা ⓖ ভাষা ও সংস্কৃতি **উত্তর:** ঘ

৫. **'জাতি হল রাষ্ট্রের অধীনে সুসংগঠিত একটি জনসমাজ'- এ উক্তিটি কে করেন?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় - ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮ -০৯]
ⓚ ম্যাকাইভার ⓚ গিল ক্রাইস্ট
ⓖ স্টালিন ⓖ রামজে ম্যুইর **উত্তর:** খ

৬. **জাতি রাষ্ট্রের অর্থ হলো-** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A ইউনিট) : ১২-১৩]
ⓚ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্র
ⓚ একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী কর্তৃক গঠিত রাষ্ট্র
ⓖ একটি রাষ্ট্র যেখানে বিভিন্ন এথনিক জনগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করে
ⓖ দ্বন্দ্ব-সংঘাতহীন রাষ্ট্র ⓤ সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র **উত্তর:** খ

৭. **নিচের কোনটি জাতীয়তার ধারণার সাথে সম্পর্কিত?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (A- ইউনিট) : ১১-১২]
ⓚ সমমানের জীবনযাত্রার অভ্যস্ত ⓚ ঐক্যবদ্ধ ও স্বাতন্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ
ⓖ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে আবদ্ধ ⓖ রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত
ⓤ স্বাজাত্যাভিমানে অনুপ্রাণিত **উত্তর:** খ

৮. **জাতি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি কি?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১২-১৩]
ⓚ জাতীয়তাবাদ ⓚ জাতীয় ঐক্য
ⓖ রাজনৈতিক ঐক্য ⓖ অর্থনীতি **উত্তর:** ক

৯. **জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা কে?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট D: ১৫-১৬]
ⓚ ম্যাকিয়াভেলি ⓚ বিসমার্ক
ⓖ হিটলার ⓖ মুসোলিনী **উত্তর:** ক

১০. **কোন বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ৯৭-৯৮]
ⓚ জনসংখ্যা ⓚ এলাকা
ⓖ ঐক্য ⓖ সার্বভৌমত্ব **উত্তর:** ঘ

১১. **ল্যাটিন শব্দ 'সিভিস' এর অর্থ –** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৮-১৯]
ⓚ নগর ⓚ নগররাষ্ট্র
ⓖ নাগরিক ⓖ রাষ্ট্র **উত্তর:** গ

১২. **'সিভিটাস' শব্দের অর্থ কী?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (এক-ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ নাগরিক ⓚ নগর
ⓖ নগররাষ্ট্র ⓖ পৌর **উত্তর:** গ

১৩. **নিচের কোন ল্যাটিন শব্দটি গ্রিক 'Civitas' শব্দের সমার্থক?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১২-১৩]
ⓚ Polites ⓚ Polish
ⓖ Politus ⓖ Polis **উত্তর:** ঘ

১৪. **'Civics' শব্দটি কোন কোন ল্যাটিন শব্দ হতে এসেছে?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সি-ইউনিট): ০৪-০৫]
ⓚ Cavis এবং Cavits ⓚ Cevis এবং Cevitas
ⓖ Civis এবং Civitas ⓖ Civis এবং Civities **উত্তর:** গ

১৫. **'Polis'- শব্দটির অর্থ -** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ রাষ্ট্র ⓚ সমাজ
ⓖ নগররাষ্ট্র ⓖ জাতিরাষ্ট্র **উত্তর:** গ

১৬. **নগর রাষ্ট্রের প্রচলন ছিল কোথায়?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১১-১২]
ⓚ ব্যাবিলন ⓚ মেসোপটেমিয়া
ⓖ গ্রিস ⓖ মিশর **উত্তর:** গ

১৭. **নিচের দেশগুলোর মধ্যে কোনটি নগররাষ্ট্র?** [মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : ৯৯]
ⓚ জায়ারে ⓚ ইথিওপিয়া
ⓖ সিঙ্গাপুর ⓖ আলাস্কা **উত্তর:** গ

১৮. **এশিয়ার নগর রাষ্ট্র কোনটি?** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাধারণ) : ১৮]
ⓚ সিঙ্গাপুর ⓚ হংকং
ⓖ মালদ্বীপ ⓖ ভুটান **উত্তর:** ক

১৯. **স্পার্টা কোন দেশের নগর ছিল?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮-০৯]
ⓚ এথেন্স ⓚ প্রাচীন গ্রিস
ⓖ প্রাচীন ইতালী ⓖ প্রাচীন রোম **উত্তর:** খ

২০. **কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনক কে?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১২-১৩]
ⓚ জেরোমি বেনথাম ⓚ উইলিয়াম বেভারিজ
ⓖ স্টুয়ার্ট মিল ⓖ টি. এইচ. গ্রিন **উত্তর:** খ

২১. **আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটে কোথায়?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এ- ইউনিট) : ১৫-১৬]
ⓚ ইংল্যান্ড ⓚ কানাডা ⓖ যুক্তরাষ্ট্র
ⓖ ফ্রান্স ⓤ সুইডেন **উত্তর:** ঙ

২২. **দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয় -** [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র ⓚ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
ⓖ বাফার রাষ্ট্র ⓖ জিরোসাম রাষ্ট্র **উত্তর:** গ

২৩. **A "Vassal State" is the one which is -** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (এফ ইউনিট) : ১৬-১৭]
ⓐ Situated on the sea shore
ⓑ Under the suzerainty of another state
ⓒ An independent state
ⓓ None of these **Ans.** b

২৪. **A state where all religions are respected is ..... in nature.** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট): ১৪-১৫]
ⓐ Democratic ⓑ Secular
ⓒ Holy State ⓓ Socialist **Ans.** b

২৫. **State in which the few govern the many -** [বিসিআইসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) : ১১]
ⓐ Monarchy ⓑ Plutocracy
ⓒ Oligarchy ⓓ Autocracy **Ans.** c

ব্যাখ্যা: Monarchy - রাজতন্ত্র ; Plutocracy- ধনিকতন্ত্র; Oligarchy- গোষ্ঠীশাসন এবং Autocracy- স্বৈরতন্ত্র।

২৬. **পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি ইউনিট) : ০২-০৩]
(ক) শ্রেণীদ্বন্দ্ব (খ) শহরও গ্রামের দূরত্ব
(গ) শোষণহীন সমাজ (ঘ) বাজারের জন্য মজুরীর বিনময়ে শ্রমিকের পণ্য উৎপাদন **উত্তর:** ঘ

২৭. **পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য ধর্মকে একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন কে?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ০৫-০৬]
(ক) মার্কস (খ) ডুর্খেইম
(গ) ওয়েবার (ঘ) স্পেনসার **উত্তর:** গ

২৮. **মাক্স ওয়েবারের (Max Weber) মতে কোন ধর্ম মানুষের একটা মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিল যা দ্বারা ইউরোপে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত হয়েছিল?** [মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিট D) : ১২-১৩]
(ক) প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম (খ) বৌদ্ধ ধর্ম
(গ) ইসলাম ধর্ম (ঘ) হিন্দু ধর্ম **উত্তর:** ক

২৯. **ক্যালভিনবাদ (Calvinism) সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটি-** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ০৫-০৬]
(ক) পুঁজিবাদের উত্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল
(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলমন্ত্র ছিল
(গ) শুধুই ধর্মীয় অনুশাসন ছিল
(ঘ) ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করেছিল **উত্তর:** ক

৩০. **Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism গ্রন্থটির লেখক কে?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : ০৫-০৬]
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) আবুল ফজল হক (ঘ) আর ভি রাও **উত্তর:** ক

৩১. **সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানা কার হাতে ন্যস্ত থাকে?** [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় : (সি- ইউনিট) : ০৮-০৯]
(ক) জনগণের হাতে (খ) রাষ্ট্রের হাতে
(গ) মন্ত্রী পরিষদের হাতে (ঘ) রাষ্ট্রপতির হাতে **উত্তর:** খ

৩২. **মার্কসবাদের প্রণেতা কার্ল মার্কসের জন্ম কোন দেশে?** [সাব রেজিস্ট্রার : ০১]
(ক) ফ্রান্স (খ) জার্মানি
(গ) রাশিয়া (ঘ) ইংল্যান্ড **উত্তর:** খ

৩৩. **কার্ল মার্কস কোন দেশে মৃত্যুবরণ করেন?** [৩১তম বিসিএস/ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/ এইচআর) : ১৭]
(ক) জার্মানি (খ) ফ্রান্স
(গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) রাশিয়া **উত্তর:** গ

৩৪. **সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত কার্ল মার্কস এর বিশ্লেষণকে কি নামে অভিহিত করা হয়েছে?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) : ০২-০৩]
(ক) কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (খ) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র
(গ) সাম্রাজ্যবাদ (ঘ) বিশ্বায়নবাদ **উত্তর:** খ

৩৫. **কোন মতাদর্শ অনুযায়ী, অর্থনীতি রাজনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করে?** [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এ- ইউনিট) : ১৩-১৪]

ⓚ উদারতাবাদ ⓚ ফ্যাসীবাদ
ⓖ রক্ষণশীলতাবাদ ⓖ মার্কসবাদ ⓤ নাৎসীবাদ **উত্তর:** ঘ

৩৬. **কার্ল মার্কস নিম্নের কোন বইটির রচয়িতা?** [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বি-১ ইউনিট) : ১৫-১৬/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কেটিং বিভাগ) : ০৪-০৫]

ⓚ Das Capital ⓚ Economics
ⓖ Democracy ⓖ Theory of Economics **উত্তর:** ক

৩৭. **The book '*Das Kapital*' was written by** - [Rajshahi Krishi Unnayan Bank. Senior Officer : 14/ NCC Bank Ltd. MTO: 11]

ⓐ William Shakespeare ⓑ Karl Marx
ⓒ Charles Dichens ⓓ George Barnard Shaw **Ans.** b

৩৮. **Class relations and societal conflict is the key understanding of -**

ⓐ Feminism ⓑ Formalism
ⓒ Structuralism ⓓ Marxism **Ans.** d

৩৯. **'মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস'- উক্তিটি কার?** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ-ইউনিট) : ১৪-১৫/ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বি- ইউনিট) ১৩-১৪]

ⓚ কার্ল মার্কস ⓚ লেনিন
ⓖ চেগুয়েরা ⓖ এডাম স্থিথ **উত্তর:** ক

৪০. **Workers of the World Unite-এ কথা বলেছিলেন-** [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ৯৭-৯৮]

ⓚ জন এফ কেনেডি ⓚ উইলিয়াম শেক্সপীয়ার
ⓖ কার্ল মার্কস ⓖ লিও টলস্টয় **উত্তর:** গ

৪১. **নিম্নের কোন দার্শনিক উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব মতবাদের প্রবক্তা?** [জাককানইবি ইউনিট C (অর্থনীতি) : ০৮ -০৯]

ⓚ কার্ল মার্কস ⓚ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস
ⓖ হবস্ ⓖ জন লক **উত্তর:** ক

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বাংলাদেশ সাংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৮	**মূলনীতিসমূহ (Fundamental Principles)** ১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।
৯	**জাতীয়তাবাদ** ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
১০	**সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি**
১১	**গণতন্ত্র ও মানবাধিকার** প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।
১২	**ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা**
১৩	**মালিকানার নীতি**
১৪	**কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি**
১৫	**মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা** ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;
১৬	**গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব**
১৭	**অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা** রাষ্ট্র গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
১৮	**জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা**
১৮ক	**পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**
১৯	**সুযোগের সমতা** ৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।
২০	**অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম** ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না ....
২১	**নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য** ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।
২২	**নির্বাহী বিভাগ হতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ** রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।
২৩	**জাতীয় সংস্কৃতি** রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন................
২৩ক	**উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি** রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

MCQ Solution

১. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবিধানের কোন ভাগে রয়েছে? [বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর : ২০]

ক) প্রথম ভাগ খ) তৃতীয় ভাগ
গ) পঞ্চম ভাগ ঘ) দ্বিতীয় ভাগ **উত্তর:** ঘ

২. বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি কয়টি? [ডেসকোর অ্যাসিসটেন্ট কমপ্লেইন্ট সুপারভাইজার : ১৯]

ক) ১১ টি খ) ৬ টি
গ) ৫ টি ঘ) ৪ টি **উত্তর:** ঘ

৩. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি হচ্ছে - [চবি (ই ইউনিট) : ১৬-১৭]

ক) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
খ) জাতীয়তাবাদ, আইনে শাসন, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
গ) মানবাধিকার, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
ঘ) সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ **উত্তর:** ক

৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কোনটি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক : ১৭]

ক) ধর্মীয় ঐক্য খ) ভ্রাতৃত্ববোধ
গ) ঐক্য ও সংহতি ঘ) শৃঙ্খলাবোধ **উত্তর:** গ

৫. "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র ......"। শব্দগুলো সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে? [১০ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা]

ক) ৭ খ) ১১
গ) ১০ ঘ) ৮ **উত্তর:** খ

৬. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান আছে? [৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা]

ক) ১১ খ) ১০
গ) ৯ ঘ) ৮ **উত্তর:** ক

৭. সংবিধানের যে ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে - [বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (খ ইউনিট) : ১৩-১৪]

ক) ধারা ৯ খ) ধারা ১০
গ) ধারা ১১ ঘ) ধারা ১২ **উত্তর:** ঘ

৮. সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কী? [ষোড়শ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় ২) : ১৯]

ক) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
খ) সুযোগের সমতা
গ) জাতীয় সংস্কৃতি
ঘ) মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা **উত্তর:** ঘ

৯. **মানুষের মৌলিক চাহিদা কয়টি?** [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ) : ০৮-০৯]
ⓚ ৫টি ⓚ ৪টি
ⓖ ৩টি ⓖ ৭টি উত্তর: ক

১০. **বাংলাদেশের সংবিধানের কত ধারায় শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার ব্যক্ত আছে?** [শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর : ২০/ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ⓚ ১৪ নং ধারা ⓚ ১৫ নং ধারা
ⓖ ১৬ নং ধারা ⓖ ১৭ নং ধারা উত্তর: ঘ

১১. **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিধানের কথা সংবিধানে কত অনুচ্ছেদ এর উল্লেখ করা হয়েছে?** [১১তম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা]
ⓚ ১৮ ⓚ ১৮ক
ⓖ ১৯ ⓖ ২০ উত্তর: খ

১২. **সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অনুপার্জিত আয় সম্পর্কে বলা হয়েছে?** [দুদকের সহকারি পরিচালক : ২০]
ⓚ ১৫ ⓚ ২০
ⓖ ২৫ ⓖ ২৭ উত্তর: খ

১৩. **বাংলাদেশের সংবিধানে কত অনুচ্ছেদে নাগরিক কর্তব্য সমূহ আলোচিত হয়েছে?** [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (এফ-ইউনিট) : ১০-১১]
ⓚ ৩১ অনুচ্ছেদে ⓚ ২১ অনুচ্ছেদে
ⓖ ১১ অনুচ্ছেদে ⓖ ১ অনুচ্ছেদে উত্তর: খ

১৪. **বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) ধারায় বলা হয়েছে "সকল সময়ে ..... চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। শূন্যস্থানটি পূরণ কর।** [১৮তম বিসিএস]
ⓚ জনগণের সেবা করিবার
ⓚ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার
ⓖ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ⓖ সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা উত্তর: ক

১৫. **বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে?** [৩৭তম বিসিএস/ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট - সেট ২) : ১৫-১৬]
ⓚ ৩৭ ⓚ ১৫
ⓖ ২২ ⓖ ১১ উত্তর: গ

১৬. **বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের সমৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?** [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ই ইউনিট) : ১৭-১৮]
ⓚ ২১ ⓚ ২২
ⓖ ২৩ ⓖ ২৪ উত্তর: গ

১৭. **নিম্নলিখিত কোন পদটি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে?** [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (নৃবিজ্ঞান) : ১৩-১৪]
ⓚ আদিবাসী ⓚ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
ⓖ উপজাতি ⓖ পাহাড়ী উত্তর: খ

১৮. **Article ...... of the constitution deals with the issues of foreign policy of Bangladesh?** [Jahangirnagar University (C1 Unit - Set 1): 15-16]
ⓐ 4 A ⓑ 25
ⓒ 141 (1) ⓓ 101 **Ans.** b

রাজনৈতিক অপরাধ (Political Crime)
ক্ষমতা লাভের জন্য দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে বিরোধকালে ক্ষমতাসীন দলকে আসনচ্যুত করার জন্য যে অপরাধ করা হয় তা রাজনৈতিক অপরাধ। এমন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে ভিন্ন দেশে অবস্থান নিলে তাহাকে বহিঃসমর্পণ (Extradition) করা হয় না।

কু দ্যতা (Coup d' etat)
আকস্মিক বল প্রয়োগ করে সরকারের পরিবর্তন ঘটানোকে কু দ্যতা বলে। যাদের হাতে কোনো সরকারি বা সামরিক ক্ষমতা থাকে তারাই সাধারণত কু দ্যতা ঘটায়। এর সাথে বিপ্লবের পার্থক্য হলো এটা ঘটে উচ্চপর্যায় থেকে, কিন্তু বিপ্লব ঘটে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের পারভেজ মোশারফ এরই মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

স্যাবটোজ (Sabotage)
সন্ত্রাসবাদী বা গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বা স্বার্থের হানি করাকে বলে স্যাবোটাজ। অনুরূপ ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো জনগোষ্ঠী বা কোনো যুদ্ধ বা কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষতি সাধনকেও স্যাবোটোজ বলে অভিহিত করা হয়।

অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression pact)
দুই বা ততোধিক দেশ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করবে না বরং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে এই মর্মে সম্পাদিত চুক্তি।

সরকার ব্যবস্থা

সরকারের শ্রেণিবিভাগ
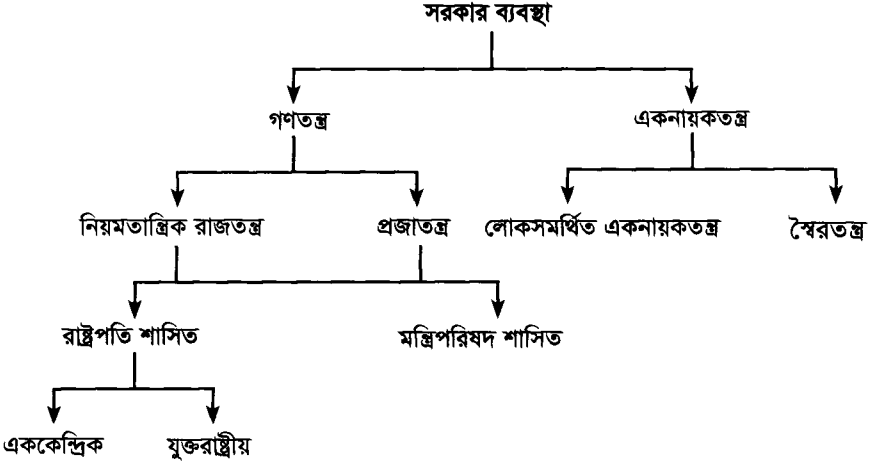
ক) আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার

১) *রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Presidential Government)* : রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান। আইনসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে এরূপ প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

২) *সংসদীয় সরকার (Parliamentary or Cabinet Government)* : আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার হাতে থাকে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। এ ধরনের সরকারে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কার্যত কিছু করেন না। বাংলাদেশ, ভারত, জার্মানি ও নিউজিল্যান্ডসহ প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে।

খ) ক্ষমতা বন্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার

১) *এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government)* : যে শাসন ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সকল ক্ষমতা পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। ফ্রান্স, বাংলাদেশ, জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

২) *যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)* : যখন কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন না থেকে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে, তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি দ্বৈত সরকার। এখানে কেন্দ্রীয় ও

Books by the Same Author

MP3 Publications

Easy Publications